NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

সপ্তাহ জুড়ে শেষের পাতায়
রবি সাহিত্য সংস্কৃতি নবপত্রিকা
সোম স্বাস্থ্য বীমা আরোগ্য
মঙ্গল শিক্ষা প্রযুক্তি চাকরি টাকাকড়ি
বুধ ভ্রমণের টুকিটাকি পর্যটন
বৃহস্পতি খেলার জগৎ গ্যালারি
শুক্র সিনেমা অনুষঙ্গ বায়োস্কোপ
শনি অর্থের আকাশ চিত্রাঙ্গদা

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtube.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
দেখুন
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

২ দুই বঙ্গের উন্নয়নে নবান্নে বৈঠক, নেওয়া হল একাধিক সিদ্ধান্ত

রাজ্যের ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পকে চাঙ্গা করতে রাজ্যের নয়া উদ্যোগ ২

কলকাতা ২৫ নভেম্বর ২০২৫ ৮ অগ্রহায়ণ ১৪৩২ মঙ্গলবার উনবিংশ বর্ষ ১৬৪ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 25.11.2025, Vol.19, Issue No. 164, 8 Pages, Price 3.00

‘শোলে’র পঞ্চাশে বিদায় ‘বীরু’র

আভি না যাও ছোড় কর ...

মুম্বই, ২৪ নভেম্বর: প্রয়াত বলিউডের ‘হি-ম্যান’। দীর্ঘ দিন ধরে বার্ধক্যজনিত অসুস্থতায় ভুগছিলেন। কিছু দিন আগে তাঁর মৃত্যুর ভুয়ো খবর ছড়ায়। তবে সেই সময় পরিবারের তরফে জানানো হয়, অভিনেতার স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়েছে। হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফিরিয়ে আনা হয় তাঁকে। তবে শেষরক্ষা হল না। পিটিআই সূত্রে খবর, সোমবার, ২৪ নভেম্বর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন অভিনেতা। মুম্বইয়ের পবন হংস শ্মশানে ধর্মেন্দ্রকে শেষ শ্রদ্ধা জানান বলিউডের তারকারা।

সংবাদসংস্থা পিটিআইয়ের তরফে জানানো হয়েছে, পুলিশ সূত্রে খবর, অভিনেতার মৃত্যু হয়েছে সোমবার সকালে। মুম্বইয়ের পবন হংস শ্মশানে শেষকৃত্য সম্পন্ন হবে। সোমবার সকালে হঠাৎই ধর্মেন্দ্রের বাড়ির সামনে হাজির হয় একটি অ্যাম্বুল্যান্স। প্রথমে অনুমান করা হয়েছিল, ফের ধর্মেন্দ্রর শারীরিক অবস্থার অবনতি হয়েছে। কিন্তু কিছু ক্ষণের মধ্যে পরিস্থিতি বদলে যায়। অ্যাম্বুল্যান্সে করে সোজা বর্ষীয়ান তারকার দেহ নিয়ে যাওয়া হয়েছিল শ্মশানে। পরিজনদের মধ্যেই সম্পন্ন হয় অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া। খবর শুনে ধর্মেন্দ্রের বাড়ি ও শ্মশানে ছুটে যান তাঁর অনুরাগীরা। কিন্তু তাঁরা শেষ দেখা দেখতে পাননি।

এ দিন দুপুর ১টা নাগাদ গাড়ি নিয়ে শ্মশানে ঢুকতে দেখা যায় হেমা মালিনীকে। ছবিশিকারিদের ক্যামেরায় দেখা যায় তাঁর থমথমে মুখ। ওড়নায় মুখ ঢেকে শ্মশানে ঢোকেন ধর্মেন্দ্র-কন্যা ঈশা দেওল। প্রাক্তন শ্বশুরকে বিদায় জানাতে এসে পৌঁছোন ভরত তখতানী। তার পরেই গাড়ি থেকে সানি দেওলকে নামতে দেখা যায়। বেলা বাড়তে বলি তারকারাও আসেন এক এক করে। পর্দার ‘বীরু’কে শেষবিদায় জানাতে

হাজির ছিলেন ‘জয়’ অমিতাভ বচ্চনও। এর পরে একে একে পৌঁছোন সলমন খান, আমির খান, সঞ্জয় দত্ত, অক্ষয় কুমারেরা। শাহরুখ খান ও গৌরী খান পৌঁছে যান শ্মশানে। পরের দিকে পৌঁছোন শাবানা আজমি, দীপিকা পাড়ুকোন ও রণবীর সিং।

অভিনেতার মৃত্যুতে শোকজ্ঞাপন করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মোদীর পোস্টে স্পষ্ট, তিনি ধর্মেন্দ্রের অভিনয়ে মুগ্ধ ছিলেন। তাই তিনি লেখেন, ‘যে ভাবে তিনি ভিন্ন ভিন্ন ধরনের ছবিতে অভিনয় করেছিলেন তার সঙ্গে অগুনতি মানুষ একাত্ম বোধ করতে পারতেন। অভিনয়ের পাশাপাশি বিনয়, নম্রতা ও আন্তরিকতার জন্যেও ধর্মেন্দ্রকে মানুষ ভালবেসেছেন। এই দুঃখের মুহূর্তে আমার সমবেদনা রইল ওঁর পরিবার, পরিজন, বন্ধুবান্ধব ও অসংখ্য অনুরাগীর প্রতি। ওম শান্তি।’ কিংবদন্তি অভিনেতার প্রয়াণে শোকপ্রকাশ বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। শোকপ্রকাশ করে লিখেছেন, ‘কিংবদন্তি অভিনেতা-নায়ক ধর্মেন্দ্রজির প্রয়াণে গভীরভাবে শোকাহত। ভারতীয় চলচ্চিত্রে তাঁর অসামান্য অবদান প্রজন্মের পর প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করবে। ধর্মেন্দ্রজির পরিবার, বন্ধুবান্ধব, ভক্তমহলের প্রতি আমার সমবেদনা রইল। হেমা মালিনীজি ও পুত্রকন্যারা তাঁর সমৃদ্ধ উত্তরাধিকার বহন করবেন। তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করি।’

আজ মমতা মতুয়া-গড়ে, মোদী সরযূ পাড়ে

ঠাকুরবাড়ি যাওয়ার সম্ভাবনা নেই দিদির

নিজস্ব প্রতিবেদন: মতুয়া গড়ে মুখ্যমন্ত্রী আজ পা রাখলেও ঠাকুর বাড়িতে যাওয়া নিয়ে অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে। আজ মুখ্যমন্ত্রী ঠাকুরনগর আসার কথা থাকলেও শাসক দলের একাংশের বিরোধিতার কারণেই ঠাকুরবাড়িতে আসছেন না মুখ্যমন্ত্রী। দাবি মমতা বালা ঠাকুরের অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহাসংঘের ফলে আশাহত মতুয়ারা। বিজেপির কটাক্ষ, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ব্যাঙ্গাত্মক ভাষায় হরিচাঁদ ঠাকুর, গুরুচাঁদ ঠাকুরকে অপমান করেছেন। সেখানে দাঁড়িয়ে কোন মুখ নিয়ে ঠাকুর বাড়িতে যাবেন সেই লজ্জায়, ঘৃণায়, আর যেতে পারছে না ঠাকুর বাড়িতে।

আজ দুপুরে বনগাঁ ত্রিকোণ পার্কে মুখ্যমন্ত্রীর জনসভা রয়েছে পরবর্তীতে চাঁদপাড়া থেকে তিন কিলোমিটার ঠাকুরনগর রাস্তায় পদযাত্রা রয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর। অথচ ঠাকুর বাড়িতে যাচ্ছেন না মুখ্যমন্ত্রী এমনটাই সূত্রের খবর। এদিন মমতা বালা ঠাকুর-এর অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহাসংঘের সাধারণ সম্পাদক সুকেশ চৌধুরী জানান, আমরা আশা করেছিলাম উনি ঠাকুরবাড়িতে আসবেন। এলে আমাদের মানুষগুলো আরও আশ্বস্ত হতো ভরসা পেত। না আসার কারণে কিছুটা ক্ষোভের বাতাবরণ তৈরি হয়েছে। আমরা খোঁজ-খবর নিয়ে

দেখেছি কিছু চক্রান্ত হচ্ছে। ঠাকুরবাড়িতে আসলে মমতা বালা ঠাকুর-এর গুরুত্ব আরও বাড়বে। আগামীতে নির্বাচনে যদি কোনও সমস্যা হয়, তাহলে তার দায়ভার তাদেরকে নিতে হবে। কয়েকদিন আগে আমরা এসআইআর-এর বিরুদ্ধে অনশন আন্দোলন করেছিলাম। রাজনৈতিক দলের কিছু মানুষ চায়না মমতা ঠাকুর এই আন্দোলন করুক। শাসকদলের একটা অংশই বিরোধিতা করছে। তবুও আমরা আশা রাখছি ঠাকুরবাড়িতে যথা সময়ে আসবেন মুখ্যমন্ত্রী। এই বিপদের সময় যে পাশে দাঁড়ায়, মানুষ তাকেই প্রকৃত বন্ধু মনে করে। মানুষ যেভাবে আতঙ্কিত হয়ে আছে, মুখ্যমন্ত্রী আমাদের ঠাকুর বাড়িতে আসলে মানসিক জোর পেতাম। কিন্তু আমরা আশাহত হলাম। আমরা এখনো বিশ্বাস করি উনি যেখানেই আসুন না কেন, একবার অন্তত ঠাকুরবাড়িতে আসবেন।’

বনগাঁ দক্ষিণের বিজেপি বিধায়ক স্বপন মজুমদার জানান, ‘একদিকে মতুয়াদের মিথ্যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। অন্যদিকে মতুয়ারা যেভাবে তৃণমূল থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে ঠিক তারপর মুখ্যমন্ত্রীর মাথা খারাপ হয়ে যাওয়ার পর যেভাবে হরিচাঁদ ঠাকুর,গুরুচাঁদ ঠাকুরকে অপমান করেছেন, সেখানে দাঁড়িয়ে কোন মুখ নিয়ে ঠাকুর বাড়িতে যাবে! সেই লজ্জা ঘৃণায় আর যেতে পারছে না ঠাকুর বাড়িতে। তবে ছাব্বিশে মতুয়ারা মুখ্যমন্ত্রীর এই মন্তব্যের জবাব দেবে।’

শান্তনু ঠাকুরের অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহাসংঘের সাধারণ সম্পাদক সুখেন্দ্রনাথ গাইন বলেন, ‘ঠাকুর বাড়িকে রাজনৈতিকভাবে ব্যবহার করবার জন্য এবং মতুয়াদেরকে ব্যবহার করবার জন্য মমতা ব্যানার্জি এতদিন আসতেন। এতদিন আসতেন রাজনৈতিক স্বার্থে। যদি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আসেন, আমরা প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছি, গোবর ভর্তি করে রেখেছি , গোবর ছড়িয়ে, কামনা সাগরের জল দিয়ে দুধ দিয়ে মন্দির পরিষ্কার করব।’

রামমন্দিরের চূড়ায় ধ্বজারোহণ উৎসব

লখনউ, ২৪ নভেম্বর: অযোধ্যায় রাম মন্দিরের নির্মাণ পুরোপুরি শেষ হয়েছে। নির্মাণের মাঝপথে গত বছর ২২ জানুয়ারি মন্দিরের উদ্বোধন করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। নির্মাণ পুরোপুরি শেষ হওয়ায় আজ মন্দিরের চূড়ায় ধ্বজা ওড়াবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবতও উপস্থিত থাকবেন। এর আগে মন্দিরের শিলান্যাস এবং উদ্বোধন অনুষ্ঠানেও উপস্থিত ছিলেন সঙ্ঘ প্রধান।

এদিনের অনুষ্ঠান উপলক্ষে রবিবার থেকেই অযোধ্যায় বিপুল ভক্ত সমাগম হতে শুরু করেছে। অনুষ্ঠানে হাজির থাকবেন উত্তর প্রদেশ ও ভারত সরকারের একাধিক মন্ত্রী এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। ঐতিহাসিক এবং আধ্যাত্মিকতার দৃষ্টিতে এই ধ্বজারোহনকর্মসূচি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মন্দির

কমিটির বক্তব্য। গোটা কার্যক্রম সম্পন্ন হবে চার মিনিটে। তবে এজন্য শুভ মুহূর্ত হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে মঙ্গলবার বেলা ১১টা ৫২ মিনিট থেকে ১২টা ৩৫ পর্যন্ত। ১২ জন বৈদিক আচার্য ও তাঁদের সহযোগীদের শঙ্খধ্বনীর মধ্যে নিশানা উত্তোলন করবেন প্রধানমন্ত্রী।

রাম জন্মভূমি তীর্থক্ষেত্র ট্রাস্ট প্রায় সাত হাজার অতিথিকে এই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানিয়েছে। সোমবার থেকেই এই বিশেষ মুহূর্ত প্রত্যক্ষ করার জন্য ভক্তরা জড়ো হতে শুরু করেছেন মন্দিরে এলাকায়। ট্রাস্ট সিদ্ধান্ত নিয়েছে মঙ্গলবারের অনুষ্ঠানে কোনও ভিভিআইপি পাশ ইস্যু করা হবে না। ট্রাস্ট আরও জানিয়েছে, আমন্ত্রিতদের মধ্যে সমাজের সব অংশের মানুষ আছেন। মন্দিরে সকলে সুযোগ সমান। অনুষ্ঠান উপলক্ষে অযোধ্যার নিরাপত্তা কয়েকগুণ বাড়ানো হয়েছে। সাধারণ ভক্তরা যাতে ধ্বজা উত্তোলন অনুষ্ঠান পর্যবেক্ষণ করতে পারেন সেজন্য অদূরে ২০০ ফুট চওড়া এলইডি স্ক্রিন লাগানো হয়েছে।

বাদ পড়বে অন্তত ১০ লক্ষ নাম

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর)-এর পর রাজ্যে বাদ পড়ছে অন্তত ১০ লক্ষ ভোটারের নাম। এ পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে এ বার এমনটাই জানাল ভারতের নির্বাচন কমিশন।

কমিশন সূত্রে খবর, এখনও পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, বঙ্গের অন্তত ১০ লক্ষ ভোটারের নাম খসড়া তালিকা থেকে বাদ পড়ছে। বাড়ি বাড়ি গিয়ে ফর্ম বিলি এবং পূরণ করা ফর্ম সংগ্রহের সময় বুথ স্তরের আধিকারিক (বিএলও)-রা যা তথ্য পেয়েছেন, তাতে এমনটাই জানা গিয়েছে। এই ১০ লক্ষের মধ্যে ৬.৫ লক্ষ ভোটার মৃত। এ ছাড়াও বহু নকল, স্থানান্তরিত এবং নিরুদ্দেশ ভোটারও রয়েছেন।

রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক (সিইও) মনোজ আগরওয়াল বলেন, ‘আমরা ভোটারদের কাছে অনুরোধ করেছি, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এনুমারেশন ফর্ম জমা দিন। ৪ ডিসেম্বর শেষ দিন, তার কোনও পরিবর্তন হয়নি।’

নির্বাচন কমিশনের প্রদত্ত হিসাব অনুযায়ী, ২৪ নভেম্বর পর্যন্ত রাজ্যে ৯৯.৭৫ শতাংশ, অর্থাৎ ৭ কোটি ৬৪ লক্ষের কাছাকাছি এনুমারেশন ফর্ম বিলি করা হয়েছে। ডিজিটাইজ করা হয়ে গিয়েছে ৪ কোটিরও বেশি ফর্ম (৫৯.৪ শতাংশ)। এখনও পর্যন্ত যত কাজ এগিয়েছে, তার ভিত্তিতেই আপাতত এই তথ্য জানানো হয়েছে। তবে সব মিলিয়ে কত জনের নাম বাদ পড়বে, সেই প্রকৃত সংখ্যা সম্পর্কে আন্দাজ করা যাবে সব ফর্মের ডিজিটাইজেশনের পরেই। আগামী ৯ ডিসেম্বর খসড়া তালিকা প্রকাশ করা হবে।

এসআইআর-এর অগ্রগতিতে পাঁচটি জেলা বিশেষভাবে এগিয়ে রয়েছে। পূর্ব বর্ধমান, আলিপুরদুয়ার, উত্তর দিনাজপুর, মালদহ ও পূর্ব মেদিনীপুরে ৬৫ থেকে ৬৭ শতাংশ কাজ ইতিমধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে। সারা রাজ্যের মধ্যে সবচেয়ে দ্রুতগতিতে কাজ এগিয়েছে উত্তর ২৪ পরগনার গোসাবায়;সেখানে ১২১ জন বিএলও শতভাগ কাজ শেষ করেছেন।

তবে কাজের চাপ নিতে গিয়ে রাজ্যে ইতিমধ্যেই তিন জন বিএলওর মৃত্যু হয়েছে। কী কারণে তাঁদের মৃত্যু হয়েছে, তা খতিয়ে দেখতে কমিশন বিস্তারিত রিপোর্ট ও ময়নাতদন্তের নথি চেয়েছে। মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক জানিয়েছেন, কর্তব্যরত অবস্থায় মৃত্যু হয়ে থাকলে সে অনুযায়ী কমিশনকে জানানো হবে।

তিনি আরও বলেন, কোনও বিএলও অসুস্থ হলে বা শারীরিকভাবে অক্ষম হয়ে পড়লে ইলেক্টোরাল রেজিস্ট্রেশন অফিসার প্রয়োজন অনুযায়ী অন্য বিএলওকে দায়িত্ব দিতে পারবেন। এ ক্ষেত্রে আলাদা অনুমতির প্রয়োজন নেই।

মনোজ আগরওয়াল জানান, পশ্চিমবঙ্গই একমাত্র রাজ্য যেখানে কোনও বিএলওর বিরুদ্ধে এখনও পর্যন্ত শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। কাজের ভুল হলে সতর্ক করা হয়েছে, কিন্তু ইচ্ছাকৃত অনিয়ম হলে অবশ্যই ব্যবস্থা নেওয়া হবে। বরং তিনি বিএলওদের ‘এসআইআরের হিরো’ বলে প্রশংসা করেন।

কমিশনারকে ফের পত্রবাণ মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন: চুক্তিভিত্তিক ডেটা এন্ট্রি অপারেটর বা বাংলা সহায়তা কেন্দ্রের কর্মীদের এসআইআর সংক্রান্ত ডেটা এন্ট্রি অপারেটরের কাজের না লাগানো সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নির্বাচন কমিশনকে চিঠি দিয়েছেন। একইসঙ্গে বেসরকারি আবাসনকে ভোট গ্রহণ কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করা সিদ্ধান্তেরও তিনি প্রতিবাদ জানিয়েছেন। সোমবার দেশের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে লেখা দুই পাতার চিঠিতে মুখ্যমন্ত্রী অভিযোগ করেছেন, পশ্চিমবঙ্গের সিইও-র দপ্তর এমন কিছু উদ্যোগ নিচ্ছে যা নির্বাচন পরিচালনার নিরপেক্ষতা ও স্বচ্ছতার পরিপন্থী এবং যার ফলে প্রশ্ন উঠছে কমিশনের ভূমিকা ও উদ্দেশ্য নিয়েও।

চিঠিতে মুখ্যমন্ত্রী প্রথমেই তুলে ধরেছেন সিইও-র দপ্তর থেকে জারি হওয়া আরএফপি-এর বিষয়টি। সিইও-র দপ্তর এক বছরের জন্য ১,০০০ ডেটা এন্ট্রি অপারেটর ও ৫০ সফটওয়্যার ডেভেলপারের নিয়োগে আরএফপি জারি করেছে। মুখ্যমন্ত্রীর প্রশ্ন, যখন জেলা স্তরে দক্ষ কর্মীরা এতদিন ধরে সফলভাবে এই কাজ করে এসেছেন, তখন অতিরিক্তভাবে বাইরের এজেন্সির মাধ্যমে পুরো এক বছরের জন্য একই কাজ করানোর প্রয়োজন কী?

মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ, এর ফলে দুই ধরনের প্রশ্ন উঠে যাচ্ছে, এক, জেলা অফিসের নিজস্ব নিয়োগ ক্ষমতার ওপর সিইও-র দপ্তর কেন হস্তক্ষেপ করছে এবং দুই, এই নতুন এজেন্সির নিয়োগের পিছনে কোনও রাজনৈতিক স্বার্থ বা চাপ রয়েছে কি না। তাঁর বক্তব্য, এই আরএফপি-র সময় ও প্রক্রিয়া সন্দেহ তৈরি করছে এবং কমিশনের নিরপেক্ষতার ভাবমূর্তিকে আঘাত করছে।

চিঠির দ্বিতীয় অংশে মুখ্যমন্ত্রী আরও কঠোর ভাষায় আপত্তি জানিয়েছেন, বেসরকারি আবাসন কমপ্লেক্সের মধ্যে ভোটগ্রহণ কেন্দ্র স্থাপনের প্রস্তাব নিয়ে।

কবাডিতে বিশ্বজয়

■ **বিশ্বমঞ্চে উজ্জ্বল ভারতের মেয়েরা। সেটা মহিলা বিশ্বকাপ হোক বা কবাডি। মাঝে দৃষ্টিহীনদের ক্রিকেট বিশ্বকাপও জিতেছে ভারতের মেয়েরা। এবার কবাডিতেও দাপট অব্যাহত। বাংলাদেশের মাটিতে চাইনিজ তাইপেইকে ৩৫-২৮ ব্যবধানে হারিয়ে বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হল ভারতীয় মহিলা দল। টানা দু’বার বিশ্বজয়ের শিরোপা ভারতের মাথায়।**

বাড়তি দশ নম্বরে ধর্মতলায় ধুন্ধুমার

নিজস্ব প্রতিবেদন: এসএসসির নতুন চাকরিপ্রার্থীদের আন্দোলনে সোমবার দুপুরে রণক্ষেত্রের চেহারা নিল ধর্মতলা চত্বর। এদিন এসএলএসটি, ২০২৫ পরীক্ষায় বঞ্চনার অভিযোগ তুলে চাকরিপ্রার্থীরা পূর্বনির্ধারিত কর্মসূচি অনুযায়ী বিক্ষোভে নামেন। তাঁদের সরাতে পুলিশ এগিয়ে এলে শুরু হয় ধস্তাধস্তি। অভিযোগ, শান্তিপূর্ণ জমায়েত ভাঙতে পুলিশ বলপ্রয়োগ করেছে। এদিকে পুলিশের তরফ থেকে দাবি করা হয়, বারবার সরতে বলা হলেও আন্দোলনকারীরা নির্দেশ মানেননি, ফলে জনজীবন ব্যাহত হচ্ছিল। আর সেই কারণেই শেষ পর্যন্ত কয়েকজনকে জোর করে বাসে তুলে নিয়ে যায় পুলিশ।

তবুও আন্দোলনকারীদের একাংশ রাস্তা কামড়ে আন্দোলন চালিয়ে যেতে থাকেন। তাঁদের স্লোগান, ‘হকের চাকরি চাই’, ‘কালো দশ নম্বর চাই না।’ পাশাপাশি চাকরিপ্রার্থীদের অভিযোগ, লিখিত পরীক্ষায় সর্বোচ্চ নম্বর পেলেও ইন্টারভিউ ডাক আসেনি। অভিজ্ঞদের জন্য অতিরিক্ত ১০ নম্বর যোগ হওয়ায় নতুন পরীক্ষার্থীরা পিছিয়ে পড়েছেন। এই প্রসঙ্গে তাঁদের তিন দফা দাবি, অভিজ্ঞতার জন্য অতিরিক্ত ১০ নম্বর বাতিল করতে হবে। দ্বিতীয়ত, অবিলম্বে প্রায় ১৩ হাজার নতুন শূন্যপদ সৃষ্টি করতে হবে। আর তৃতীয়ত, সমস্ত প্রার্থীর ওএমআর শিট প্রকাশ করতে হবে।

এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, এর আগেও চাকরিপ্রার্থীরা বিকাশ ভবন অভিযান করে সাত ঘণ্টা রাস্তা অবরোধ করেছিলেন। ১৭ ও ১৮ নভেম্বর টানা পুলিশি হস্তক্ষেপ ও আটক সত্ত্বেও আন্দোলন থামেনি। তাঁদের বক্তব্য, উচ্চ আদালতের রায় না আসা পর্যন্ত রাজপথই তাঁদের সংগ্রামের জায়গা। এদিকে, শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু আগেই জানিয়েছেন, শূন্যপদ বৃদ্ধির বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে তাঁর আলোচনা হয়েছে। তবে এখনো কোনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত আসেনি।

এদিকে আবার চাকরিপ্রার্থীরা আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন ঠিকই, কিন্তু তাঁদের আশঙ্কা, রায় আসতে দেরি হলে নিয়োগ প্রক্রিয়া শেষ হয়ে যাবে। তখন বিচার পেলেও কোনও বাস্তব লাভ থাকবে না। তাই তাঁরা রাজপথে নেমে আন্দোলনকে চাপ সৃষ্টির হাতিয়ার করছেন।

এখানেই রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের ধারনা, এই আন্দোলন কেবল নিয়োগ,সংক্রান্ত নয়, বরং শিক্ষা ব্যবস্থার গভীর সমস্যার প্রতিফলন।

বিক্ষুব্ধ বিএলওদের হিঁচড়ে তুলল পুলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদন: ‘মাত্রাতিরিক্ত কাজের চাপে’র প্রতিবাদে এ বার রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক (সিইও)-এর দপ্তরে বিক্ষোভ দেখালেন বিএলও-দের একাংশ। ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর)-পর্বের বুথভিত্তিক কাজের সঙ্গে যুক্ত বুথস্তরের আধিকারিকদের সংগঠনের প্রতিনিধিরা সোমবার সিইও দপ্তরে তাঁদের ধর্না-বিক্ষোভ ঘিরে উত্তেজনা ছড়ায়। বিএলও অধিকার রক্ষা সমিতি নামে একটি সংগঠনের সদস্যেরা বিক্ষোভে শামিল হয়েছিলেন বলে সূত্রের খবর। তবে অভিযোগ, বিএলও নন এমনও অনেকে ছিলেন বিক্ষোভকারীদের দলে।

প্রসঙ্গত, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পশ্চিমবঙ্গে এসআইআর-এর কাজ স্থগিত রাখার দাবি জানিয়ে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে সম্প্রতি চিঠি লিখেছেন। তাঁর অভিযোগ, বিএলও-দের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ এবং সহায়তা দেওয়া হয়নি।

সোমবার বিক্ষোভকারী বিএলও-রা রাজ্যের সিইও মনোজ আগরওয়ালের সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু অ্যাপয়েন্টমেন্ট না থাকায় দেখা করতে রাজি হননি সিইও। তাঁদের সঙ্গে দেখা করেন অতিরিক্ত সিইও। কিন্তু তাতে সন্তুষ্ট না হয়ে দুপুর থেকে সিইও-র ঘরের বাইরে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। অশান্তির ইঙ্গিত পেয়ে ঘটনাস্থলে কলকাতা পুলিশের ডিসি (সেন্ট্রাল)-এর নেতৃত্বে বাহিনী পৌঁছয়। বিএলও অধিকার রক্ষা সমিতির সদস্যেরা বিক্ষোভ তুলতে রাজি না-হওয়ায় টেনে-হিঁচড়ে তাঁদের সরানো হয়।

প্রথম থেকেই বিএলও-দের একাংশ অভিযোগ করে যাচ্ছিলেন, তাঁদের ওপর অতিরিক্ত চাপ দেওয়া হচ্ছে। নিত্য নতুন ফোনে কমিশনের নির্দেশ আসছে। সঙ্গে ফর্ম ডিজিটাইজ করতে হবে। যেটা করতে সময় লাগছে অনেক। তাতে কমিশনের কাছে তাঁরা ফর্ম ডিজিটাইজেশনের সময়সীমা বাড়ানোর দাবি জানিয়েছিলেন। কিন্তু রাজ্যে এসে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার স্পষ্ট করে দিয়েছেন, কোনওভাবে সময়সীমা বাড়ানো যাবে না। কারণ ৪ ডিসেম্বর নয়, ২৫ নভেম্বরের মধ্যেই বিএলও-দের কাজ শেষ করতে হবে। এরপরই এদিন সিইও দপ্তর অভিযানে নামেন বিএলও-দের একাংশ।

পুকুরে পুলকার, দুর্ঘটনার বলি তিন পড়ুয়া

নিজস্ব প্রতিবেদন: সোমবার হাওড়ার উলুবেড়িয়াতে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পুকুরে পড়ে গেল ছাত্র ভর্তি পুলকার। এই ঘটনায় ৩ পড়ুয়ার মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছে আরও দুই জন। মৃত ছাত্রদের নাম যথাক্রমে শৌভিক দাস (১০), ঈশিকা মণ্ডল (৫),অরিন দে (৯)।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই চারচাকার মারুতি গাড়িটি করে পড়ুয়ারা স্কুলে যাতায়াত করত। উলুবেড়িয়ারই কোনও একটি ইংরাজি মাধ্যম স্কুলের পড়ুয়া তারা। সোমবারও স্কুল ছুটির পর পড়ুয়ারা ওই পুলকার করেই বাড়ি ফিরছিল। উলুবেড়িয়া বহিরা এলাকা দিয়ে যাওয়ার সময় গাড়িটি দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। গাড়িটি পুকুরে পড়ে যায়। গাড়ির মধ্যেই

আটকে থাকে ছোট ছোট পড়ুয়ারা।

জানা গিয়েছে, এদিন বিকেল সাড়ে তিনটে নাগাদ স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার পথে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উলুবেড়িয়ার বহিরা গ্রাম পঞ্চায়েতের বড়ডাঙা এলাকায় বাঁক নিতে গিয়ে পুলকারটি পাশের একটি পুকুরে পড়ে যায়। দ্রুত গতিতে বাঁক নিতে গিয়ে পুলকারটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পুকুরে পড়ে যায় বলে মনে করছে এলাকার বাসিন্দারা। এরপর শিশুদের চিৎকার শুনে স্থানীয়রা ছুটে এসে তাদের উদ্ধার করে উলুবেরিয়া শরৎচন্দ্র মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠালে চিকিৎসকরা তিন জনকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। বাকি দুই ছাত্র গুরুতর অসুস্থ বলে জানা গিয়েছে। এই ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। অন্যদিকে , স্থানীয়দের অভিযোগ, ছুটি হলেই পুলকার চালকরা তড়িঘড়ি ছাত্রদের বাড়ি পৌছে দেওয়া জন্য বেপরোয়া ভাবে গাড়ি চালায়। যার ফলে এই দুর্ঘটনা বলে মনে করছে অনেকেই।

ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত দুর্ঘটনাস্থল ও হাসপাতালে পৌঁছয় উলুবেড়িয়া থানার পুলিশ। স্থানীয়রাই পুকুর থেকে ওই দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়িটিকে পাড়ে তোলে। দুর্ঘটনার পরই পালিয়েছেন ওই গাড়ির চালক। তাঁর খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ১১/১১/২০২৫ তারিখে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ১০৭২৩ নং এফিডেভিট বলে আমি Anup Kumar Shaw S/o. Arjun Shaw, সাং 4/B/C, বেণীমাধব তলা, ত্রিবেণী, মগরা, হুগলী-৭১২৫০৩, ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার কন্যার (Anushka Shaw) জন্ম সার্টিফিকেটে (Regn. No. 11850/2011) আমার সঠিক নাম Anup Kumar Shaw-এর পরিবর্তে Anup Shaw লিপিবদ্ধ হইয়াছে। আমি Anup Kumar Shaw, Anup Shaw ও Anup Kumar Sau S/o. Arjun Shaw উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৬/১১/২০২৫ তারিখে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ১০৫১২ নং এফিডেভিট বলে আমি Saraswati Paul W/o. Prosenjit Paul সাং একতারপুর, বলাগড়, হুগলী-৭১২১২৩, ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পুত্রের (Joyditya Paul) জন্ম সার্টিফিকেটে (সার্টিফিকেট নং B/2024/0659117, তাং ১৩/০৫/২০২৪) আমার সঠিক নাম Saraswati Paul- এর পরিবর্তে Saraswati Pal লিপিবদ্ধ হইয়াছে। আমি Saraswati Paul ও Saraswati Pal W/o. Prosenjit Paul উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

রাজ্যপাল সম্মানিত
রাজজ্যোতিষী
ইন্দ্রনীল মুখার্জ্জী
Call : 98306-94601 / 90518-21054

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ২৫ শে নভেম্বর। মঙ্গল বার। ৮ ই অগ্রহায়ণ। পনঞ্চমী তিথি। জন্মে মকর রাশি। অষ্টোত্তরি বৃহস্পতি র মহাদশা, ও বিংশোত্তরী রবি র মহাদশা কাল। মৃতে ত্রীপাদ দোষ।

মেষ রাশি : শারীরিক সুস্থতার দিন। যারা দীর্ঘ সময় ধরে চিকিৎসা তে ছিলেন আজ শরীর আরোগ্য হওয়ার দিন। খাওয়া এবং পথ্য তার দিকে নজর দেওয়া শুভ। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ শ্বশুরবাড়ির সদস্যদের দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি। প্রতিবেশী সহযোগিতা প্রাপ্তি এবং যারা লৌহ এবং তরল পদার্থের ব্যবসা করেন তাদের অর্থবৃদ্ধি সম্ভাবনা প্রবল। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জ্বালুন ওম নমঃ শিবায় বলুন শুভ হবে।

বৃষ রাশি : জীবনের কঠিন সময়ের একটা নতুন দৃঢ় পদক্ষেপ দেখা দেবে। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। গৃহবধুদের অন্য শুভ। তবে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য তিন মাথার বুদ্ধির প্রয়োজন। বিবাহ বিষয়ে যে কথা আটকে ছিল তার সম্ভাবনা। চলচ্চিত্র দূরদর্শনের মধ্যে যারা কাজে জড়িত তাদের সাফল্য নিশ্চিত। বাড়ির গৃহ মন্দিরে লাল ফুল দ্বারা দেবী মহাকালীর পুজো করুন নিশ্চিত শুভ হবে।

মিথুন রাশি : ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধির সম্ভাবনা প্রবল। গৃহ শান্তি থাকলেও তৃতীয় কোন শুক্তিকে নিয়ে বিবাদ এর সম্ভাবনা রয়েছে সতর্ক থাকতে হবে। সেলস রিপ্রেসেন্টেটিভ দের বিশেষত যারা মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেশন করেন তাদের সতর্ক থাকা ভালো। বান্ধব যোগে উপকৃত হবেন। প্রতিবেশীর দ্বারা উপকৃত হবেন। গৃহ পরিবেশ বিষয়ে সতর্ক থাকা ভালো। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জ্বেলে হলুদ পুদদদ দারা দেব দেবীদের আরতী করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

কর্কট রাশি : পরিবারে অশান্তির কালো মেঘ। আজ দেখা দেবে দাম্পত্য বিবাহিত জীবনে হঠাৎ তর্ক বিতর্ক সম্ভাবনা। তৃতীয় একজন ব্যক্তির দ্বারা স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বিবাদের কারণ। যারা বেতন ভোগ কর্মচারী তাদের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সাথে কিছু বিবাদ হবে। কম কথা বলা এবং বুদ্ধির প্রয়োগে আপনার জয়লাভ। আজকের দিনে নতুন বান্ধব কে বিশ্বাস না করাই ভালো। গুপ্ত শত্রুর চক্রান্ত বা ষড়যন্ত্র থাকবে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জালুন এবং আতপ চাল নৈবিদ্য দিয়ে সর্ব দেব দেবীর আরতি করুন শুভ হবে।

সিংহ রাশি : শুভ দিন নতুন কোন সম্ভাবনা আপনার দরজায় টোকা দেবে। অর্থবৃদ্ধির সম্ভাবনা, ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধির সম্ভাবনা। বিশেষত জমি বাড়ি বাস্তু বিষয়ে যারা কাজ করেন তাদের অর্থপ্রাপ্তির নতুন দিক। গৃহ শান্তি পারিবারিক শান্তি থাকবে। বান্ধবের দ্বারা উপকৃত হবেন আজ মন আনন্দে ভরপুর থাকবে। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ যারা গবেষণা করছেন তাদের জন্য অতীব শুভ। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জ্বেলে দুর্বাসহ দেব-দেবীর আরতি করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

কন্যা রাশি : আজ শুভ-অশুভ মিলিয়ে দিনটি থাকবে। গ্রহ অবস্থান যা বলছে তাতে যা অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনা ছিল তা একটু পিছিয়ে যাবে। ধৈর্য ধরতে হবে। ফোন কল ভারা শুভ সংবাদ প্রাপ্তির প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। গৃহবধূদের জন্য দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি হবে। বিদ্যার্থীদের দিনটি ঠিক নয়। শুভ-অশুভ নতুন ব্যবসা-বাণিজ্য যারা শুরু করবেন তাদের ধৈর্য ধরতে বলব। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ প্রজ্বলিত করে হর হর মহাদেব বলুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

তুলা রাশি : আজ অতীব শুভ দিন ব্যবসা বৃদ্ধির সম্ভাবনা প্রবল। প্রতিবেশীর সহযোগিতা, বাড়ির প্রবীণ নাগরিকের সহযোগিতা, বন্ধু-বান্ধবের বুদ্ধির দ্বারা নতুন পথ দেখা যাবে। পরিবারের দাম্পত্য বিবাহিত জীবনে শান্তির পরিবেশ। যে কাজটি করবেন ভেবেছিলেন আজ শুরু করতে পারেন। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। বাড়ির গৃহ মন্দিরে নারকেল এবং প্রদীপ প্রজ্জলন করে দুর্গা মায়ের নাম করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

বৃশ্চিক রাশি : দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি হবে। পরিবারে অশান্তির কালো মেঘ দেখা যাবে। সকাল বেলাতেই বিবাদের সম্ভাবনা রয়েছে। কর্মে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ দ্বারা দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি টেনশন বৃদ্ধি হবে। গুপ্ত শত্রু চক্রান্ত থাকবে। ছলনাময়ী নারীর দ্বারা আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা প্রবল। বিশেষভাবে আজকের দিনটি সতর্ক থাকা উচিত। বাড়ির গৃহ মন্দিরে পাঁচটি প্রদীপ প্রজ্জলন কারে ভগবান শ্রী শিব পূজা করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে

ধনু রাশি : আজকের দিনটি লক্ষ্য পূরণের দিন। কর্মে সফলতা প্রাপ্তি। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ আপনাকে যে চাপে রেখেছিল আজ সেখান থেকে মুক্তির পথ। বিশেষত যারা প্রশাসনিক কর্মেরত রয়েছেন। তাদের আজকের দিনটি সৌভাগ্য সূচক। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ কর্মপ্রার্থী কর্মের আবেদন যারা করছেন তাদের জন্য শুভ। আজ বান্ধবযোগে আনন্দিত হওয়ার দিন বাড়ি গৃহ মন্দিরে সাতটি প্রদীপ প্রজ্জলন করে, হর হর মহাদেব বলুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

মকর রাশি : যারা বেতনভুক কর্মচারী তাদের সৌভাগ্য যোগ। আজ সম্মান প্রাপ্তির দিন। প্রতিবেশীর দ্বারা কোন সমস্যা মুক্তির দিন। বান্ধবী দ্বারা পুর্ণ সহযোগিতা, প্রেমিক প্রেমিক যুগল শুভদিন বিবাহের বিষয়ে পারা কথা হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। ব্যাবসা বৃদ্ধির দিন প্রবীণ নাগরিকদের জন্য নতুন কোন সুখবরে আনন্দ প্রাপ্তি বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে হর হর মহাদেব বলুন। এগিয়ে চলুন।

কুম্ভ রাশি : আজ ব্যবসা-বাণিজ্যের নতুন কোন দিক দেখা দেবে যারা চিকিৎসক তাদের আজ বিশেষ সম্মান প্রাপ্তি। সামাজিক কাজে, যারা তাদেরও সম্মান প্রাপ্তির দিন। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। প্রবীণ নাগরিকদের পূর্ণ সহযোগিতায় আপনার বাধা প্রাপ্ত কাজটি আজ হয়ে যাবে। বেতনভুক কর্ম যারা করেন তাদের সম্মান প্রাপ্তির দিন। বিবাহের বিষয়ে নতুন কথা হতে পারে। যাদের বিচ্ছেদের মামলা চলছে আজ তাদের জন্য নতুন কোন সুখবর প্রাপ্তি। বাড়ির গৃহ মন্দিরে আতপ চাল দ্বারা দেবদেবীর পূজা করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

মীন রাশি : সতর্ক আজকের দিনটি থাকা উচিত। বন্ধুর বেশে শত্রু দেখা দেবে। বিবাদ বিতর্কের যারা মানসিক কষ্ট বৃদ্ধি হবে পরিবারে অশান্তির বাতাবরণ। প্রবীণ নাগরিকের চিকিৎসার জন্য দুশ্চিন্তা হঠাৎ করেই কোন দুঃসংবাদে মন কষ্ট বৃদ্ধি হবে। বেতনভোগ কর্মচারী যারা তাদের সতর্ক থাকা ভালো। বাড়ি গৃহ মন্দির এ নারিকেলসহ গণেশ দেবতার পুজো করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে

(আজ ষঠপঞ্চমী ব্রত)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

নাম-পদবী

আমি Bappa Dhara S/o. Lakshmikanta Dhara স্বেচ্ছায় হিন্দু ধর্ম ও নাম পরিত্যাগ করিয়া সর্বত্র Sekh Bappa নামে পরিচিত হইয়াছি এবং ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত হইয়া মুসলিম ধর্মালম্বী হইয়াছি। গত ২৪/১১/২০২৫, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ১০৯৮৮ নং এভিডেভিড বলে Bappa Dhara ও Sekh Bappa একই ব্যক্তি হইয়াছি।

নাম-পদবী

আমি Ranjan Sarkar S/o. Ramesh Sarkar স্বেচ্ছায় হিন্দু ধর্ম ও নাম পরিত্যাগ করিয়া সর্বত্র Sk Munna নামে পরিচিত হইয়াছি এবং ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত হইয়া মুসলিম ধর্মালম্বী হইয়াছি। গত ২৪/১১/২০২৫, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ১০৯৮৭ নং এভিডেভিড বলে Ranjan Sarkar ও Sk Munna একই ব্যক্তি হইয়াছি।

নাম-পদবী

আমি Joygopal Das, পিতা- কৃষ্ণপদ দাস, সাং- সুরভীস্থান, পোঃ বাদকুল্লা, থানা- তাহেরপুর, জেলা- নদীয়া আমার প্রকৃত নাম Joygopal Das যা লেখা আছে আমার ও আমার পুত্র অর্ঘ্যজিৎ দাসের ভোটার কার্ড ও আধার কার্ডে Jaygopal Das লেখা আছে আমার উক্ত পুত্রের মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকের সমস্ত কাগজ পত্রে, ১৩-১১-২০২৫ তারিখে রানাঘাট A.C.J.M কোর্টে ২টি এফিডেভিটের বলে আমি Joygopal Das ও Jaygopal Das এক ও অভিন্ন ব্যক্তি হইতেছি।

নাম-পদবী

আমি Kakali Nag (nee Kakali Ray), স্বামী Asis Nag, পিতা স্বর্গীয় হরিদাস রায়, নিবাস- ১৬, Girish Vidya Ratna Lane, Kol- 9, বিবাহ পূর্বে আমার নাম ছিল Kakali Ray পিতা স্বর্গীয় হরিদাস রায়। গত ১১/০৩/১৯৯৮ তারিখে মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট কলকাতা কোর্টের এফিডেভিটে (৪৯৮) সর্বত্র Kakali Nag নামে পরিচিত হলাম। Kakali Nag ও Kakali Ray এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

নাম-পদবী

আমি Tapashi Biswas, স্বামী Sudeep Biswas, পিতা Late Upendra Kumar Das, নিবাস 2N, School Road, Kalianibas, Nonachandan Pukur, Kol- 122, বিবাহ পূর্বে আমার নাম ছিল Tapashi Das ও কিছু নথিতে আমার নাম আছে Tapasi Das. গত ৪/৪/২০২৫ তারিখে ফার্স্ট ক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কলকাতা কোর্টের এফিডেভিটে (৯৭৪) Tapasi Das, Tapashi Das ও Tapashi Biswas এক ও অভিন্ন ব্যক্তি বলে পরিচিত হলাম।

NOTICE

Notice is hereby given that Iftekhar Ahmed Khan son of Late Asfaque Ahmed aged about 39 years by caste Muslim, by occupation Service residing at H.I.G.- 35, Serampore Housing Estate, P.O. Rishra, P.S. Serampore, Dist. Hooghly, Pin-712248, is an owner of property situated at House No. 35 HIG of Tarak Nath Co- Operative Society of Serampore Housing Estate situated at Mouza Mahesh, J.L. No.15, appertaining to Dag No. 1733 and 1783, situated at Khatir Bazar Lane, P.S. Serampore Dist. Hooghly. One of the prior chain deeds being sale deed no. 8675 for the year 1990, which was duly registered at ARA Kolkata, was lost/ misplaced from the custody of the aforesaid owner and consequently a General Diary was registered with Serampore Police Station vide GDE No. 1175, dated 19.11.2025. Therefore, if any person/s receive the same or if any person/s having any right, title or interest or claim, demand or objection of any nature whatsoever against in respect of the said property or any part thereof is hereby requested to notify the same in writing to the undersigned with supporting documentary evidence within 14 days from the date hereof, failing which no such claims, demands, objections, etc. shall be entertained.

Ejaz Ahmed
Advocate
Serampore Court District
Hooghly
Enrollment No. F/1144/2013

AFFIDAVIT

I, Afaque Haiddar, S/O Md Mahmood Alam @ Mohammad Alam, residing at Near Kali Mandir, Panagarh Bazar, NSB Road, G T Road, Panagarh, P.O. - Panagarh Bazar, P.S. - Kanksa, Dist. - Paschim Burdwan, W.B., 713148. Do hereby declare vide affidavit No. 171 dated 15.09.2025 before the Judicial Magistrate 1st Class at Durgapur Court that my father's actual name is Md Mahmood Alam which is clearly recorded in all of my documents but in my Passport, my father's name has been recorded as Mohammad Alam instead of Md Mahmood Alam. Md Mahmood Alam and Mohammad Alam is the same and one identical person.

ভ্রম সংশোধনী

একদিন পত্রিকায় গত ২৪.১১.২৫ তারিখে শ্রীমতি মধুমিতা ভট্টাচার্য্য এই বিজ্ঞপ্তিতে শ্রীমতি টুম্পা ধাড়া এর পরিবর্তে শ্রীমতি টুম্পা পাত্র ধাড়া পড়িতে হইবে।

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল ফিরোজা বেগম স্বামী- আরিফার হোসেন বিগত ২৭-০২-২০২৫ সালে A.D.S.R বারাসাত অফিসে ১০৪৬/২০২৫ আমমোক্তার আরিফার হোসেন, পিতা- জুম্মান আলি, মৌজা- কাঠোর, জে.এল.- ৭২ L.R.- 9860 ও 9861 খতিয়ান ভুক্ত, R.S.- Dag No. 133, L.R. Dag No- 133/436 একই দাগে ৯ শতক ও ৪ শতক সর্বমোট ১৩ শতক জমি অত্র A.D.S.R বারাসাত অফিসে Being No- 05192/2025 সাফ বিক্রয় দলিল মূলে প্রাপ্ত হয়। উক্ত বিষয়ে কোন আপত্তি থাকিলে B.L & L.R.O অফিসে যোগাযোগ করুন।

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল বনানী পাইক, স্বামী- সুপ্রভাত পাইক বিগত ১৩/০৮/২০২৫ সালে A.D.S.R বারাসাত অফিসে ৪১১৩/২০২৫ রেজিস্ট্রীকৃত আমমোক্তার দলিল মূলে নিযুক্তীয় আমমোক্তার সৌরভ ভট্টাচার্য্য পিতা- সরোজ ভট্টাচার্য্য নিকট হইতে মৌজা- বিষ্ণুপুর, জে.এল. ১০৬ দাগ নং- ১৭২, খতিয়ান ১১৮৪ ও ১১৮৫ (১.৪৮ ও ১.১০ শতক) সর্বমোট একই দাগে ২.৫৮ শতক (১ কাঠা ৯ ছটাক) ৫২৯৮/২৫ A.D.S.R বারাসাত, সাফ বিক্রয় দলিল মূলে প্রাপ্ত হয়। উক্ত বিষয়ে কোন আপত্তি হয়। উক্ত বিষয়ে কোন আপত্তি থাকিলে Barasat-I B.L. & L.R.O অফিসে যোগাযোগ করুন।

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, **১)শ্রীমতী অমলা রানী সিংহ রায়, ২)শ্রী হিমাংশু সিংহ রায়, ৩)শ্রী দেবাংশু সিংহ রায়, ৪)শ্রীমতী মঞ্জুশ্রী সিংহ রায়,** ১নং এর স্বামী ও ২-৪নং এর পিতা ৺টিকেন্দ্রজিত সিংহ রায়, সকলের সাকিম রামমন্দির, চুঁচুড়া স্টেশান রোড, চুঁচুড়া, হুগলী, মহাশয়/মহাশয়াগণ বিগত ইং ১২/০১/২০০৪ তারিখে এ.ডি.এস.আর., চুঁচুড়া, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত IV-000১০/2004 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে **শ্রী সমীর কুন্ডু** পিতা ৺যাদব চন্দ্র কুন্ডু, সাকিম ১৩/৮ডি, আরিফ রোড, উল্টোডাঙ্গা, কলকাতা-৭০০০৬৭, মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত আমমোক্তারনামা বলে **শ্রী সমীর কুন্ডু** মহাশয় বিগত ইং ০৫/০১/২০০৭ তারিখে এ.ডি.এস.আর., চুঁচুড়া, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-02568/2007 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে আমার মক্কেল **শ্রীমতী শর্মিষ্ঠা হাজরা** স্বামী **শ্রী বিশ্বেশ্বর** হাজরা, সাকিম শিবতলা, শেওড়াফুলি, হুগলী মহাশয়াকে একটি ফ্ল্যাট বিক্রয় করেন। **তপশীল**- জেলা হুগলী, থানা চুঁচুড়া, মৌজা সিমলা, ১৬ নং জে.এল ভুক্ত, আর.এস. ৪৩ তথা হাল এল.আর. ১৯/৫, ১১৭৮/৫, ৩৯১/৩ ও ৭০৬/৩ নং খতিয়ানে, আর.এস. ১৭৭৮ তথা হাল এল.আর. ১৯২৯ নং দাগের উপর নির্মিত গীতাঞ্জলী এপার্টমেন্ট-এর দ্বিতীয় তলে অবস্থিত ফ্ল্যাট বি নামিয় একটি ফ্ল্যাট, যাহার সুপার বিল্ট আপ এরিয়া কমবেশী ৭০৪ বর্গফুট। যাহা আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতা আমার মক্কেল **শ্রীমতী শর্মিষ্ঠা হাজরা** স্বামী শ্রী বিশ্বেশ্বর হাজরা, তাহার উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য **বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও মগরা-চুঁচুড়া, ব্লক অফিসে** আবেদন করিয়াছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে। ইতি- **মীর মহঃ কলিমুদ্দিন (উকিলবাবু),**
জেলা জজ আদালত চুঁচুড়া, হুগলী

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

১) শ্রী মলয় কুমার চৌধুরী, ২) শ্রী প্রণব কুমার চৌধুরী, উভয়ের পিতা-স্বর্গীয় গোপেন্দ্র কুমার চৌধুরী, ৩) শ্রী সুনিত কুমার দাশগুপ্ত, ৪) শ্রী সঞ্জয় কুমার দাশগুপ্ত, ৫) শৈবাল কুমার দাশগুপ্ত, পিতা- স্বর্গীয় নিখিল রঞ্জন দাশগুপ্ত, ৬) শ্রী দেব রঞ্জন দাশগুপ্ত, পিতা- স্বর্গীয় উমাপদ দাশগুপ্ত,৭) শ্রী প্রবীর চৌধুরী, ৮) শ্রী সন্দীপ চৌধুরী, ৯) শ্রী অসিত চৌধুরী, সকলের পিতা স্বর্গীয় সুধাংশু কুমার চৌধুরী, ১০) তুই ভাস্কর চৌধুরী, ১১) শ্রী জয়ন্ত চৌধুরী, উভয়ের পিতা- স্বর্গীয় পরিতোষ চৌধুরী, ১২) শ্রী প্রশান্ত কুমার চৌধুরী,পিতা - স্বর্গীয় ব্রজরাজ চৌধুরী, ১৩) শ্রী অসীম চৌধুরী, ১৪) শ্রী অনিশ চৌধুরী, উভয়ের পিতা- স্বর্গীয় নির্মল কুমার চৌধুরী, ১৫) শ্রী রামপ্রসাদ চৌধুরী, পিতা- স্বর্গীয় উমা শঙ্কর চৌধুরী ১৬) শিব শিবপ্রসাদ চৌধুরী, ১৭) শ্রী নিরঞ্জন প্রসাদ চৌধুরী, উভয়ের পিতা- স্বর্গীয় তারাদাস চৌধুরী, ১৮) শ্রী শান্তিময় চৌধুরী, পিতা- স্বর্গীয় যজ্ঞেশ্বর চৌধুরী, ১৯) শ্রী শচীন্দ্র কুমার চৌধুরী, ২০) শ্রী শৈলেন্দ্র কুমার চৌধুরী, উভয়ের পিতা-স্বর্গীয় সুরেশ্বর চৌধুরী, ২১) শ্রী সুমিত চৌধুরী, পিতা-স্বর্গীয় আশুতোষ চৌধুরী, ২২) শ্রী প্রদ্যুৎ কুমার চৌধুরী, ২৩) শ্রী সুশান্ত কুমার চৌধুরী, উভয়ের পিতা- স্বর্গীয় সুকুমার চৌধুরী, ২৪) শ্রী ধীরেন্দ্র কুমার চৌধুরী, পিতা- স্বর্গীয় ভুবনেশ্বর চৌধুরী, ২৫) শ্রী দেবী প্রসাদ চৌধুরী, ২৬) শ্রী কালীপ্রসাদ চৌধুরী, উভয়ের পিতা- স্বর্গীয় হরিদাস চৌধুরী, ২৭) শ্রী দেবাশীষ চৌধুরী, পিতা - স্বর্গীয় তারাদাস চৌধুরী, ২৮) শ্রী পার্থপ্রতীম চৌধুরী, ২৯)ইন্দ্রনীল চৌধুরী, উভয়ের পিতা- স্বর্গীয় বিশ্বনাথ চৌধুরী, ৩০) শ্রী কৃষ্ণকলি চৌধুরী, পিতা- স্বর্গীয় সৌরিন্দ্র কুমার চৌধুরী, ৩১) শ্রীমতি অঞ্জলি চৌধুরী, স্বামী- স্বর্গীয় মধুসুদন চৌধুরী, সকলের পক্ষে রেজিস্টিকৃত আমমোক্তারনামা বলে নিযুক্ত আমমোক্তার ও স্বয়ং ৩২) শ্রী জ্যোতির্ময় চৌধুরী, পিতা- স্বর্গীয় যজ্ঞেশ্বর চৌধুরী, সকলের আদি সাং - নওপাড়া, থানা- পূর্বস্থলী, জেলা- বর্ধমান, মহাশয়, উক্ত আমমোক্তারের থেকে বিগত ইং ১৭/১১/২০২৫ তারিখে I- 13920/25 নং দলিল বলে কোবলা গ্রহীতা ফাতেমা বিবি স্বামী- আবদুল সেখ, মহাশয়া ও বিগত ইং ২০/১১/২০২৫ তারিখে I-13921/25 নং দলিল বলে কোবলা গ্রহীতা আব্দুল গনি সেখ, পিতা- মৃত ইছব সেখ, উভয়ের সাং- ধর্মতলা, থানা- পূর্বস্থলী, জেলা- বর্ধমান, মৌজা - ১৪৯ নং নওপাড়া, খতিয়ান নং - L.R. ৬৫৩ ও ৬৩, মোট ০.০১ একর করে দুজনে মোট ০.০২ একর জমি ক্রয় করেন, উক্ত বিষয়ে কাহারো কোনরূপ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে পূর্বস্থলী B.L.&L.R.O. অফিসে আপত্তি জানাবেন। অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য হইবে।

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, **সেখ রমজান আলী** পিতা মরহুম আব্দুল সাত্তার সাকিম বেনেডাঙ্গা, খন্যান, পান্ডুয়া, হুগলী মহাশয়ের নিকট হইতে খরিদা সম্পত্তি **সেখ আমির হোসেন** পিতা সেখ আসরফ আলী, সাকিম নিয়ালা, পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৪৯ মহাশয় বিগত ইং ০৪/০৮/২০২২ তারিখে ডি.এস.আর.-I, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-09438/2022 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে রহিমা বিবি স্বামী সেখ আসরফ আলী, সাকিম নিয়ালা, পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৪৯ মহাশয়াকে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত আমমোক্তারনামা বলে **রহিমা বিবি** মহাশয়া বিগত ইং ১৫/০৩/২০২৩ তারিখে এ.ডি.এস.আর., পান্ডুয়া, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-01314/2023 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে আমাকে **(শ্রী নীলাজ কুমার ঘোষ** পিতা পরিমল ঘোষ, সাকিম ছোটোসরসা, পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৪৭), ৪.১৩ শতক সম্পত্তি বিক্রয় করেন। **তপশীল**- জেলা হুগলী, থানা পান্ডুয়া, মৌজা মুল্টী, ১৩০ নং জে.এল ভুক্ত, হাল এল.আর. ৬৯১ নং খতিয়ান হইতে আগত হাল এল.আর. ১২১৯ নং খতিয়ানে, আর.এস. তথা হাল এল.আর. ১৯৬৫ নং দাগে শালি জমি ষোল আনায় ১৬১ শতকের মধ্যে ০.২৭৩২ অংশে ৪৬ শতক তন্মধ্যে ৪.১৩ শতক বা ২.৫ কাঠা অত্র দলিলে আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতা আমি **শ্রী নীলাজ কুমার ঘোষ** পিতা পরিমল ঘোষ, আমার উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য **বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও পান্ডুয়া, ব্লক অফিসে** আবেদন করিয়াছি/করিতেছি। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি-শ্রী নীলাজ কুমার ঘোষ (ক্রেতা)

'আমমোক্তারনামা'

এতদ্বারা সকলকে জানানো হচ্ছে যে ১) শ্রী লক্ষ্মীনারায়ন শী ২) যুগল শী ৩) শ্যামসুন্দর শী ৪) শ্রী কালিপদ শী সকলের পিতা মৃত কাশিলাল শী ৫) শ্রীমতি পারুল শী স্বামী মৃত কানাইলাল শী ৬) শ্রীমতি মীরা গাতি শী স্বামী কেষ্ট গাতি শী ৭) শ্রীমতি মায়া মালিক স্বামী নিরাপদ মালিক শী ৮) নমিতা প্রামাণিক স্বামী গোপাল প্রামাণিক ৯) মনোরঞ্জন মালিক পিতা মৃত তারাপদ মালিক সকলের সাকিম দেবীপুর থানা চিনসুরা জেলা হুগলী বিগত ইংরিজি ১৫-২-১৯৯১ তারিখে ADSR- হুগলী চিনসুরা রেজিষ্ট্রিকৃত -IV- ১৬/ ১৯৯১ নম্বর আমমোক্তারনামা মূলে শ্রী ভোলানাথ শী পিতা মৃত শ্রী কানাইলাল শী সাকিম দেবীপুর থানা চিনসুরা জেলা হুগলী মশায়কে ক্ষমতা প্রাপ্ত আমোক্তার নিয়োগ করেন ওই উক্ত আমমোক্তার মূলে ইংরিজি ১৯৯৩ সালে DSR- চিনসুরা জেলা হুগলী রেজিষ্ট্রিকৃত ৭১৫ নম্বর দলিলে মূলে শ্রী সুবোধ দাস পিতা শ্রী হরেন্দ্র চন্দ্র দাস মশায় কে ২ কাঠা ৪ বর্গফুট জমি বিক্রয় করেন। সুবোধ দাস নাম পত্র পরিবর্তন না করে ৪/৫/১৫ তারিখে ADSR- চিনসুরা জেলা হুগলী রেজিষ্ট্রিকৃত ২৪৬৫/২০০৫ বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে শ্রী নীল কমল সরকার পিতা মৃত মনোরঞ্জন সরকারকে ২ কাঠা ৪ বর্গফুট জমি বিক্রয় করেন। তপশীল জেলা ও সাব রেজিষ্ট্রির অফিস হুগলী থানা- চিনসুরা সাক্ষিস্বর এক নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন মৌজা- শিমলা, আর এস দাগ- ১৩৩০, LR- দাগ- ১৩২১ খতিয়ান -১৪২ (কানাইলাল শী) শালি জমি ২ কাঠা ৪ বর্গফুট বা ০.০৩ একর আমল মকুল শ্রী নীলকমল সরকার তা উক্ত ভূমির সম্পত্তি নিজে নাম পত্তন করিবার জন্য B.L.R.O. মশায় চিনসুরা ব্লক অফিসে আবেদন করেছেন। ইহাতে কাহারো কোন আইনানুসারে আপত্তি থাকলে বিজ্ঞপ্তি প্রচারের হওয়ার এক মাসের মধ্যে অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন। অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে।

ইতি
প্রবীর কুমার রায়
আইনজীবী ,আলিপুর জজ কোর্ট

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল শ্রীমতি তুহিনা দেব রয়কাত, স্বামী নয়নাদিত্য কুন্ডু, পিতা- কল্যাণ দেব রয়কাত, সাং- ১৫/ এ, নৈনান পাড়া লেন, পোঃ ও থানা ঃ বরানগর, কলকাতা-৭০০০৩৬, একটি ৬০০ বর্গফুট পরিমিত ফ্ল্যাট নং ডি/ ১ এর বৈধ মালিক হইতেছে, যাহা "**নবনীড় এপার্টমেন্ট**" এর চতুর্থ তল এ অবস্থিত, মৌজা ঃ নৈনান, হোল্ডিং নং ১৫/ এ/ টি-১ নৈনান মুসলমান পাড়া লেন, ওয়ার্ড নং ২৫, জেলা ঃ উত্তর ২৪ পরগনা, মিউনিসিপ্যালিটি ও থানা ঃ বরানগর, উক্ত ফ্ল্যাটটি নিত্যতোষ পাল, পিতা প্যায়ারী মোহন পাল বিগত ইং ২০০৬ সালে ০৯৬০১ নং দলিল মূলে যার Volume No. ২৬৫, পৃষ্ঠা ১০৩-১১৬ Cossipore Dum Dum অফিসে রেজিস্ট্রী দ্বারা খরিদ করিয়া ভোগ দখল করা অবস্থায় পরলোক গমন করিলে তুহিনা দেব রয়কাত-এর স্বামী নয়নাদিত্য কুন্ডু মহাশয় উত্তরাধিকার সূত্রে উক্ত ফ্ল্যাটটি প্রাপ্ত হইয়া ভোগ দখল করা অবস্থায় পরলোক গমন করিলে তাহার একমাত্র উত্তরাধিকারী স্বরূপ উক্ত ফ্ল্যাটটি শ্রীমতি তুহিনা দেব রয়কাত প্রাপ্ত হইয়া ভোগ দখল করিতেছেন, উক্ত ফ্ল্যাটের original দলিল টি বিগত ইং ২৬.১০.২০২৫ তারিখে আমার মক্কেল শ্রীমতি তুহিনা দেব রয়কাত-এর নিকট হইতে খোয়া যায়। এই মর্মে তুহিনা দেব রয়কাত বরানগর থানায় একটি ডায়েরি দায়ের করিয়াছেন, যাহার নং **"Baranagar PS G.D.E.No.2292, dated 27/10/2025" Barrackpore Police Commissionerate**। কোন ব্যক্তি উক্ত original দলিল টি খুঁজিয়া পাইলে ১(এক) মাসের মধ্যে নিম্নলিখিত নম্বরে যোগাযোগ করিবেন।

যোগাযোগ নম্বর ঃ ৯৭৩৫৬১৩১৬০

Jahida Bari
Advocate
Judges' Court Barasat
North 24 Parganas

NOTICE

Under the instructions from and on behalf of my client namely **Dipali Dutta (Sarkar),** W/o. Joy Gouranga Dutta, of Bidya Chakra Colony, Siliguri Municipality, Jalpaiguri, hereby informing that, my said client purchased 3.3 decimals of land in Nadia District, P.S. Nabadwip, Mouza Nabadwip, L.R. plot no. 560, L.R.R.O.R.- 35358 & 5690, by virtue of sale deed being no. 670/2024 registered at A.D.S.R. Nabadwip from power of attorney holder **Dibyendu Kundu**, S/o. Ganesh Ch. Kundu, of Prachinmayapur south, Nabadwip, Nadia, power given by **Pratap Das**, S/o. Narayan Ch. Das of Mathapur, Sahanagar, Nabadwip, Nadia, by virtue of power of attorney deed being no. 4091/2022 registered at A.D.S.R. Nabadwip. Now my said client intending to mutate her name in Nabadwip B.L.& L.R.O. if found objectionable inform the concerned B.L.& L.R.O. within 30 days.

Sourav Kumar Das, Advocate,
Nabadwip Court.

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

আ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা,
ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, **মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬**

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,
সবর্ণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, **মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।**

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি,
প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, **মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪**

নদিয়া

টাইপ কর্ণার,
নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, **মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮**

দুই বঙ্গের উন্নয়নে নবান্নে বৈঠক, নেওয়া হল একাধিক সিদ্ধান্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পৌরহিত্যে সোমবার নবান্নে রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে বাংলার বাড়ি, পথশ্রী প্রকল্প, শিল্পায়ন এবং উত্তরবঙ্গের দুই গুরুত্বপূর্ণ নির্মাণ প্রকল্পকে কেন্দ্র করে একাধিক সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বৈঠকের পরে মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য জানান, আগামী জানুয়ারি মাসের মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে বাংলার বাড়ি প্রকল্পে আরও ১৬ লক্ষ ৩৬ হাজার ৫২২ নতুন উপভোক্তাকে প্রথম কিস্তি হিসেবে ৬০ হাজার টাকা করে প্রদান করা হবে। ইতিমধ্যেই ১২ লক্ষ পরিবার এই প্রকল্পের অর্থ পেয়েছেন বলেও তিনি জানান। পথশ্রী প্রকল্পে গ্রামীণ অঞ্চলে ১৫ হাজার ১১ কিলোমিটার দীর্ঘ মোট ৯ হাজারটি এবং শহরতলি এলাকায় ৫ হাজার ১৯ কিলোমিটার দীর্ঘ মোট ১১ হাজার ৩৬৫টি নতুন রাস্তা নির্মাণের প্রস্তাব এদিন মন্ত্রিসভায় অনুমোদিত হয়েছে। রাজ্য সরকারের দাবি, বিস্তৃত সড়ক নেটওয়ার্ক গড়ে তুললে গ্রামীণ ও শহরতলি এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থা আরও মজবুত হবে।

শিল্পায়নের ক্ষেত্রেও বড় পদক্ষেপ নিয়েছে রাজ্য। কোচবিহার, কল্যাণী, উলুবেড়িয়া, বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর এবং ফলতায় মোট ৮টি নতুন শিল্প তালুক গড়ে তুলতে রাজ্য শিল্প উন্নয়ন নিগমকে ফ্রি-হোল্ড ভিত্তিতে জমি হস্তান্তরের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সরকারের মতে, এই পদক্ষেপে নতুন বিনিয়োগ এবং শিল্প কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা বাড়বে। উত্তরবঙ্গের পরিকাঠামো উন্নয়নেও গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ডাবগ্রামে ১০ একর জমিতে একটি আধুনিক কনভেনশন সেন্টার তৈরির প্রস্তাব অনুমোদিত হয়েছে। পাশাপাশি দার্জিলিং জেলার মাটিগাড়ায় মহাকাল মন্দির নির্মাণের পথও পরিষ্কার হয়েছে। এই মন্দিরের জন্য দুটি মৌজায় মোট ২৯.১০ একর জমি এবং শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি উন্নয়ন পর্ষদের অধীনে থাকা ১৭.৪১ একর জমি ভূমি রাজস্ব দপ্তরের অধীনে হস্তান্তর করার বিষয়ে মন্ত্রিসভার সম্মতি মিলেছে।

নবান্ন সূত্রের দাবি, বাংলার বাড়ি প্রকল্প থেকে শুরু করে পথশ্রী, শিল্প তালুক এবং মাটিগাড়ার মহাকাল মন্দির; প্রতিটি সিদ্ধান্ত আগামী দিনে রাজ্যের সামাজিক-অর্থনৈতিক উন্নয়নকে আরও ত্বরান্বিত করবে।

রাজ্যের ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পকে চাঙ্গা করতে রাজ্যের নয়া উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যের ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্পকে আরও শক্তিশালী করতে রাজ্য সরকার বিশ্বব্যাংকের র‌্যাম্প প্রকল্পের আওতায় গোটা রাজ্যের এমএসএমই ক্লাস্টারগুলির উপর বিস্তারিত সরেজমিনে সমীক্ষা শুরু করার পরিকল্পনা করেছে। ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্প ও বস্ত্র দপ্তরের উদ্যোগে ক্ষুদ্র শিল্প ইউনিটগুলির বাস্তব সমস্যা চিহ্নিত করে দক্ষতা বৃদ্ধি, প্রযুক্তি আধুনিকীকরণ, বাজার সম্প্রসারণ এবং দীর্ঘমেয়াদে উন্নয়নের ভিত্তি আরও মজবুত করা এই সমীক্ষার উদ্দেশ্য।

দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, বিভিন্ন সেক্টরে ছড়িয়ে থাকা ছোট ইউনিটগুলির সমস্যাগুলি বোঝার জন্য সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলিকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। তাঁরা উদ্যোক্তাদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলে, ফোকাস গ্রুপ আলোচনায় অংশ নিয়ে, শিল্প ইউনিট পরিদর্শন করে এবং জেলা শিল্প কেন্দ্র ও শিল্প সংগঠনগুলির সঙ্গে পরামর্শ করে একটি পূর্ণাঙ্গ পর্যালোচনা রিপোর্ট প্রস্তুত করবে। এই সমীক্ষা তিনটি জোন জুড়ে করা হবে। কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় চামড়া শিল্পের ক্লাস্টারগুলি পড়ছে জোন ১-এ। উত্তরবঙ্গ ও রাজ্যের অন্যান্য অঞ্চলে প্লাস্টিক ও কেমিক্যাল, জেমস অ্যান্ড জুয়েলারি, হস্তশিল্প, ইঞ্জিনিয়ারিং গুডস, টেক্সটাইল এবং প্রক্রিয়াজাত খাদ্য উৎপাদনকারী ইউনিটগুলি নিয়ে তৈরি হচ্ছে জোন ২ ও জোন ৩।

দপ্তর ইতিমধ্যেই বিভিন্ন প্রশিক্ষণ বিষয়ের রূপরেখা তৈরি করেছে; যার মধ্যে রয়েছে সরকারি প্রকল্পের জ্ঞান, এমএসএমই-কে ওএনডিসি নেটওয়ার্কে অনবোর্ড করা, আর্থিক সাক্ষরতা, জিএসটি সংক্রান্ত জ্ঞান, ডিজিটাল মার্কেটিং, ই-কমার্স সক্ষমতা, রপ্তানি প্রস্তুতি, পণ্য উন্নয়ন, উন্নত উৎপাদন প্রযুক্তি, সেক্টরভিত্তিক টেকসই প্রযুক্তির ব্যবহার এবং পরিবেশ, সহায়ক শিল্পচর্চা। তবে চূড়ান্ত বিষয়বস্তু ঠিক হবে প্রয়োজনের ভিত্তিতে।

নির্বাচিত প্রতিটি সংস্থাকে প্রায় ৫০টি প্রশিক্ষণ সেশন করতে হবে, প্রতিটি সেশনে থাকবে ন্যূনতম ৫০ জন অংশগ্রহণকারী। জেলা প্রশাসনের সঙ্গে সমন্বয়, বহু-ভাষিক সহায়তা এবং অংশগ্রহণকারীদের প্রতিক্রিয়া সংগ্রহের দায়িত্বও থাকবে তাদের উপর।

দপ্তর জানিয়েছে, সমীক্ষা থেকে প্রশিক্ষণ শুরু; সমগ্র চক্র চার মাসের মধ্যেই সম্পূর্ণ করার পরিকল্পনা রয়েছে। কর্মকর্তাদের মতে, এই উদ্যোগ রাজ্যের ক্ষুদ্র শিল্পগুলিকে আরও প্রতিযোগিতামূলক করে তুলবে, পণ্যের মান উন্নত করবে, প্রযুক্তি ব্যবহারে উৎসাহ দেবে এবং দেশ, বিদেশে বাজারের সুযোগ বাড়াবে। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে রাজ্যে চামড়া, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, হস্তশিল্প, টেক্সটাইল,সহ বিভিন্ন এমএসএমই খাতে উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয়েছে। নতুন এই উদ্যোগে সেই অগ্রগতি আরও ত্বরান্বিত হবে বলেই আশা করা হচ্ছে।

চলে গেলেন কিঙ্করী যোগমায়া মা

নিজস্ব প্রতিবেদন: শ্রীশ্রীঠাকুর সীতারামদাস ওঙ্কারনাথদেবের স্নেহধন্যা শিষ্যা ও লীলাপরিকর কিঙ্করী যোগমায়া দেবী গত বুধবার ১৯ নভেম্বর বিকেল ৩১০ মিনিটে দেহত্যাগ করেছেন, বয়স হয়েছিল ৯৭ বছর। তাঁর গৃহ চুঁচুড়ার 'জগন্নাথ নিবাস' হল শ্রীশ্রীওঙ্কারনাথদেবের লীলাক্ষেত্র। শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে মন্ত্রদানের অধিকার লাভ করে এখানে থেকেই জগন্নাথের সেবা, সতীসঙ্ঘ পরিচালনা, গুরু মহিমা প্রচার, দীক্ষাদান, নাম প্রচারের মধ্যে দিয়ে যোগমায়ামা তাঁর গুরুসেবার দায়িত্ব প্রতিপালন করে গেছেন। ওনার মহাপ্রয়াণ সকল সীতারাম ভক্তের কাছে এক নক্ষত্রপতন, শেষ হল গুরুসেবার এক অসামান্য অধ্যায়!

দক্ষিণবঙ্গে পারদের ওঠানামা অব্যাহত

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ঘূর্ণাবর্ত ও নিম্নচাপ অঞ্চলের প্রভাব পড়বে না পশ্চিমবঙ্গে। কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের সর্বত্রই আপাতত শুষ্ক আবহাওয়া থাকবে বলে জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই, উত্তরবঙ্গেও সেভাবে বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। দার্জিলিং, কালিম্পং-এ এখন ভালোই ঠান্ডা অনুভূত হচ্ছে।

সাঁতরাগাছি ব্রিজে ভয়াবহ বাসদুর্ঘটনা, মুখোমুখি ধাক্কায় আহত একাধিক

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: সোমবার দুপুরে সাঁতরাগাছি ব্রিজের উপর ঘটে গেল বড়সড় সড়কদুর্ঘটনা। প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, বেপরোয়া ওভারটেক করতে গিয়েই দু'টি বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। ঘটনায় অন্তত সাতজন আহত হয়েছেন। দ্রুত তাঁদের হাওড়া জেলা হাসপাতালে নিয়ে যায় অ্যাম্বুল্যান্স।

পুলিশ সূত্রের খবর, ১১ নম্বর রুটের একটি বাস কলকাতার দিক থেকে জাতীয় সড়কে ওঠার পথে ছিল। একই সময়ে দিঘামুখী একটি যাত্রীবোঝাই বাস হাওড়ার দিকে আসছিল। ওই বাসটিই ওভারটেক করতে গিয়ে বিপরীত দিকের বাসের সামনে চলে আসে বলে অভিযোগ। মুহূর্তের মধ্যে ঘটে যায় প্রচণ্ড শব্দে সংঘর্ষ।

দুর্ঘটনার জেরে ব্রিজের উপর যান চলাচল সাময়িকভাবে অচল হয়ে পড়ে। পরে পুলিশ দ্রুত বাস দু'টি সরিয়ে ট্রাফিক স্বাভাবিক করে। এক বাসের চালককে আটক করা হয়েছে। অপর বাসের চালক ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায় বলে জানিয়েছে পুলিশ।

দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাসের যাত্রীদের অভিযোগ, বাসটি দীর্ঘক্ষণ ধরেই অনিয়ন্ত্রিত ভাবে চলছিল। আচমকা জোরে ব্রেক, হঠাৎ গতি বাড়ানো সব মিলিয়ে যাত্রীরা আতঙ্কে ছিলেন। সংঘর্ষের মুহূর্তে সামনের সারির যাত্রীরা একের পর এক গড়িয়ে পড়ে গিয়ে চোট পান। আহতদের মধ্যে কয়েকজনের পা ও কাঁধে গুরুতর আঘাত লেগেছে।

ঘটনাস্থলে মোতায়েন পুলিশ পরবর্তী তদন্ত শুরু করেছে। কর্মকর্তাদের বক্তব্য, বেপরোয়া গতির কারণেই এই দুর্ঘটনা হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে অনুমান।

মেট্রো রেলে নারীর সুরক্ষা নিয়ে কর্মশালা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সোমবার, কলকাতা মেট্রো রেল ভবনে কর্মক্ষেত্রে নারীর প্রতি যৌন হয়রানি প্রতিরোধে সচেতনতা কর্মশালার আয়োজন করা হয়। জাতীয় মহিলা কমিশনের সদস্য ড. অর্চনা মজুমদার কর্মশালায় উপস্থিত থেকে পোষ আইন বাস্তবায়ন নিয়ে আলোচনা করেন। মেট্রো রেলের মহাব্যবস্থাপক শুভ্রাংশু শ্রীমিশ্র কর্মীদের জন্য নিরাপদ ও সমতাভিত্তিক কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করার গুরুত্ব তুলে ধরেন।

এসআইআর নিয়ে রাজনৈতিক রং ধরাতে মরিয়া মীনাক্ষী!

সিপিএমের 'চাপা রাগ' এখন 'চাপা হাসির' খোরাক

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গে যেখানে এসআইআর নিয়ে বাস্তবিক প্রশ্ন তোলার দায়িত্ব সাধারণত শাসকদলের, সেখানে আশ্চর্যজনকভাবে অতিরিক্ত উৎসাহ নিয়ে মাঠে নেমে পড়েছেন সিপিএম নেত্রী মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়। এমন ভঙ্গিতে বিবৃতি দিচ্ছেন, দেখে বোঝা দায়; বিষয়টা সত্যিই বোঝেন, নাকি শুধু ক্যামেরা দেখলেই 'বিরোধিতার মোড'-এ চলে যান।

এসআইআর শুনলেই যেন তাঁর মাথায় 'বিজেপি', 'ফ্যাসিবাদ', 'আতঙ্ক'; এই তিনটি শব্দই টকটকে লাল অ্যালার্মের মতো জ্বলে ওঠে। ভোটার তালিকায় ভুয়ো নাম রয়েছে কি না, মৃত ভোটারদের বাদ দেওয়া কি জরুরি; এসব বাস্তব প্রশ্নের ধারে কাছে না গিয়ে তিনি সরাসরি নির্বাচন কমিশনকে ভয় দেখাতে শুরু করেছেন। এমন ভাব, যেন কমিশনের অফিসারদের দোষেই দেশের সব সমস্যার মূল সূত্র লুকিয়ে আছে!

মীনাক্ষীর দাবি, এসআইআর নাকি সাধারণ মানুষকে ভয় দেখানোর প্রজেক্ট! অথচ নিজের দল যখন টানা এক যুগ ধরে ভোটারদের থেকে দূরে সরে গেছে, তখন সেই হারানো জমি ফেরাতে ভোটার লিস্টের নাম তাদের হঠাৎ এত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠল কেন; সেটা তিনি বলেন না। বরং প্রতিটি কথায় এমন নাটকীয়তা, যেন পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি গলিতে এসআইআরকে নিয়ে 'বিপ্লবের ডাক' চলছে।

বিএলওদের কাজের চাপ নিয়ে তিনি চোখের জল ফেলতে ফেলতে বললেন, কমিশন যাদের দিয়ে কাজ করাচ্ছে, তাদের মেরে ফেলছে। কিন্তু সিপিএম আমল থেকে যে দীর্ঘ কাগজপত্রের পাহাড় তৈরি হয়েছে, সেই দায় কীভাবে এক লাফে শুধু নির্বাচন কমিশনের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া যায়; সেটাই হয়তো তাঁর 'দলীয় দক্ষতা'।

সবচেয়ে মজার বিষয়, যে প্রক্রিয়া বহু রাজ্যে আগেই হয়েছে, সেটাই পশ্চিমবঙ্গে শুরু হতেই মীনাক্ষীর মাথায় যেন বজ্রপাত! মৃত ভোটার তালিকায় থাকলে দায় কমিশনের; এই যুক্তি শুনে সাধারণ মানুষও এখন প্রশ্ন তুলছে, আচ্ছা, এতদিন মৃত ভোটার কারা নামিয়েছিল? ভূত তো আর বুথে গিয়ে ফর্ম ফিলআপ করে না!

এদিকে যখন বিএলও অধিকার রক্ষা কমিটি কলেজ স্কোয়ার থেকে মিছিল করছে, তখন মীনাক্ষীর বক্তব্যে বিরোধিতার থেকেও যেন প্রতিযোগিতা বেশি; কোন দল আগে নির্বাচন কমিশনকে দোষ দিতে পারে! কমিশন কাজ করুক; এটা নিয়ে সিপিএমের অস্বস্তি যেন যতটা রাজনৈতিক, তার চেয়ে বেশি মানসিক। একসময় রাজ্যে সিপিএমের 'কঠোর প্রশাসনিক শৃঙ্খলা'র গল্প রাজনৈতিক মহলে রসালো কাহিনির মতো ঘুরত।

একদিন
আমার শহর
কলকাতা ২৫ নভেম্বর ২০২৫, ৮ অগ্রহায়ণ ১৪৩১ মঙ্গলবার

টেলিকম অপারেটরদের কড়া নির্দেশ

■ এসআইআর চলাকালীন বারবার ইন্টারনেট ঢিমে গতিতে চলায় ক্ষুব্ধ সিইও দপ্তর। সোমবার মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ আগরওয়াল জরুরি বৈঠকে বসলেন টেলিকম পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থাগুলির সঙ্গে। জিও, এয়ারটেল, বিএসএনএল-সহ মোট আটটি অপারেটরের কর্তাব্যক্তিরা এই আলোচনায় উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে জানানো হয়, যদি কোনও অঞ্চলে দুর্বল নেটওয়ার্কের কারণে ফিল্ডে থাকা কোনও বিএলও অনলাইন ফর্ম পাঠাতে ব্যর্থ হন, তবে তাঁকে সঙ্গে সঙ্গে অ্যাপ মারফত নিজের অবস্থান ও প্রযুক্তিগত জটিলতার তথ্য জানাতে হবে।

বিস্ফোরক শমীক ভট্টাচার্য

■ রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে ফের বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন বিজেপি রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। সোমবার কলকাতায় সাংবাদিকদের সামনে দাঁড়িয়ে তিনি দাবি করেন, পশ্চিমবঙ্গ আজ বারুদের স্তূপের উপর বসে আছে। সাম্প্রতিক সময়ে মুর্শিদাবাদের বিভিন্ন এলাকা থেকে ধারাবাহিকভাবে আগ্নেয়াস্ত্র ও বোমা উদ্ধার, সেই ঘটনাগুলোকেই তাঁর আশঙ্কার প্রমাণ হিসেবে সামনে আনেন শমীক। তিনি অভিযোগ করেন, প্রশাসন ভেঙে পড়েছে, আইন-শৃঙ্খলা তলানিতে ঠেকেছে এবং রাজ্যজুড়ে এক প্রকার অরাজক পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। তাঁর কথায়, রাজ্যের সীমান্তবর্তী অবস্থানকে কাজে লাগিয়ে রাষ্ট্রবিরোধী শক্তিরা জাল বিস্তার করছে, আর বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীরা রাজ্যের সর্বত্র আস্তানা গড়ে তুলছে। শমীকের দাবি, শুধু বাংলাদেশ থেকেই নয়, বিহার-ঝাড়খণ্ড থেকেও জনবিন্যাসে পরিবর্তন ঘটছে। রোহিঙ্গাদের জন্য পশ্চিমবঙ্গকে একটি নিরাপদ প্যাসেজ হিসেবে ব্যবহারের অভিযোগও তুলেছেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রীর চিঠিকে কটাক্ষ

■ প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে পাঠানো মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের চিঠি ঘিরে রাজ্য রাজনীতিতে নতুন করে উত্তেজনা দেখা দিয়েছে। সেই চিঠির পরই তীব্র প্রতিক্রিয়া জানালেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর অভিযোগ, মুখ্যমন্ত্রী নিজের রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে নির্বাচন কমিশনের উপর চাপ সৃষ্টি করতে চাইছেন। শুভেন্দুর কটাক্ষ ভরা বক্তব্য, কেন আপনি মনে করেন যে প্রধান নির্বাচন কমিশনার আপনার কাছে জবাবদিহি করবেন? তাঁকে রাজীব সিনহার সঙ্গে গুলিয়ে ফেলবেন না। পঞ্চায়েত নির্বাচনে যে রক্তপাত হয়েছিল, তার দায় এখনও তাঁর হাতেই লেগে আছে। তিনি তখন আপনাদের নির্দেশে কাজ করেছিলেন।

জামিন বাম নেতাদের

■ ২০২০ সালের মামলায় জামিন পেলেন বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসু, সূর্যকান্ত মিশ্র, মহম্মদ সেলিম, সুজন চক্রবর্তী সহ মোট ২২ জন বাম নেতা। করোনা কালে সরকারের কাছে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণের দাবিতে ময়দান থানার এলাকায় মৌন মিছিল করেছিলেন তাঁরা। সেই ঘটনায় বিপর্যয় মোকাবিলা আইন লঙ্ঘন-সহ একাধিক ধারায় মামলা রুজু হয় ময়দান থানায়। পরে কলকাতা পুলিশ ২৪ জন বাম নেতার বিরুদ্ধে চার্জশিট দাখিল করে। এই মামলাতেই সোমবার আদালতে হাজিরা দেন ২২ জন নেতা। আদালত প্রত্যেককে ৫০০ টাকা ব্যক্তিগত বন্ডে জামিন মঞ্জুর করে। একই সঙ্গে চার্জগঠন করে মামলার বিচার প্রক্রিয়া আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু করেছে আদালত।

এসএসসি ফল প্রকাশের পর সামনে এল নয়া কেলেঙ্কারি

ভুয়ো তথ্য দিয়ে চাকরি পাওয়ার চেষ্টার অভিযোগ কিছু প্রার্থীর বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: প্রায় নয় বছর পর স্কুল সার্ভিস কমিশন পরীক্ষা আয়োজন করে। ইতিমধ্যেই ফল প্রকাশ শুরু হয়েছে। কিন্তু ফল প্রকাশের পরই সামনে এসেছে নতুন এক কেলেঙ্কারি। অভিযোগ এবার কমিশনের বিরুদ্ধে নয়, উঠেছে কিছু প্রার্থীর বিরুদ্ধে। ভেরিফিকেশন চলাকালীন দেখা গেছে, কয়েকজন ভুয়ো তথ্য দিয়ে চাকরি পাওয়ার চেষ্টা করেছেন।

এদিকে কমিশনকে ঘিরে দীর্ঘদিন ধরেই নানা অভিযোগ ছিল সাদা খাতা জমা দিয়ে চাকরি, টাকা দিয়ে বেআইনি নিয়োগ ইত্যাদি। এসব নিয়ে আদালতে মামলা, কেন্দ্রীয় সংস্থার তদন্ত, এমনকী একাধিক নেতা-মন্ত্রী গ্রেপ্তারও হয়েছেন। অবশেষে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে প্রায় নয় বছর পর পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। যাদের চাকরি বাতিল হয়েছিল, তারা এই নিয়োগের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। ঠিক এই সময়েই প্রায় ১৫০ জন প্রার্থীর বিরুদ্ধে ভুয়ো তথ্য দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে।

সম্প্রতি একাদশ-দ্বাদশের ফল প্রকাশের পর নিয়ম অনুযায়ী ভেরিফিকেশন শুরু হয়। সেই প্রক্রিয়ায় গত কয়েকদিনে ১৫০ জনের বেশি আবেদন বাতিল করেছে কমিশন। অভিযোগ, ভুল তথ্য দিয়ে কমিশনকে বিভ্রান্ত করে চাকরি পাওয়ার চেষ্টা ছিল তাঁদের।

আর এই বিভ্রান্ত করার ক্ষেত্রে মূলত, কম বয়স দেখানো নথি জমা দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। এরপর অন্য নথি চাইতেই আসল তথ্য প্রকাশ হয়ে যায়। পাশাপাশি জেনারেল কাস্ট হয়েও ওবিসি হিসেবে দাবি করেছে বেশ কয়েকজন চাকরিপ্রার্থী। পাশাপাশি শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা না থাকলেও অতিরিক্ত নম্বর পাওয়ার জন্য মিথ্যা তথ্য দেওয়া হয় বলেও অভিযোগ। এছাড়াও সক্ষম না হয়েও বিশেষভাবে সক্ষম তালিকায় ঢোকার চেষ্টা।

ভুল নেই টেট প্রশ্নপত্রে, আদালতে জানাল বিশেষজ্ঞ কমিটি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বহুদিনের বিতর্কের অবসান। ২০১৭ ও ২০২২ সালের টেট পরীক্ষায় প্রশ্নপত্রে একাধিক ভুল থাকার অভিযোগে মামলা হয়েছিল কলকাতা হাইকোর্টে। পরীক্ষার্থীদের দাবি ছিল, দুটি পরীক্ষায় মিলিয়ে মোট ৪৭টি প্রশ্নে ভুল রয়েছে। তবে হাইকোর্টের নির্দেশে গঠিত বিশেষজ্ঞ কমিটি জানিয়েছে, অভিযোগের বড় অংশই ভিত্তিহীন। তাঁদের রিপোর্টে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, ২০১৭ সালের টেট পরীক্ষায় মাত্র একটি প্রশ্নে ভুল পাওয়া গেছে। সঙ্গে এও জানানো হয়েছে, ২০২২ সালের টেট প্রশ্নপত্রে কোনও ভুল নেই। ফলে যে সব পরীক্ষার্থী অনেকগুলো ভুল প্রশ্নের দাবি তুলেছিলেন, তাঁদের অভিযোগকে কার্যত নাকচ করল বিশেষজ্ঞ কমিটির রিপোর্ট।

এদিকে পর্ষদের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, ২০১৭ সালের টেটের ওই ভুল প্রশ্নে যারা সঠিক উত্তর দিতে পারেননি, তাঁদের প্রত্যেককে এক নম্বর করে অতিরিক্ত দেওয়া হবে। অন্যদিকে, ২০২২ সালের টেটে যেহেতু কোনও ভুল নেই, সেখানে অতিরিক্ত নম্বরের প্রশ্নই ওঠে না। এরপরই হাইকোর্টের বিচারপতি বিশ্বনাথ বসু নির্দেশ দেন, ২০১৭ সালের টেটের বিশেষজ্ঞ কমিটির পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট ৭ দিনের মধ্যে ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে আর ২০২২ সালের টেটের রিপোর্ট ২ দিনের মধ্যে আপলোড করতে হবে।

এদিকে দীর্ঘদিন ধরে পরীক্ষার্থীদের মধ্যে বিভ্রান্তি, ক্ষোভ ও অনিশ্চয়তা চলছিল। বিশেষজ্ঞ কমিটির রিপোর্ট আদালতে জমা পড়ার পর পরিস্থিতি অনেকটাই পরিষ্কার হয়েছে। এখন পরীক্ষার্থীদের চোখ ওয়েবসাইটে প্রকাশিত রিপোর্টে; সেখানেই বোঝা যাবে, কার নম্বর কতটা পরিবর্তিত হল এবং ফলাফলে কোনও প্রভাব পড়ল কিনা।

গাঙ্গুলিবাগানে ছুরিকাহত মৃৎশিল্পী

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঘাযতীন: গাঙ্গুলিবাগানের রামগড়ে সোমবার সকালে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার ব্যক্তি। তাঁর গলায় ধারালো অস্ত্রের কোপ মারা হয় বলে খবর। ঘটনা স্থানীয়দের নজরে পড়তেই তাঁরাই উদ্ধার করে বাঘাযতীনের একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যান। আপাতত সেখানে চিকিৎসাধীন। তবে কে বা কারা এই হামলা চালিয়েছে, তা এখনও স্পষ্ট নয়। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। পাটুলি থানার আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলে প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ করেছে।

এদিকে স্থানীয় সূত্রে খবর, আহত যুবকের নাম নিখিল পাল। প্রখ্যাত মৃৎশিল্পী লদণ পালের ছেলে। পরিবার সূত্রে খবর, কয়েকদিন ধরে কারখানার যাঁরা শ্রমিক রয়েছেন, তাঁদের সঙ্গে টাকা-পয়সা নিয়ে ঝামেলা চলছিল। এরপরই আজ যখন তিনি নিজের কারখানা বা স্টুডিওর বাইরে বসে কাগজ পড়ছিলেন, তখনই তাঁর উপরে হামলা হয় বলে খবর। সঙ্গে-সঙ্গে বাইকে করে দুষ্কৃতীরা পালিয়ে যায়। যুবককে গাঙ্গুলি বাগানের আইরিশ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। কী কারণে এই ঘটনা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। তদন্তে নেমে পুলিশ আধিকারিকের এও বোঝার চেষ্টা করছেন, কারখানার কোনও কর্মী হামলা করেছে নাকি খুন করার জন্য কাউকে ভাড়া করা হয়েছিল। আর তা বুঝতে স্থানীয় এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ এবং ওই কারখানার কর্মীদের সঙ্গে কথা বলে খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা। পাশাপাশি, জখম ব্যক্তির পরিবার পরিজনদের সঙ্গে যোগাযোগ করে ঘটনার সম্ভাব্য কারণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এছাড়াও সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে তদন্তকারীরা এও বোঝার চেষ্টা করছেন, ঘটনার সময় এলাকায় কোনও সন্দেহজনক ব্যক্তির যাতায়াত ছিল কি না। এদিকে পুলিশ জানিয়েছে, হামলার মোটিভ এখনও স্পষ্ট নয়।

এসআইআর সংক্রান্ত জনস্বার্থ মামলা অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত হাইকোর্টে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কলকাতা হাইকোর্টে এসআইআর সংক্রান্ত জনস্বার্থ মামলা আপাতত অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত রাখা হল। কারণ, একই বিষয়ে সুপ্রিম কোর্টে ইতিমধ্যেই মামলা বিচারাধীন। শীর্ষ আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী হাইকোর্টগুলোকে এই ধরনের মামলার ক্ষেত্রে সতর্কতা নিতে বলা হয়েছে। ফলে কলকাতা হাইকোর্ট আর নতুন করে শুনানি না করে সুপ্রিম কোর্টের রায়ের জন্য অপেক্ষা করবে।

এদিকে আদালত সূত্রে খবর, মামলাকারী পিন্টু কারার অভিযোগ ছিল, কেন ২০০২ সালকে এসআইআর-এর ভিত্তিবর্ষ ধরা হয়েছে। পাশাপাশি তিনি এসআইআরের সময়সীমা বৃদ্ধির দাবি জানান। এর আগে হাইকোর্ট নির্বাচন কমিশনকে হলফনামা দিয়ে ব্যাখ্যা দিতে নির্দেশ দিয়েছিল।

অন্যদিকে, সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত, বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী ও বিচারপতি এসভিএন ভাট্টির বেঞ্চে এসআইআর সংক্রান্ত একাধিক মামলা বিচারাধীন রয়েছে। কেরল ও উত্তরপ্রদেশ থেকে আলাদা মামলা দায়ের হয়েছে। কেরল সরকারের হয়ে আইনজীবী কপিল সিব্বল যুক্তি দেন যে একই সময়ে পুরসভা ও পঞ্চায়েত ভোট এবং ভোটার তালিকার নিবিড় পরিমার্জন একসঙ্গে করা কার্যত অসম্ভব।

এদিকে কেরলে এক বিএলও-র আত্মহত্যার ঘটনার পর এসআইআর নিয়ে বিতর্ক আরও তীব্র হয়। কয়েকটি সরকারি কর্মচারী সংগঠন এসআইআর বয়কটের ডাক দেয়। এরপর এসআইআর স্থগিতের আবেদন করা হয়। এ বিষয়ে সুপ্রিম কোর্ট নির্বাচন কমিশনের কাছ থেকে ব্যাখ্যা চেয়েছে।

মালবাহী ট্রাকের ধাক্কায় স্কুটি আরোহী মহিলার মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: মালবাহী ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হয়ে স্কুটি আরোহী এক মহিলার মৃত্যু ঘিরে সোমবার দুপুরে তীব্র উত্তেজনা ছড়ালো টিটাগড় থানার ব্যারাকপুর পুরসভার ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের লালকুঠি এলাকায়। মৃতার নাম অর্পিতা সরকার (৪০)। তাঁর বাড়ি নোয়াপাড়া থানার পলতার বেঙ্গল এনামেল এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন দুপুরে স্কুটিতে চেপে ব্যারাকপুরের দিক থেকে পলতায় বাড়ির দিকে যাচ্ছিলেন ওই মহিলা। লালকুঠি মোড়ে পিছন থেকে একটি ট্রাক স্কুটিকে ধাক্কা মারে। ট্রাকের ধাক্কায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ওই মহিলা স্কুটি থেকে রাস্তায় পড়ে যান। তখন ওই ট্রাকের পেছনের চাকা তাঁর মাথা পিষে চলে যায়। তৎক্ষণাৎ তাঁকে ব্যারাকপুরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করে। এই ঘটনাকে ঘিরে তীব্র উত্তেজনা ছড়ায় ব্যারাকপুর লালুকঠি মোড়ে। অভিযোগ উঠেছে, একটি অনলাইন ডেলিভারি সংস্থার কর্মচারীরা প্রতিদিন রাস্তার ওপর তাঁদের বাইকগুলো দাঁড় করিয়ে রাখে। যার ফলে রাস্তা সংকীর্ণ হওয়ায় মাঝে-মধ্যেই লালকুঠি মোড়ে দুর্ঘটনা ঘটছে। ঘটনার পর স্থানীয় কাউন্সিলর প্রদীপ কুমার সেন ঘটনাস্থলে পৌঁছলে ক্ষিপ্ত মানুষজন তাঁকে ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখান। তপ্ত পরিস্থিতির সামাল দিতে ঘটনাস্থলে আসেন ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের এসিপি ট্রাফিক রাজশ্রী শঙ্কর বণিক-সহ টিটাগড় থানার পুলিশ। ঘটনা নিয়ে স্থানীয় বাসিন্দা রাজকুমার শর্মা জানান, রাস্তার ধার দিয়ে স্কুটি চালিয়ে ওই মহিলা যাচ্ছিলেন। পিছন থেকে একটি ট্রাক ধাক্কা মারলে ওই মহিলা রাস্তায় পড়ে যান। ঘাতক ট্রাকের পেছনের চাকায় ওই মহিলা পিষ্ট হন। তাঁর অভিযোগ, অনলাইন ডেলিভারি সংস্থার কর্মীরা রাস্তা জুড়ে বাইকগুলো রাখায় মাঝে-মধ্যেই দুর্ঘটনা ঘটছে। তাঁর দাবি, দুর্ঘটনা এড়াতে অবিলম্বে উক্ত সংস্থাকে অন্যত্র গাড়ি পার্কিংয়ের ব্যবস্থা করতে হবে। স্থানীয় কাউন্সিলর প্রদীপ কুমার সেন বলেন, অনলাইন ডেলিভারি সংস্থাকে রাস্তা জুড়ে বাইক রাখতে নিষেধ করা হয়েছিল। তা সত্ত্বেও ডেলিভারি সংস্থার কর্মীরা রাস্তার ওপর বাইক রাখছে। ফলস্বরূপ, এদিন ট্রাকের ধাক্কায় এক মহিলার মৃত্যু হয়েছে। এসিপি ট্রাফিক রাজশ্রী শঙ্কর বণিক বলেন, মর্মান্তিক ঘটনা। মালবাহী ট্রাকের ধাক্কায় এক স্কুটি আরোহী মহিলার মৃত্যু হয়েছে। তবে অনলাইন ডেলিভারি সংস্থার কর্মচারীদের বাইক যাতে পুনরায় রাস্তার ওপর না রাখা হয়, সেই বিষয়ে তিনি যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন। পুলিশ চালক-সহ ঘাতক ট্রাকটিকে আটক করেছে।

কথা কাটাকাটি থেকে হাতাহাতি?

কসবা-কাণ্ডে আদর্শকে খুনের মোটিভ খুঁজতে ব্যস্ত পুলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কসবার হোটেলে আদর্শ লোসালকার খুনের ঘটনায় সামনে আসছে একের পর তথ্য। তদন্তে নেমে গোয়েন্দারা জানতে পেরেছেন, শুক্রবার রাতেই কসবার ওই হোটেলে ওঠেন আদর্শ, ধ্রুব ও কমল। ধ্রুবকে আগেই চিনতেন আদর্শ, কিন্তু কমলের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল না। দু'টি আলাদা ঘর বুক করা হয়। রাত বাড়তেই ধ্রুব ও কমল হোটেল থেকে বেরিয়ে যান। পরের দিন সকালে এক কর্মী ঘর খুলে আদর্শের দেহ দেখতে পান। সেই সময় আদর্শের দেহ নগ্ন অবস্থায় মেঝেতে পড়েছিল এবং পা বাঁধা। ময়নাতদন্তে জানা গেছে, শ্বাসরোধ করেই খুন করা হয়েছে তাঁকে। শরীরে অ্যালকোহলের উপস্থিতিও মেলে।

গোয়েন্দাদের প্রাথমিক অনুমান, হোটেলের এক ঘরে তিনজনেই মদ্যপান করছিলেন। সেই সময় টাকা নিয়ে বিতর্ক হয় এবং তা থেকে উত্তেজনা ছড়ায়। ঝগড়া হাতাহাতিতে গড়ায়। পরে আদর্শকে বেঁধে ফেলা হয় এবং শ্বাসরোধ করে হত্যা করা হয়। ঘটনার পর রাতেই হোটেল ছেড়ে চম্পট দেন ধৃত দুই যুবক-যুবতী।

পুলিশের দাবি, হোটেল ছাড়ার পর প্রথমে তাঁরা যান নদিয়ার কৃষ্ণনগর। তারপর সেখান থেকে কল্যাণী হয়ে উঠে আসেন দমদমে। এর মধ্যেও অন্য কোথাও তাঁদের যাতায়াত ছিল কি না - তা নিশ্চিত নয়।

ধ্রুবের বাড়ি নদিয়ায়। কমল ব্যারাকপুরের বাসিন্দা। তবে তাঁরা দু'জনই দমদমে একই ঠিকানায় থাকতেন। খুনের খবর ছড়িয়ে পড়ার ভয় পেয়ে এক পরিচিতের পরামর্শ নেন তাঁরা বলে দাবি পুলিশের। শেষে রবিবার কসবা থানায় গিয়ে আত্মসমর্পণ করেন।

আদর্শের সহকর্মীরা জানিয়েছেন, কাজের সূত্রে কলকাতায় থাকতেন তিনি। ঠিক কী নিয়ে বিবাদ, শুধুই অর্থিক বিরোধ নাকি আরও কোনও অজানা কারণ, তা এখনও স্পষ্ট নয়। অভিযুক্তদের জিজ্ঞাসাবাদ ও তথ্য বিশ্লেষণ করে পুলিশের লক্ষ্য হোটেলের ঘরে ঠিক কী ঘটেছিল, তা বিস্তারিত জানা। তবে এখনও পর্যন্ত যা জানা গেছে তা হল, ধৃত মহিলার সঙ্গে ৩৩ বছরের আদর্শের পরিচয় হয়েছিল একটি ডেটিং অ্যাপে এবং শুক্রবারই তাঁদের প্রথম দেখা।

সূত্রের খবর, সম্ভবত দেখা হওয়ার পর হোটেলে রাতে থাকার প্ল্যানিং হয়েছিল তাঁদের। কথাবার্তার সময় কোনও এক কথা কাটাকাটি থেকে হাতাহাতির পরিস্থিতি তৈরি হয়। জেরায় কমলের দাবি, ধস্তাধস্তির মধ্যে আদর্শ মেঝেতে পড়ে যান। এরপর তিনি ও ধ্রুব মিলে তাঁর পা একটি তোয়ালে দিয়ে বেঁধে দ্রুত হোটেল ছেড়ে বেরিয়ে যান। পুলিশ জানিয়েছে, জিজ্ঞাসাবাদ চলছে এবং দুই অভিযুক্তের বয়ান মিলিয়ে দেখা হচ্ছে। এদিকে কসবার খুনের ঘটনায় বেশ কয়েকটি ফোন উদ্ধার করেছে পুলিশ। ফোনগুলিকে ফরেন্সিক পরীক্ষায় পাঠানো হবে।

মার্ডারের মোটিভ নিয়ে এখনও পুরোপুরি নিশ্চিত নয় পুলিশ। তবে প্রাথমিক ভাবে ধারনা, আত্মরক্ষার ক্ষেত্রেই তাঁরা খুন করেছে এমনটাই জানাচ্ছে অভিযুক্তরা। তবে তদন্তকারীদের সন্দেহ এর পেছনে অন্য কোনও কারণও থাকতে পারে। ফোনগুলি খতিয়ে দেখার পরই খুনের আসল কারণ সম্পর্কে আরও ধারনা স্পষ্ট হবে বলে খবর পুলিশ সূত্রে।

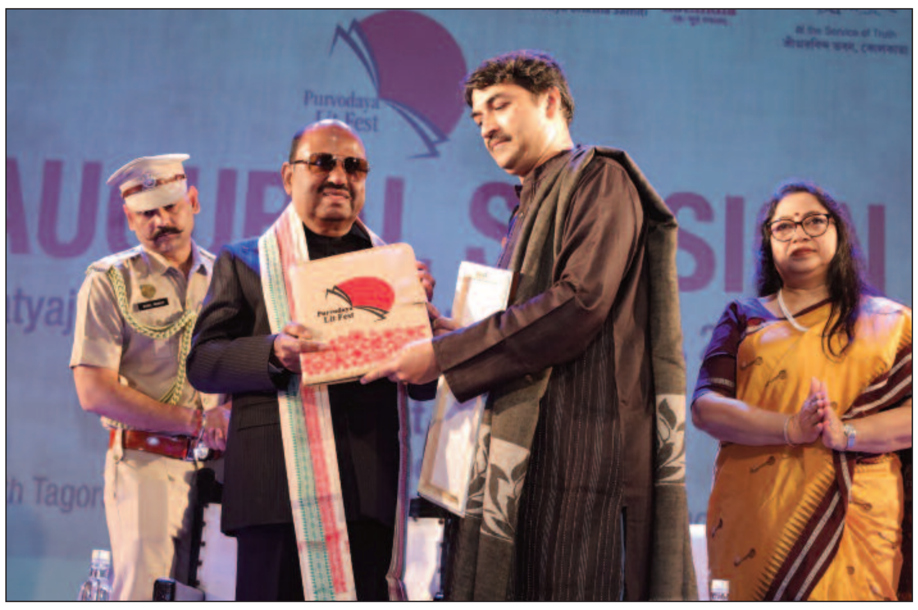

আইসিসিআর-এর সত্যজিৎ রায় অডিটোরিয়ামে আয়োজিত হল মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ইনস্টিটিউট অফ এশিয়ান স্টাডিজের লিটারেরি ফেস্টিভ্যাল। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যপাল ড. সিভি আনন্দ বোস।

মমতাকে বিজেপির সরাসরি চ্যালেঞ্জ

ডিইও নিয়োগে আপত্তির আগে নিজের 'নিয়োগ প্রক্রিয়া' প্রকাশ করুন!

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: এসআইআর নিয়ে ক্রমবর্ধমান উত্তেজনার মাঝেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে লক্ষ্য করে বিজেপির তরফে তীব্র প্রতিক্রিয়া। নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে ধারাবাহিক অভিযোগের জবাবে গেরুয়া শিবিরের পাল্টা প্রশ্ন;মুখ্যমন্ত্রীর আপত্তি আদৌ নীতিগত, নাকি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত?

বিজেপির বক্তব্য, ডিইও নিয়োগ নিয়ে কমিশনের করা রিকোয়েস্ট ফর প্রপোজাল-এ মমতার আপত্তি 'অস্বাভাবিক ও অযৌক্তিক'। দলের দাবি, রাজ্যের বহু সরকারি দপ্তরে এক রাজনৈতিকভাবে ঘনিষ্ঠ বেসরকারি এজেন্সির সক্রিয় প্রভাব রয়েছে। প্রশাসনিক বৈঠক থেকে নীতি-নির্ধারণ; সবেতেই এই সংস্থার অনানুষ্ঠানিক উপস্থিতি বহুবার প্রশ্ন তুলেছে। এমনকি তাদের কিছু সদস্যকে ডিইও ও বিএসকে কর্মী হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছিল বলেও অভিযোগ আছে।

সেই কারণে বিজেপির সোজাসাপ্টা চ্যালেঞ্জ, ডিইও বা বিএসকে নিয়োগে আপনার সরকার কোন পদ্ধতি অনুসরণ করেছে, তা আগে প্রকাশ করুন।

দলের যুক্তি, সিইও মনোজ আগরওয়ালের জারি করা নির্দেশিকা সম্পূর্ণভাবেই রাজ্য সরকারের বিদ্যমান আর্থিক নীতিনিয়ম মেনে তৈরি। বিজেপির কটাক্ষ, যে নিয়ম আপনার সরকারই প্রণয়ন করেছে, সেই নিয়মে কমিশন কাজ করলে এত চিৎকার কেন?

বিহার-সহ একাধিক রাজ্য যে এই একই ব্যবস্থায় ডিইও নিয়োগ করেছে, সেটিও শাসক দলকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে বিজেপি। ফলে গেরুয়া শিবিরের মন্তব্য, অন্য রাজ্যে স্বাভাবিক, বাংলায় এলেই ষড়যন্ত্র; এই রাজনীতিই বিরক্তিকর। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আরেক অভিযোগ; ফ্ল্যাট-বাড়িতে বুথ তৈরি। বিজেপি জানাচ্ছে, নির্বাচন কমিশনের নিয়ম অনুযায়ী ভোটারদের সুবিধা নিশ্চিত করা গেলে যে কোনো ভবনই বুথ হিসেবে অনুমোদিত হতে পারে। দলের বক্তব্য, দিল্লি-সহ বহু শহরে বহুদিন ধরেই আবাসনের ভেতরে বুথ চালু আছে।

বিজেপির কটাক্ষ, নতুন বুথ তৈরি মানে কারও ভোট কমছে না, বরং আরও সুবিধা হচ্ছে। তাহলে আপত্তির কারণ কী? এরপর গেরুয়া শিবিরের তির্যক প্রশ্ন, আপনার উদ্বেগ কি ভোটপ্রক্রিয়া, নাকি আপনি যে রাজনৈতিক বয়ান তৈরি করতে চাইছেন, তার ভাঙন? এসআইআর ঘিরে রাজ্যে চাপ বাড়ছে। শাসক দলের তরফে নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে সরব অভিযোগ, আর তার জবাবে বিজেপির চড়া সুর, এই মুহূর্তে রাজনৈতিক লড়াইয়ের কেন্দ্রবিন্দু ডিইও নিয়োগ, কমিশনের স্বাধীনতা ও প্রশাসনিক সিদ্ধান্তে রাজনৈতিক প্রভাবের অভিযোগ-প্রতিআরোপ।

বিজেপির চূড়ান্ত প্রশ্নও তাই রাজনৈতিক ময়দানে নতুন বিতর্ক তৈরি করেছে, মুখ্যমন্ত্রী ঠিক কী নিয়ে বিরক্ত; ভোটারদের সুবিধা, না নিজের বয়ানের অস্বস্তিকর পতন?

ইডি-র দপ্তরে হাজিরা দিলেন সুজিত-পুত্র

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: অবশেষে সল্টলেকে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ইডি-র দপ্তরে হাজির হলেন দমকল মন্ত্রী সুজিত বসুর ছেলে সমুদ্র বসু। সূত্রের খবর, সোমবার বেলা ১২টা নাগাদ তিনি সিজিওতে ইডি দপ্তরে হাজির হন। এরপরই শুরু হয় জেরা পর্ব।

সূত্রের খবর, পুর নিয়োগ দুর্নীতির তদন্তের সূত্র ধরেই সমুদ্রকে জেরা করেন তদন্তকারীরা। এর আগে গত বুধবার ইডির তলব এড়িয়েছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী সুজিত বসুর স্ত্রী। আর বৃহস্পতিবার ইডির তলবে হাজিরা দেননি মন্ত্রী পুত্র সমুদ্র বসু। তবে ব্যক্তিগত কাজের কারণে তাঁকে অন্য দিনে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডাকতে অনুরোধও করেছিলেন সমুদ্র। এরপরই স্ত্রী ও ছেলের পাশে দাঁড়াতে দেখা যায় সুজিত বসুকে। বলেছিলেন, 'পালিয়ে যাওয়ার লোক নই আমরা।' এর আগে গত মঙ্গলবার ইডির তলবে হাজিরা দিয়েছিলেন সুজিতের কন্যা মোহিনী বসু। নথিপত্র হাতে সিজিও কমপ্লেক্সে পৌঁছন তিনি। তার আগের দিন পুর নিয়োগ মামলায় মোহিনীর স্বামীকেও জেরা করেন তদন্তকারীরা। সূত্রের দাবি, কয়েক মাস আগেই মোহিনীর সঙ্গে বিচ্ছেদ হয়েছে তাঁর। ব্যবসায়িক লেনদেন এবং তাতে দুর্নীতির টাকার সম্ভাব্য ব্যবহার এই মিল খুঁজতেই তাঁরা ইডির স্ক্যানারে আসেন। ২০২৪ সালের জানুয়ারিতে লেকটাউনে সুজিতের দু'টি বাড়িতে দীর্ঘ তল্লাশি চালিয়ে বেশ কিছু নথি এবং তাঁর মোবাইল ফোন বাজেয়াপ্ত করে ইডি।

সম্পাদকীয়

স্বাস্থ্যবিমা নিয়ে আইআরডিএআই-কে কড়া বার্তা কেন্দ্রের, এবার কি খরচ কমবে?

ছিল ১৮ শতাংশ। কমে হল শূন্য। স্বাস্থ্যবিমায় জিএসটি শূন্য করে দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। ফলে বিমার খরচ কমার কথা, কিন্তু তা কমল কোথায়? এমনই প্রশ্ন আম জনতার। ২২ সেপ্টেম্বর থেকে গোটা দেশে নয়া বিধি কার্যকর হয়েছে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, কমা তো দূর, উল্টে ক্রমাগত বাড়ছে স্বাস্থ্যবিমার প্রিমিয়াম। একের পর বেসরকারি বিমা কোম্পানিগুলি নানা ভাবে বাড়িয়ে দিচ্ছে প্রিমিয়াম। শুধু প্রিমিয়ামই নয়, ক্লেম মেটানোর ক্ষেত্রে নানা নিয়ম কানুনের গেঁরো, একাধিক অসঙ্গতিও দেখা যাচ্ছে। বাদ যাচ্ছে না সরকারি সংস্থাগুলিও। ক্লেম দেওয়ার ক্ষেত্রে কিছু কোম্পানি নানা বিধিনিষেধ আরোপ করেছে।ফলে নিয়ম মেনে প্রিমিয়াম দিয়েও আসল সময়ে বিপদে।পড়ছে মানুষ। এমনিতে দেশে বেসরকারি ক্ষেত্রে চিকিৎসা খরচ আকাশ ছুঁয়েছে। তস ওপর মেডিক্লেইম থেকেও যদি সঠিক পরিষেবা না মেলে তাহলে মানুষ যাবে কোথায়? ক্রমাগত উঠতে থাকা এই অভিযোগ নিয়ে এবার হস্তক্ষেপ করতে চলেছে কেন্দ্রীয় সরকার। দেশের বিমা নিয়ন্ত্রক সংস্থা ইন্সুরেন্স রেগুলেটরি অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অথরিটি অব ইন্ডিয়া বা আইআরডিএআই-র সঙ্গে বৈঠক করল কেন্দ্রীয় সরকার। সেই বৈঠকে একাধিক পদক্ষেপ নেওয়ার কথা বলা হয়েছে। দেওয়া হয়েছে কড়া বার্তা। বিমার প্রিমিয়ামের ঊর্ধ্বসীমা বেঁধে দেওয়ার পাশাপাশি এজেন্টদের কমিশনের উপরও নিয়ন্ত্রণ আনার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। কোন খাতে কীভাবে খরচ বাড়ানো হচ্ছে তা জানতে চেয়েছে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রক। স্বাস্থ্যবিমা কোম্পানিগুলিকে অবিলম্বে এ নিয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছে। না হলে থসকছে। কড়া দাওয়াই, সাফ জানিয়ে দিয়েছে কেন্দ্র। সবমিলিয়ে জিএসটি কমার সুফল আম জনতার দরজায় পৌঁছে দিতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করতেও বলা হয়েছে। এখন দেখার আগামীদিনে এর সুফল কতটা পায় দেশের সাধারণ মানুষ। ঘুরপথে আম জনতার পকেট কাটা বন্ধ হয় কিনা সেটাই এখন দেখার।

আজকের দিন

- **১৮৩৯** — দক্ষিণ-পূর্ব ভারতের করিঙ্গা শহরকে একটি শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড় বিধ্বস্ত করে, যার ফলে আনুমানিক ৩,০০,০০০ লোকের মৃত্যু হয়।
- **১৮৬৩** — আমেরিকান গৃহযুদ্ধের সময় মিশনারি রিজের যুদ্ধ সংঘটিত হয়।
- **১৮৬৪** — কনফেডারেট অপারেটিভদের একটি দল নিউ ইয়র্ক সিটি পুড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে, যা শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়।
- **১৯৫২** — লন্ডনের ওয়েস্ট এন্ডে আগাথা ক্রিস্টির নাটক 'দ্য মাউসট্র্যাপ' প্রকাশিত হয়। এটি ইতিহাসের সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী অনুষ্ঠান।
- **১৯৭৩** — গ্রিসে এক সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি জর্জ পাপাডোপোলোসকে উৎখাত করা হয়।
- **১৯৮৭** — প্রথম বাণিজ্যিকভাবে সফল কাঁটাতারের পেটেন্ট জোসেফ ফারওয়েল গ্লিডেন দ্বারা করা হয়।

- **১৯৯৯** — জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ ২৫ নভেম্বরকে নারীর প্রতি সহিংসতা দূরীকরণের আন্তর্জাতিক দিবস হিসেবে তাদের সম্মানে প্রতিষ্ঠা করে।
- **২০০২** — রাষ্ট্রপতি জর্জ ডব্লিউ. বুশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে হোমল্যান্ড সিকিউরিটি আইনে স্বাক্ষর করেন।

জন্মদিন

আজকের দিন

ঝুলন গোস্বামী

১৯৪৪ বিশিষ্ট চলচ্চিত্র নির্দেশক অঞ্জন চৌধুরীর জন্মদিন।
১৯৬৬ বিশিষ্ট অভিনেত্রী ও রাজনীতিবিদ রূপা গঙ্গোপাধ্যায়ের জন্মদিন।
১৯৮৩ মহিলা ক্রিকেট খেলোয়াড় ঝুলন গোস্বামীর জন্মদিন।

এসআইআর দেশের পক্ষে জরুরী

দলীয় রাজনীতির উর্দ্ধে উঠে এই প্রচেষ্টার সফল রূপায়ণে সংশ্লিষ্ট সকলকে এগিয়ে আসতে হবে

শান্তন রায়

SPECIAL INTENSIVE
REVISION (SIR)
WEST BENGAL

পশ্চিমবঙ্গ সহ ১২টি রাজ্যে এস আই আর বা ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনের কাজ আরম্ভ হয়েছে গত ৪ঠা নভেম্বর থেকে । যদিও নির্বাচন কমিশনের এই অত্যন্ত জরুরী পদক্ষেপের বিরুদ্ধে অদ্ভুতভাবে তীব্র বিরোধিতায় মরীয়া কেবল মাত্র এ রাজ্যের শাসকদল ও সরকার-অন্য কোন রাজ্যে অবশ্য কোন সমস্যা হচ্ছে না । অতি সম্প্রতি এ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী দেশের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশকুমারকে লিখিতভাবে আর্জি জানিয়েছেন - এই সংশোধন কাজ সঠিক স্বচ্ছভাবে সম্পন্ন করার জন্য নয়, স্থগিত করার জন্য, কারণ বড় অদ্ভুত-বি এল ও দের উপরে যে ভাবে কাজ চাপানো হয়েছে তা 'অমানবিক'। এর আগে রাজ্যের শাসক দলের পক্ষ থেকে হুঙ্কার দেওয়া হয়েছিল-'এস আই আর করতে দেব না', উদ্দেশ্যপ্রণোদিত অপপ্রচার চলছিল,এখনও চলছে-'এন আর সি করার মতলবে এস আই আর হচ্ছে' 'এস আই আর করে দেশ থেকে তাড়িয়ে দেবে'।এস আই আর অবশ্য আটকানো যায়নি- এস আই আর ফর্ম বিলিও অনেকটা হয়ে গেছে-অনেকে পুরণ করা ফর্ম বি এল ও'র কাছে জমাও দিয়ে দিয়েছেন ।কিন্তু শাসকদলের পক্ষ থেকে এবিধ আচরণে কৌতুহল জাগে ভোটার তালিকার এই নিবিড় সংশোধন হলে আসলে কাদের স্বার্থ বিঘ্নিত হতে পারে?এস আই আর বা এন আর সি হলে হয়ত ভ্রূ কুঞ্চিত হতে পারত পড়শি দেশটির। কিন্তু এদেশের কোন দায়িত্বশীল রাজনৈতিক দলের আপত্তি থাকবে কেন? এখানেই সন্দেহ জাগে-ডাল মে কুছ কালা হ্যায়।

প্রসঙ্গত ভোটার তালিকার নিবিড় সংশোধনের পদ্ধতি নতুন চালু হয়েছে এমনটি নয় -আগেও হয়েছে ,শেষবার ২০০২ সালে।কেন গত তেইশ বছরের মধ্যে আরও একবার সংশোধন হয়নি বা সে দাবী কোন রাজনৈতিক দলের(এমনকী যে দলের সুপ্রিমো প্রায় দু'দশক আগে সংসদে ভোটার তালিকায় বাংলাদেশ থেকে বিপুল সংখ্যক অনুপ্রবেশকারীর অন্তর্ভুক্তির বিরুদ্ধে ক্ষোভে ফেটে পড়েছিলেন সেই দলও) পক্ষ থেকেও তোলা হয়নি সে প্রশ্ন আপাত মুলতবী রেখে এখন যখন নির্বাচন কমিশন এ কাজে প্রয়াসী হয়েছেন তখন সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারের প্রশাসনের তো সাংবিধানিক দায়িত্ব সে কাজে সর্বোতভাবে সাহায্য করা।বিশেষত পশ্চিমবঙ্গের মতো সীমান্তরাজ্যে যেখানে অবৈধ অনুপ্রবেশের অভিযোগ দীর্ঘদিনের সেখানে রাজ্যপ্রশাসনের উপরও এক বাড়তি দায়িত্ব ও সতর্কতা স্বাভাবিকভাবেই বর্তায়।

প্রসঙ্গত একটি গণতান্ত্রিক দেশে সংসদীয় ব্যবস্থার প্রধান অঙ্গ হলো সুষ্ঠ নির্বাচনের মাধ্যমে জনাদেশ গ্রহণ করা সংবিধান নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে।আর সুষ্ঠ নির্বাচনের ভিত্তি হল সঠিক স্বচ্ছ ভোটার তালিকা ।সেই তালিকা সময়ান্তরে সংশোধন পরিমার্জনে অনীহা সংসদীয় ব্যবস্থায় প্রকৃত বিশ্বাসী কোন রাজনৈতিক দলের হতে পারে না।অতএব জ্বালাময়ী শ্লোগানে বিভ্রান্ত করে লোক ক্ষ্যাপানোর কৌশল কোন সদুদ্দেশে বা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার হিতার্থে যে করা হচ্ছে না তা বলাই বাহুল্য।এস আই আর কিংবা এন আর সি হলে কার ক্ষতি কিভাবে? জরুরী যেটা হলো সেটা এস আই আর বা এন আর সি স্বচ্ছ ও সঠিকভাবে প্রস্তুতি এবং সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারেরও গুরুত্বপূরণ ভুমিকা থেকে যায়।

কিন্তু এ রাজ্যে প্রথম থেকেই ভীতিপ্রদর্শন চলেছিল-এস আই আর হলে সবার সর্বনাশ হয়ে যাবে । আসল উদ্দেশ্য অবান্তর ও অপ্রাসঙ্গিক প্রসঙ্গ উত্থাপন করে তরজায় পুরো বিষয়টি গুলিয়ে ও চাপ দিয়ে এস আই আর সুষ্ঠ রূপায়নে বিঘ্ন সৃষ্টি করা ।কিন্তু অনেকক্ষেত্রে সাধারন মানুষ এই রাজনৈতিক অপপ্রচারে বিভ্রান্ত হয়ে দিশেহারা- কিছু দুঃখজনক ঘটনাও ঘটেছে যেগুলি হয়ত ঘটত না কোন কোন রাজনৈতিক মহল থেকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে প্যানিক সৃষ্টি না করলে। । অনেকের হয়ত স্মরণে আছে যে ২০১৯ এর ডিসেম্বরে নাগরিকত্ব আইনের সংশোধনীটি পাশের পরও দেশের অনেক স্থানে,এই রাজ্যেরও কোথাও কোথাও হিংসাত্মক বিক্ষোভ অবরোধ চলেছিল, -প্রধানত মালদা ও মুর্শিদাবাদে বিনষ্ট করা হয়েছিল অনেক সরকারি সম্পত্তি-পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল সরকারি বাস ও রেল স্টেশন প্রশাসনিক নিষ্ক্রিয়তার সুযোগে। যদিও আইনের ওই সংশোধনের ফলে কারও আগেকার অধিকার কোনভাবে ক্ষুন্ন হয়নি। প্রকৃতপক্ষে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যেই শাহিনবাগ বা পাকসার্কাসের মহিলাদের সামনে তখন আসল সত্যটা ইচ্ছাকৃতভাবেই গোপন রাখা হয়েছিল তাদের প্ররোচিত করতে। আবার তারই রেশ ধরে ২০২৪ এর ১১ই মার্চ সংসদে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আইনটি বলবৎ করার ঘোষণা করার পর মেঘালয়ের ইছামতীতে ঐ বছরের ২৭শে মার্চ কর্মস্থল থেকে বাড়ি ফেরার পথে সুজিত দত্ত নামে একজন বাঙালি সহ দু'জন অনুপজাতীকে আক্রমন করে পাথর দিয়ে থেঁতলে হত্যা করে সি এ এ বিরোধীরা ।সে ঘটনায় কিন্তু কোন প্রতিবাদ দুরঅস্ত কোন প্রতিক্রিয়াও জ্ঞাপনের প্রয়োজন অনুভব বোধ করেননি এ বঙ্গের বাঙ্গালী অস্মিতার নব্য ধ্বজাধারী রাজনৈতিক মহল কিংবা সদা 'সচেতন' বৌদ্ধিক মহল।

এখন যেমন অপপ্রচার চলছে এস আই আর করে কি লাভ হবে- এত অল্প সময়ে কিভাবে এস আই আর করা সম্ভব হবে?তরজা চলছে কার আমলে অনুপ্রবেশ ঘটেছিল-কোন সরকার কোন প্রশাসন দায়ী এর জন্য ইত্যাদির সঙ্গে বাজার গরম করতে দাবী হচ্ছে মতুয়াদের নিঃশর্ত নাগরিকত্ব দিতে হবে ইত্যাদি ।অথচ এদের দ্বিচারিতা এমনই যে ২০১৯ এ নাগরিকত্ব আইনের সংশোধন করে পড়শি দেশ থেকে ধর্মীয়কারণে নির্যাতিত হয়ে প্রাণরক্ষায় চলে আসা হিন্দু শরণার্থীদের এদেশের নাগরিকত্ব অর্জন কিঞ্চিৎ সুবিধাজনক করার প্রয়াস হলে এরাই তখন বিরোধিতায় ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন এমত পদক্ষেপের উদ্দেশ্য নিছক 'ধর্মীয় বিভাজন' বা এদেশ 'মুসলিমশূন্য' করা এমন উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে অতিসরলীকৃত অজুহাত তুলে এবং অনুপ্রবেশকারীদেরও একই সুবিধা দেওয়ার দাবিতে একটি সম্প্রদায়কে উসকে দিয়ে।

প্রসঙ্গত আন্তর্জাতিক আইনে নির্ধারিত উদ্বাস্তু বা শরনার্থীর সংজ্ঞা অনুযায়ী অনুপ্রবেশকারীরা কখনো শরনার্থী হতে পারেনা ।

বাস্তব সত্য যে দেশের পূর্ব প্রান্তের প্রতিবেশী রাষ্ট্রে ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর বারংবার নিপীড়নের অত্যাচারের ঘটনাবলীর ফলে সেখান থেকে ক্রমাগত শরনার্থী আগমন ঘটেছে পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে,বহুলাংশে এরাজ্যে -চাপ পড়েছে অতিরিক্ত জনসখ্যার।

আবার শরনার্থী ছাড়াও নাশকতা চোরাচালান ইত্যাদি অসদুদ্দেশ্যে একশ্রেনীর নিয়মিত অবৈধ অনুপ্রবেশের ঘটনাও ঘটছে যা এদেশের জনমানসে নিরাপত্তাজনিত কারনে এক অবিশ্বাসের ও বিরুপতার বীজ বপন করেছে।

কিন্তু যারা দৈনন্দিন গোপনে সীমান্ত অতিক্রম করে অনুপ্রবেশ করছে বেআইনি ব্যবসা বানিজ্য করার জন্য এবং পাচার চক্রের মত অসৎ উদ্দেশ্যে তাদেরকেও আশ্রয় দেওয়ার ফল যে দেশের পক্ষে ক্ষতিকর- সর্বোপরি জঙ্গি কার্যকলাপের মরূদ্যান হতে দেওয়ার মত এক আত্মঘাতী পরিনতি হতে পারে তা অনুমেয় খাগড়াগড় কাণ্ডের অভিজ্ঞতায়।

এদিকে এই এস আই আর চালুর কয়েকদিন পর থেকে যে খবর প্রকাশ পাচ্ছে তা হল নিউটাউন রাজারহাট সহ দুই চব্বিশ পরগনার এবং সীমান্তের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বাড়িতে বাড়িতে পরিচারিকার কাজ কিংবা আবাসন থেকে ময়লা ফেলার কাজ করা কিছু বসবাসকারী রাতারাতি পাততাড়ি গুটিয়ে উধাও। অন্যদিকে বৈদ্যুতিন মাধ্যমের পর্দায় কদিন যাবৎ স্বরূপনগরের হাকিমপুর সীমান্তে প্রতিদিন নিজেদের জিনিসপত্র তল্পিতল্পা নিয়ে দেশে ফিরে যেতে বাংলাদেশ থেকে আসা অনুপ্রবেশকারীদের অপেক্ষমান থাকার ঘটনা চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে অরক্ষিত দীর্ঘ সীমান্তের সুযোগে পড়শি দেশ থেকে বিপুল সংখ্যক মানুষের এরাজ্যে অবৈধভাবে অনুপ্রবেশের রূঢ় বাস্তবতা । এরা নিজেরাই স্বীকার করছেন ক্যামেরার সামনে যে তারা বাংলাদেশের নাগরিক দালালের মাধ্যমে এদেশে অনুপ্রবেশ করে এদেশে আধার কার্ড ভোটার কার্ড র্যাশন কার্ড তৈরি করিয়েছেন — রেশনের সামগ্রী তুলেছেন বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত হয়েছেন ব্যবসা করেছেন এমনকি অনেকে বিভিন্ন নির্বাচনে ভোট দিয়ে জনপ্রতিনিধি নির্বাচনেও অংশগ্রহণ করেছেন-এদেশের বৈধ নাগরিকদের প্রাপ্য সকল সুযোগসুবিধা গ্রহণ পেয়েছে। এস আই আর রূপায়নের আবহে এখন সাময়িকচাপে এদের একাংশের দেশে ফেরার হিড়িক থেকেই এতোদিন গোপন থাকা ও অসৎ উদ্দেশ্যে গোপন রাখার রাজনৈন্তিক ষড়যন্ত্রও ফাঁস হয়ে যাচ্ছে ।

বলাবাহুল্য রাজ্যের শুধু সীমান্তবর্তী জেলাগুলি নয় অন্য জেলা এবং কলকাতা মহানগরীর জনবিন্যাসেও ব্যপক পরিবর্তন ঘটেছে গত কয়েক দশকে-এ আজ বাস্তব। আবার অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদেরই একাংশ যে এদেশে জঙ্গী ও সন্ত্রাসী কাজের জন্য যুক্ত এবং সেই অপকর্ম করার জন্যই এদেশে অনুপ্রবেশ করে তা আজ দিনের আলোর মত সত্য।

অন্যদিকে এক আন্তর্জাতিক ধর্মীয় জঙ্গী সংগঠন অধীন বিভিন্ননামের শাখা সংগঠনের মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন প্রান্তেই শিকড় গাড়তে সক্ষম হয়েছে /হচ্ছে যেমন প্রশাসনিক নজরদারির শৈথিল্য ও গোয়েন্দা সংস্থাগুলির মধ্যে সমন্বয়ের অভাবের কারণে তেমনই অনেক ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র দলীয় রাজনৈতিক স্বার্থে মদত পেয়ে যাওয়ায়। এ রাজ্যেও জইশ-ই-মহম্মদ বা বাংলাদেশের জামাতুল মুজাহিদিন এর (জে এম বি)মতো জঙ্গী সংগঠনের স্লিপ্স সেল যে যথেষ্ট সক্রিয় বহুদিন ধরেই তার বিভিন্ন প্রমান পাওয়া গেছে- এক দশক আগে বর্ধমানের খাগড়াগড়ের বিস্ফোরন কাণ্ডেও বাংলাদেশী জে এম বি জঙ্গী অনুপ্রবেশকারীরা জড়িত ছিল। দীর্ঘ অরক্ষিত সীমানার সুযোগে এরাজ্যে অনুপ্রবেশ করে ঘাঁটি গেড়ে ও মোটামুটি একই ভাষাভাষী হওয়ায় সাধারনের মধ্যে মিশে গিয়ে ও বিভিন্নভাবে জাল নথিপত্র প্রস্তুত করে এরা রাজ্যে ও দেশে ক্ষমতাবিস্তার করতে ও অস্থিরতা সৃষ্টি করতে অতি সক্রিয়-যেহেতু প্রশাসনিক সতর্কতা সক্রিয়তা , সর্বোপরি রাজনৈতিক সদিচ্ছা হয়তো প্রশ্নাতীত নয়। একবার একটি বড় ঘটনা ঘটলে কিছুদিন হৈ চৈ, দলীয় দৃষ্টিকোণ থেকে পারস্পরিক দোষারোপ-তারপর সব থিতিয়ে যায় যে তিমিরে সেই তিমিরেই। আবার নাগরিকদের একাংশের এবং সমাজের বিশিষ্ট মহলেরও এই গুরুতর ব্যাপারেও শুধু যে কোন হেলদোল নেই তা নয় ,কেউ এই অপ্রিয় প্রসঙ্গটি জনপরিসরে বা কোন আলোচনায় উত্থাপন করলে দেশের সংহতি ও নিরাপত্তার পক্ষে বিপদজ্জনক সমস্যাটিও ধামাচাপা দিতে সেই স্পষ্টবাদী ব্যক্তিত্বকেও তারা গালমন্দ করে অসম্মানিত ও প্রান্তকায়িত করতে অত্যুৎসাহে ঝাঁপিয়ে পড়েন- বিশ্বের অন্যত্র অনুরূপ ঘটনার উল্লেখ করে এসব ছোট বিচ্ছিন্ন ঘটনা আখ্যায়িত করে কিংবা এরাজ্যে বা দেশের এবিধ ঘটনার উল্লেখ 'বিভাজনে'র রাজনীতি বলে দাগিয়ে দিয়ে।

অথচ সম্প্রতি দিল্লির লালকেল্লা মেট্রো স্টেশনের গেটের সামনে জঙ্গি সংগঠন জইশ-ই-মহম্মদ দ্বারা সংঘঠিত ব্যাপক প্রাণহানি ঘটানো ভয়াবহ বিস্ফোরনের এন আই এর তদন্তে ইতিমধ্যেই সামনে এসেছ যে আন্তর্জাতিক ধর্মীয় জঙ্গীবাদ সমাজে চিকিৎসক এর মতো সম্মানিত উচ্চপ্রতিষ্ঠিত ও সেবামূলক পেশায় যুক্তদেরও দেশবিরোধী সন্ত্রাসীকাজে লিপ্ত করতে সক্ষম হয়েছে-পেশাগত কারণে সমাজে তাদের সহজ গ্রহণযোগ্যতার সুযোগ নিতে।

ইদানীং অবশ্য বিভিন্ন জঙ্গি সংগঠনেই হোয়াইট কলার পেশার মানুষদের সামিল করার কৌশল নেওয়া হচ্ছে সংগঠনের বিশ্বাসযোগ্যতা বাড়াতে।

লালকেল্লার সামনে বিস্ফোরনের ঘটনার তদন্তকারী সংস্থার মতে ওই ঘটনার নেপথ্যে পুবের পড়শি দেশের জঙ্গিদেরও যোগথাকা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। আশঙ্কার কথা এই যে সংবাদে প্রকাশ আল কায়দার বাংলাদেশি সংগঠন আনসারুল বাংলা টিমের (এ বি টি) কিছু সদস্য ইতিমধ্যেই এ রাজ্যের সীমান্ত দিয়ে এদেশে প্রবেশ করেছে পূর্বপরিকল্পনা মত নাশকতামূলক কাজ করার জন্য।

খাগড়াগড়ের ঘটনায় জে এম বি জঙ্গীরা জড়িত প্রমাণিত হলেও আমরা এমনই আত্মঘাতী উদাসীন ও দলীয় বিরোধের আবর্তে নিমজ্জিত যে পড়শি দেশ থেকে জঙ্গি অনুপ্রবেশের ভয়াবহতা অনুধাবনে অনীহ জনৈক সহনাগরিকের উবাচ 'অজ পাড়াগ্রামে ছোটবোমা বিস্ফোরনে শুধু বোমা প্রস্তুতকারী দু'জনের মৃত্যু'র ঘটনামাত্র' বিস্মিত করে না ।

আবার সম্প্রতি এক সুপরিচিত বৈদ্যুতিন মাধ্যমে এস আই আর নিয়ে এক বিতর্কে এই সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা বোঝাতে সাহিত্যিকা তিলোত্তমা মজুমদারের কিছু অপ্রিয় কিন্তু রূঢ় বাস্তবতার সুস্পষ্ট উল্লেখে বড়ই কুপিত এবঙ্গের ছদ্ম 'সম্প্রীতি'র কতিপয় ধ্বজাধারীরা। তিনি এস আই আর বা ভোটার তালিকার নিবিড় সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে দীর্ঘ অরক্ষিত সীমান্তের সুযোগে এবং স্থানীয় রাজনৈতিক প্রশ্রয়ে পড়শি দেশ থেকে এক বিশেষ সম্প্রদায়ের মানুষজনের ব্যাপকহারে এদেশে অবৈধভাবে অনুপ্রবেশের ফলে (যা এখন বিতর্কাতীত সত্য) এ রাজ্যের সামাজিক অর্থনৈতিক ও নিরাপত্তাজনিত সমস্যা এবং বিশ্বজোড়া এক বিশেষ বিপজ্জনক ধর্মীয় সন্ত্রাসবাদের বাড়বাড়ন্তের প্রেক্ষিতে অনুপ্রবেশকারীদের একাংশের জঙ্গী ও নাশকতামূলক কাজে লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন। এতেই যত গাত্রদাহ। অথচ ওই অনুষ্ঠানে তিলোত্তমার ভাষণ যারা শুনেছেন বা তাঁর বক্তব্যের ক্লিপিংস যারা দেখেছেন তাঁদের অবশ্যই মনে হবে এই নিম্নরুচির আক্রমণ সম্পূর্ণ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত মিথ্যাচার, কারণ এস আই আর সমর্থন করলেও তিলোত্তমা বিজেপিও সমালোচনা করতে ছাড়েননি। । তবু অনুপ্রবেশকারীদের দুষমন উল্লেখ করা এবং এই অবৈধ অনুপ্রবেশকারীরা ছদ্মবেশি ভারতীয় হয়ে এদেশের সমাজপরিসরে মিশে স্থানীয় রাজনৈতিক ক্ষমতাধরদের সাহায্যে রেশন কার্ড ভোটার কার্ড আধারকার্ড প্রভৃতি প্রস্তুত করে নিয়ে এদেশের বৈধ নাগরিকদের প্রাপ্য সমস্ত সুযোগ সুবিধা আদায় করা , জনপ্রতিনিধি নির্বাচনে ভোটাধিকার প্রয়োগ করা — অনেকের জঙ্গী কার্যকলাপেও যুক্ত হওয়ার প্রেক্ষিতে এস আই আর প্রয়োজন 'অপরাধে' কুরুচিকর আক্রমনের শিকার হতে হয়।

অথচ দেশে বিভিন্ন জঙ্গী কার্যকলাপে এরাজ্যকে সেফ করিডর হিসেবে ব্যবহার করে অনুপ্রবেশকারী জঙ্গীদের সাথে দেশের অভ্যন্তরের যোগসাজশের যে নীলনকশা প্রকাশ পায় বারবার, তাতে তিলোত্তমার বক্তব্যে ব্যক্ত আশঙ্কার যথার্থতাই সুস্পষ্ট প্রমাণিত। কয়েকমাস আগে ওয়াকফ আইনের সংশোধনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের নামেও এ রাজ্যের বিশেষ কিছু অঞ্চলে ব্যাপক হিংসাত্মক ও মর্মান্তিক ঘটনায়ও বাংলাদেশ থেকে এসে অনুপ্রবেশকারীদের জড়িত থাকার উল্লেখ প্রশাসন থেকেই করা হয়েছিল ।

এখন এস আই আর চালু হওয়ার পর অনুপ্রবেশকারী বাংলাদেশিদের দেশে ফেরার জন্য সীমান্তে জড়ো হওয়ার হিড়িক ও এ পর্যন্ত সতেরোশতাধিকের প্রত্যাগমনে তো মনে হতেই পারে সঙ্গত কারণে যে রাজ্যকে অনুপ্রবেশকারীমুক্ত করতে ও অনুপ্রবেশ রুখতেও এস আই আর আপাতভাবে এক ফলদায়ী ওষুধের কাজ করছে।

প্রসঙ্গত গনতান্ত্রিক বহুত্ববাদী সমাজ বিশিষ্ট ভারতও আজ আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদের লক্ষ্যবস্তু। আইসিএস তাদের পরিকল্পনার ছক ম্যাপ প্রকাশ করার পরও অনেকে বিশ্বজুড়ে ধর্মীয় রাষ্ট্র গড়ার অলীক স্বপ্নে বিভোর ইসলামি চরম পন্থাকে একটা প্রতিক্রিয়া হিসেবে দেখাতে চান।অথচ দেশে কোন জঙ্গিসন্ত্রাসের ঘটনা ঘটলে তারা প্রথমেই সরকারকে দায়ি করেন।

এমন বঙ্গীয় আবহে সমাজমনস্ক নাগরিক হিসেবে গণতান্ত্রিক অধিকারে তিলোত্তমা এদেশে অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের অবস্থানের ফলে দেশের ও দেশবাসীর সম্ভাব্য বিপদের উল্লেখ করে এস আই আর নিয়ে তাঁর এ নিজস্ব অনুভব স্পষ্ট ও নির্ভীকভাবে ব্যক্ত করায় কুরুচিকর আজ আক্রমনের শিকার- এক শ্রেণির জেগে ঘুমানো 'বুদ্ধিজীবী' ও কিছু মতলবী কলমচিদের রোষের লক্ষ্যবস্তু যাদের আচরণ ও বক্তব্যে পরিস্ফুট এঁরা চান না অনুপ্রবেশকারী জঙ্গী মুক্ত স্বদেশ।

প্রসঙ্গত যে নোম চমস্কির বক্তব্য আজ প্রায়শ উদ্ধৃত হয় বিশেষত 'বামপন্থা'র অনুগামীদের দ্বারা দিশার সন্ধানে,তিনি যে বৌদ্ধিক মহলে বহুল-আলোচিত তা তাঁর সত্য বলার সাহস ও সদিচ্ছার জন্যই।এই মূল সত্যটি বিস্মৃতি ঘটলে সব কিছুই সৌখীন মজদুরিতে পর্যবসিত হয়।

৭

চর্চাবাসর

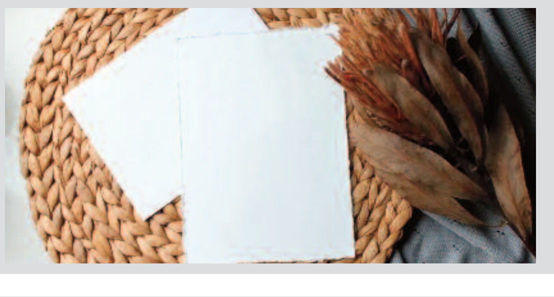

ব্রিটিশ ফুলস্কেপ কাগজের মাপ ৮" X ১৩"। ইম্পেরিয়াল ফুলস্কেপ ৮.৫" X ১৩.৫"। তবে, কাগজের মাপের এই একক প্রথম চালু হয়েছিল ১৪৭৯-এ জার্মানিতে।

— কলমবীর

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

সরকারি কর্মচারীর নামে 'মৃত' ঘোষণা,

এসআইআর-এর ফর্মই পেলেন না!

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: সবকিছু ঠিকঠাকই চলছিল হবিবপুরের ভৌমিক পরিবারে। সরকারি কর্মচারি হওয়ায়পরিবারে কোনও কিছুর খামতি ছিল না। দুশ্চিন্তায় এড়িয়ে বেশ হাসিখুশি মেজাজেই ছিল ওই পরিবারটি। কিন্তু বাড়িতে যখন এসআইআর-এর ফর্ম দিয়ে গেলেন বিএলও, তারপর থেকে যেন মাথার ওপর পাহাড় ভেঙে পড়েছে ওই ভৌমিক পরিবারের সদস্যদের। কারণ, পরিবারের এক মৃত ছেলেকে জীবিত বলে এসআইআর-এর ফর্ম দেওয়া হয়েছে। আর যিনি জীবিত, তিনি আবার সরকারি কর্মচারি। তাঁর নাম ভোটার তালিকা থেকে মৃত হিসেবে বাদ দিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ। এমন পরিস্থিতির বিষয়টি জানাজানি হতেই রীতিমতো যেন ঘন অন্ধকার নেমে এসেছে ভৌমিক পরিবারে সদস্যদের মধ্যে। হবিবপুর

ব্লকের বুলবুলচণ্ডী গ্রাম পঞ্চায়েতের কচুপুকুর এলাকার বাসিন্দা সৌমিক ভৌমিক (৪০)। তিনি পেশায় কেন্দ্রীয় একটি বীমা সংস্থার সরকারি কর্মী। কচুপুকুর এলাকার ২২৮ নম্বর বুথের ভোটার রয়েছেন ভৌমিক পরিবারের সদস্যরা। পরিবারের সৌমিকের বৃদ্ধ বাবা, মা, স্ত্রী এবং নাবালক সন্তানও রয়েছে। কিন্তু এখন সৌমিকের মৃত ভাই স্বস্তিক ভৌমিকের এসআইআর-এর ফর্ম চলে এসেছে। আর সৌমিক মৃত বলে তাঁর এসআইআর-এর ফর্ম আসেনি।

সৌমিকবাবু বলেন, 'গত ২০২০ সালে একটি পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয় ভাই স্বস্তিকের। এরপর বাড়ি থেকে বিভিন্ন দপ্তরে জানিয়ে দেওয়া হয়। এমনকি আধার কার্ড, প্যান কার্ড, রেশন কার্ড-সব বাতিল হয়ে যায় যথারীতি। কিন্তু বারবার জানানো সত্ত্বেও ভোটার লিস্ট থেকে নাম বাদ যায়নি স্বস্তিকের। উল্টে দেখা যায় ২০২৫ সালের ৬ জনুয়ারি প্রকাশিত ভোটার লিস্টে জীবিত দাদা সৌমিককে মৃত দেখানো হয়েছে। আর মৃত ভাই স্বস্তিককে জীবিত দেখানো হয়েছে। কিন্তু ২০২৪ সালের ১২ নভেম্বর প্রকাশিত ভোটার লিস্টে দেখা যাচ্ছে আমরা দুই ভাই জীবিত।' সৌমিক আরও বলেন, 'যখন আমার বাড়িতে এসআইআর-এর ফর্ম আসে, তখন দেখা যায় মৃত ভাইয়ের এসেছে। কিন্তু আমি জীবিত থেকে কোনরকম এসআইআর-এর ফর্ম পাই নি। যে সময় আমি চাকরিতে জয়েন করেছিলাম, তখন আধার কার্ড ছিল না। ফলে আমার সমস্ত সরকারি নথি ব্যাঙ্ক একাউন্ট ডিটেলস সবই ভোটার কার্ডের লিঙ্ক রয়েছে। এই অবস্থায় যদি ভোটার কার্ড থেকে নাম বাদ যায়, তাহলে হয়রানি ছাড়া আর কিছুই হচ্ছে না। বারবার জেলা প্রশাসনকে জানিয়েও জীবিতের খাতায় নাম তুলতে পারিনি।' সংশ্লিষ্ট এলাকার বিএলও বীরেন ওঁরাও বলেন, 'এই পরিস্থিতিতে আমার কিছু করার নেই। বিগত নির্বাচনের সময়গুলিতে এই এলাকার বিএলও কে ছিল তাও বলতে পারব না।' যদিও এই প্রসঙ্গে, মালদার জেলাশাসক প্রীতি গোয়েল অবশ্য কোনরকম মন্তব্য করতে চান নি।

এসআইআর-এর কবলে হিন্দুরাও ফিরছে বাংলাদেশে

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: এসআইআর লাগু হওয়ার পরই রাজ্য ছাড়িয়ে ভিন রাজ্যের বহু অবৈধ অনুপ্রবেশকারী ভিড় জমাচ্ছেন উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার স্বরূপনগর থানার বিথারী হাকিমপুর চেকপোস্টে। সকাল থেকেই ভিন্ন ছবি উঠে আসে। তবে ভিড় কমতে শুরু করেছে অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের। কিন্তু হিন্দু মানুষদেরও বাংলাদেশে যেতে দেখা গেল সোমবার। এরাজ্যের উত্তর ২৪ পরগনার বিশরপাড়া কোদালিয়া বছর ৫২-র মানিক হালদার গত পাঁচ বছর আগে বনগাঁর পেট্রাপোল সীমান্ত দিয়ে দালাল মারফত পাঁচ হাজার টাকার বিনিময় এ দেশে ঢুকেছিলেন। তারপর বিভিন্ন মন্দিরে তিনি কাজ করতেন। মানিকবাবু বলেন, তাঁর বাড়ি বাংলাদেশের বরিশাল জেলার ঝালকাঠি থানা ডুমুরিয়া গ্রামে। তাঁর পরিবারে একজন মারা গিয়েছেন, তিনি জানতে পেরেছেন হাকিমপুর চেকপোস্টে গেলে দেশে ফিরতে পারবেন। তাই সকাল বেলা জিনিসপত্র নিয়ে চলে এসেছেন। তাঁর কাছে কোনও বৈধ কাগজপত্র নেই, নেই ভোটার কার্ড, নেই রেশন কার্ড, আধার কার্ড। কোনও কিছুই না থাকায় তিনি ভারতে থাকতে পারবেন কিনা তা দিয়ে সংশয় তৈরি হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দা আনিসুদ্দিন গাজী বলেন, 'শুধু অবৈধ অনুপ্রবেশকারী মুসলমান না,হিন্দুরাও আছে। কয়েকদিনে বেশ কিছু হিন্দু অবৈধ অনুপ্রবেশকারী যাদের কাছে কাগজপত্র ছিল না, তারাও বাংলাদেশে গেছে এখান থেকে।' জানা গিয়েছে, এখনও পর্যন্ত বিএসএফ-বিজেপি ফ্ল্যাগ মিটিং করে মোট ১৭৮০ জনকে বাংলাদেশে ফিরিয়ে দিয়েছে। একদিকে এদের বায়োমেট্রিক করা হয়েছে, অন্যদিকে পরিচয়পত্র ছবি তুলে তথ্য যাচাই করা হয়েছে, যে কেউ অপরাধমূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত কিনা। যাতে পুনরায় এখানে এসে আর কোনও কাগজপত্র না তৈরি করতে পারে। তার জন্য তাদের সমস্ত তথ্য কেন্দ্র সরকারের পোর্টালে দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি ভারতীয় নথিগুলো বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

বীরেন্দ্রনাথ শাসমলকে স্মরণ

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেদিনীপুর: সোমবার মেদিনীপুর সমন্বয় সংস্থার মেদিনীপুর টাউন ইউনিটের উদ্যোগে দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ শাসমলের ৯২তম প্রয়াণ দিবস পালিত হল। জজকোর্ট প্রাঙ্গণে অবস্থিত দেশপ্রাণের আবক্ষ মূর্তিতে মাল্যদান করেন ইউনিটের উপদেষ্টা মন্ডলীর সদস্য অনাদি কুমার জানা, সহ-সভাপতি সবিতা মান্না, সম্পাদক তারাপদ বারিক, মৃত্যুঞ্জয় খাটুয়া, অমিতাভ দাস-সহ অন্যান্যরা। স্বাধীনতা আন্দোলনে বীরেন্দ্রনাথ শাসমলের ভূমিকা বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেন ইউনিটের বরিষ্ঠ সদস্য মহীতোষ কুমার নাথ। জর্জ কোর্ট চত্বরে উপস্থিত মানুষজনও পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করে শ্রদ্ধা জানান।

কলকাতাস্থিত
ডেটস রিকভারি অ্যাপিলেট ট্রাইবুনাল-সমীপে
৯, ওল্ড পোস্ট অফিস স্ট্রিট, ৮মতল,
কলকাতা -৭০০০০১
মিস . অ্যাপিল ডায়েরি নং ১০৪৬-২০২৫ সালের
উদ্ভূত এসএ ১৬০-২০২৪ সালের
কলকাতা স্থিত ডিআরটি ১

অংশুমালা বনসাল
... আবেদনকারী
বনাম
রাগ এক্সপোর্ট প্রাইভেট লিমিটেড এবং অন্যান্য
... বিবাদিগণ
প্রতি
শ্রীমতি রিনি চ্যাটার্জি, নিবাস ১৯০বি,যোধপুর পার্ক, কলকাতা- ৭০০০৬৮ (বিবাদি নং ২)

সমন

১. যেহেতু আবেদনকারী ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ধারা ১৮ অধীনে আবেদন দাখিল করেছেন মহামান্য প্রিসাইডিং অফিসার, ডিআরটি-১, কলকাতা এর নির্দেশের বিরুদ্ধে এবং অন্যান্য অব্যাহতির জন্য। আপনাদের এতদ্বারা সমন জারি করা হচ্ছে যে, উপস্থিত এবং লিখিত বক্তব্য ট্রাইবুনাল সমীপে সকাল ১০.৩০ টায় বা ট্রাইবুনালের সুবিধামতো সময়ে অব্যবহিতভাবে ২৩ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে দাবির উত্তরদানের জন্য।
২. আপনি যদি কোনও নথি দাখিল করতে চান তবে লিখিত প্রতিবেদনের সঙ্গে তালিক সহ পেশ করতে পারেন।
৩. আপনি স্বয়ং বা যথাযথভাবে নির্দেশিত আইনজীবী/ অ্যাডভোকেট দ্বারা ট্রাইবুনাল সমীপে উপস্থিতির সময়ে মেমো এবং নথিভুক্ত ঠিকানা দাখিল করবেন।
৪. অবগত হোন যে, উল্লিখিত তারিখে আপনি আদালতের প্রক্রিয়া শুরুর সময়ে উপস্থিত হতে ব্যর্থ হলে শুনানি হবে এবং সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে আপনার অনুপস্থিতিতেই।

স্বহস্তে ট্রাইবুনালের সিল মোহর প্রদত্ত তারিখ **১৮ নভেম্বর ২০২৫।**

স্বা/-
সমন ইস্যুর জন্য
অনুমোদিত অফিসারের স্বাক্ষর
রেজিস্ট্রার ডেটস রিকভারি অ্যাপিলেট
ট্রাইবুনাল কলকাতা।

রঘুনাথপুরে টোটো চালকদের বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, রঘুনাথপুর: টোটোর জন্য ধার্য করা রেজিস্ট্রেশনের ফি মকুব করার দাবি জানিয়ে সোমবার মহকুমা শাসকের দপ্তরের সামনে বিক্ষোভ দেখাল পুরুলিয়ার রঘুনাথপুর মহকুমার শতাধিক টোটো চালক। এই দাবি ছাড়াও অন্যান্য দাবি নিয়ে মহকুমা শাসকের কাছে তাঁরা ডেপুটেশন জমা দিতে যান। কিন্তু স্মারকলিপি জমা নেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ। অবিলম্বে তাঁদের দাবি না মানা হলে বৃহত্তর আন্দোলনে নামার হুঁশিয়ারি নিয়ে বিক্ষোভে সামিল টোটো চালকেরা।

টোটো চালকদের মধ্যে কার্তিক চন্দ, বিজয় সূত্রধররা জানান, 'পরিবহণ দপ্তরে ২০ নভেম্বর আমরা আজকের ডেপুটেশনের বিষয়ে লিখিত জানিয়েছিলাম। পরিবহণ দপ্তরের আধিকারিক অনুপস্থিত থাকায় আমরা মহকুমা শাসকের কাছে স্মারকলিপি জমা দিতে যাই। কিন্তু তিনি নেননি।' টোটো চালকদের বক্তব্য, 'আমরা টোটো চালিয়ে খুব কষ্টে সংসার চালাই। রাজ্য সরকারের তরফ থেকে টোটো রেজিস্ট্রেশনের জন্য যে মূল্য ধার্য করা হয়েছে, তা আমাদের সাধ্যের বাইরে। এতে আমাদের মানসিক চাপ সৃষ্টি হচ্ছে।' এবিষয়ে রঘুনাথপুর মহকুমা শাসক বিবেক পঙ্কজ বলেন, 'টোটো চালকদের ডেপুটেশনের বিষয়টি আমার জানা ছিল না। পরিবহণ দপ্তরে তাঁদের দাবি নিয়ে জানানো উচিৎ। পরিবহণ দপ্তরের আধিকারিককে বিষয়টি দেখার জন্য বলব।' রঘুনাথপুর শহর তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের সভাপতি পাপ্পু রেওয়ানি বলেন, 'টোটো চালকরা আজ অরাজনৈতিকভাবে ডেপুটেশন দিতে গেছিলেন। এর আগে রঘুনাথপুর শহর তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের পক্ষ থেকে তাঁদের সঙ্গে বৈঠক করেছিলাম। তখন আমাদের কাছে খবর ছিল শুধু রেজিস্ট্রেশনের জন্য টাকা লাগবে। কিন্তু পরে আমরা শুনলাম বিভিন্ন শোরুমে টোটো চালকদের কাছে অতিরিক্ত আরও টাকা চাওয়া হচ্ছে। বিষয়টি আমরা ক্ষতিয়ে দেখছি। প্রশাসনের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে আমরা বসবো।' টোটো চালকরা জানান, 'প্রশাসনের ব্যবস্থা না নিলে নিরুপায় হয়ে আমরা অনির্দিষ্টকালের জন্য টোটো ধর্মঘট করতে বাধ্য হব।'

ঝাড়গ্রামে ৫টি বালিবোঝাই লরি আটক-সহ গ্রেপ্তার ৫

ফের বড় ধাক্কা বালিমাফিয়াদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: অবৈধ বালি পাচার রুখতে সাম্প্রতিক সময়ে রাজ্যে যে কয়েকটি জেলা সবচেয়ে কড়া অবস্থান নিয়েছে, তার প্রথম সারিতে এখন নাম ঝাড়গ্রাম জেলা পুলিশের। একের পর এক সফল অভিযান, নিয়মিত নাকা চেকিং, সীমান্তে নজরদারি, সব মিলিয়ে জেলার আইনশৃঙ্খলা বাহিনী বর্তমানে বালি মাফিয়াদের আতঙ্ক। স্থানীয়দের কথায়, 'এখন আরপাচারকারীরা বালি নয়, ভয় নিয়ে হাঁটে!' এই লাগাতার সাফল্যের ধারাকে আরও এক ধাপ এগিয়ে সোমবার ভোরে ফের বড় পদক্ষেপ। জামবনি থানার পুলিশ বাংলা ও ঝাড়খণ্ডের সীমান্ত লাগোয়া চিঁচিড়া এলাকায় নাকা চেকিংয়ের

সময় আটক করা হল পাঁচটি বালিবোঝাই লরিকে। কোনও বৈধ কাগজপত্র দেখাতে না পারায় পাচারে যুক্ত পাঁচ ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃতদের পরিচয় মিলেছে, ঝাড়খণ্ডের দেওঘর জেলার সামসুল আনসারি এবং আজাহার আনসারির নাম রয়েছে। পাশাপাশি পশ্চিম মেদিনীপুরের ডেবরা থানার বাসিন্দা সুনীল মাহালি, অনিল সরেন এবং গুরুপদ সিং-ও পুলিশি জালে ধরা পড়েন। সোমবার তাঁদের ঝাড়গ্রাম আদালতে তোলা হলে বিচারক ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন। পুলিশ সূত্রে খবর, সীমান্তবর্তী এলাকাগুলিতে গোপনে পাচারের চেষ্টা চলছিল। নদী ভাঙন, পরিবেশ ধ্বংস থেকে শুরু করে বেআইনি বাণিজ্যের অর্থনৈতিক প্রভাব পড়ছিল। ঝাড়গ্রাম জেলা প্রশাসনের বার্তা স্পষ্ট, 'অবৈধ বালির ব্যবসা কোনও অবস্থাতেই বরদাস্ত নয়। অভিযান চলবে, আইন কথা বলবে।' ঝাড়গ্রাম পুলিশের এই উদ্যোগে খুশি সাধারণ মানুষ।

সোমবার সিঙ্গুর রতনপুর গ্রামে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঐকান্তিক উদ্যোগে পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যন্ত, দুর্গম এবং পশ্চাৎপদ এলাকায় স্বয়ংসম্পূর্ণ ভ্রাম্যমাণ যান (মোবাইল মেডিক্যাল ইউনিট) এর শুভ সূচনা হল। উদ্বোধন করলেন রাজ্যের কৃষিজ বিপণন ও পঞ্চায়েত এবং গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী বেচারাম মান্না।

ইন্দিরা গান্ধির জন্মদিবস উপলক্ষে শীতবস্ত্র বিতরণ

নিজস্ব প্রতিবেদন, উত্তরপাড়া: উত্তরপাড়া টাউন কংগ্রেসের উদ্যোগে প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী ইন্দিরা গান্ধির ১০৯তম জন্ম দিবস উপলক্ষে দরিদ্রদের শীতবস্ত্র বিতরণ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পালন হল। হুগলির উত্তরপাড়ার মাখলা বিড়লা মোড়ে ব্লাইন্ড স্কুল মাঠে এই অনুষ্ঠানের প্রথমে প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধির ফটোতে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করা হয়। তারপর হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অতিথিদের সম্বর্ধনা এবং শেষে মোট ৫০০ জনকে দরিদ্রদের শীতবস্ত্র বিতরণ ও কম্বল বিতরণ করা হয়। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন বিরোধী নেতা আব্দুল মান্নান বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতা অলোক রঞ্জন ব্যানার্জি, যুব কংগ্রেস সভাপতি সত্যম সিং, হুগলি জেলা সংখ্যালঘু সেলের সভাপতি জাভেদ আলম, রাজ্য আইএনটিইউসির সেক্রেটারি পবিত্র দেব, উত্তরপাড়া কোতরং টাউন কংগ্রেস সভাপতি কামাখ্যা নারায়ণ সিং, সহ-সভাপতি অনুপ রায়, প্রবীণ কংগ্রেস নেতা পুলক পাল। প্রাক্তন বিরোধী নেতা আব্দুল মান্নান বলেন, 'প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধির বিকল্প হবে না। তিনি ৭১ সালে পাকিস্তানকে পরাজিত করে বাংলাদেশকে নতুন রাষ্ট্র হতে সহযোগিতা করেছিলেন। তিনি থাকলে পাকিস্তান এত সমস্যা সৃষ্টি করতে পারত না। তাঁকে আমরা সব সময় স্মরণ করি।' উত্তরপাড়া কোতরং টাউন কংগ্রেস সভাপতি কামাখ্যা নারায়ণ সিং জানালেন, প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধি ছিলেন লৌহ মানবী। তার বিকল্প পাওয়া মুশকিল।'

ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসা পরিষেবা শুরু দুর্গাপুরে

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে শুরু হয়েছিল ২১০টি ভ্রাম্যমান চিকিৎসা কেন্দ্র। সোমবার দুপুর দুটোয় দুর্গাপুরেও এই পরিষেবার সূচনা হয়। এই অত্যাধুনিক ভ্রাম্যমান চিকিৎসা কেন্দ্রে রয়েছে একজন চিকিৎসক, প্রশিক্ষিত টেকনিশিয়ান ও নার্স। এদিন পূর্ব পশ্চিম বর্ধমান জেলায় ২টি ভ্রাম্যমান চিকিৎসা কেন্দ্রের মাধ্যমে পরিষেবা দেওয়া শুরু হয়। দুর্গাপুরের তামলা আদিবাসী পাড়া থেকে দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতাল প্রায় ১০ কিলোমিটার দূরে। দিনমজুর মানুষের শারীরিক সমস্যা হলে ভোগান্তির মুখে পড়তে হতো। গাড়ি ভাড়া করে কখনো অ্যাম্বুল্যান্স ভাড়া করে হাসপাতালে যেতে হতো। কিন্তু এই পরিষেবা শুরু হওয়ায় খুশি মানুষজন।

'শিল্পের সমাধানে শিবির' গুসকরায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, আউশগ্রাম: ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পোদ্যোগকে আর্থিক ও পরিকাঠামোগত সহায়তা জোরদার করতে বড় পদক্ষেপ নিল রাজ্য সরকার। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পোদ্যোগ (এমসমই) বং বস্ত্র দপ্তরের উদ্যোগে শনিবার থেকে শুরু হয় বিশেষ কর্মসূচি। 'শিল্পের সমাধানে, এমসমই ক্যাম্পস ২০২৫।' সোমবার থেকে গুসকরা পুরসভায় শুরু হয় শিল্পের সমাধান শিবির। চলবে ২৮ শে নভেম্বর পর্যন্ত। পুরো প্রধান কুশল মুখার্জি জানান, 'ই শিবির প্রশাসনিক প্রকল্প নয়, বরং শিল্পোদ্যোগীদের বাস্তব সমস্যার সমাধানের সরাসরি প্ল্যাটফর্ম। রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নয়, উদ্যোক্তাদের সাহায্য করাই মূল লক্ষ্য।' সরকারি সূত্রের দাবি, এই ক্যাম্প ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের সরকারি সহায়তা গ্রহণকে আরও সহজ করবে এবং ক্ষুদ্রশিল্প খাতে কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়াবে।

সাধারণ নোটিশ

সাধারণের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, কোটাক মহিন্দ্র ব্যাঙ্ক লি এর পক্ষ থেকে ভেহিকেলগুলির নিলামের ব্যবস্থ করা হয়েছে।

বিক্রয়ের জন্য ভেহিকেল

১) মলেড নং **ASHOK LEYLAND LIMITED - GM4220**
ভেহিকেল নং **WB11F0022**
নির্মাণ বর্ষ - **২০২১,**
সংরক্ষিত মূল্য : **১৫৬৩৭০৫।**
দায়বদ্ধ
মেসার্স কোটাক মহিন্দ্র ব্যাঙ্ক লি.
''যেখানে যে অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে। আগ্রহী পক্ষগণ বিজ্ঞাপন প্রকাশের তারিখ থেকে ৭ দিনের মধ্যে দরপত্র প্রস্তাব দিতে পারেন।

কোটাক মহিন্দ্রা ব্যাঙ্ক লি.
২২, ক্যামাক স্ট্রিট,৬ষ্ঠ তল,
বি ব্লক , কলকাতা - ৭০০০১৬।
বা
যোগাযোগ :
গৌতম সাহা - ৯৮৩৬১০৯৩১৭
গৌরব সিংহ -৯০৭৩৯৬৬৫০০

কল্যাণী টি কোং লিমিটেড
CIN : U01132WB1926PLC004539
রেজি. অফিস : ১৭, আর. এন. মুখার্জি রোড, কলকাতা-৭০০০০১
ফোন নং : ০৩৩ ২২৪৮ ৪২২৭; ফ্যাক্স ০৩৩ ২২৪৩ ০১৭৭
ইমেল আইডি : kalyani@luxmigroup.com

নোটিশ
কোম্পানির ইকুইটি শেয়ার ইনভেস্টর এডুকেশন অ্যান্ড প্রোটেকশন ফান্ড (আইইপিএফ) -এ স্থানান্তর

এতদ্বারা জানানো হচ্ছে যে, কোম্পানি আইন, ২০১৩ ('আইন') এবং ইনভেস্টর এডুকেশন অ্যান্ড প্রোটেকশন ফান্ড (আইইপিএফ) কর্তৃপক্ষ (হিসাব, নিরীক্ষা, স্থানান্তর এবং ফেরত), বিধি, ২০১৬-এর ধারা ১২৪(৬) এর বিধান অনুসারে, যা সময়ে সময়ে সংশোধিত ('নিয়ম') অনুসারে, কোম্পানির যে ইকুইটি শেয়ারের লভ্যাংশ প্রাপ্য, যদি টানা সাত বছর বা তার বেশি সময় ধরে অপরিশোধিত বা দাবিবিহীন থাকে, তাহলে সাত বছরের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর আইইপিএফ কর্তৃপক্ষের কাছে স্থানান্তরিত হতে হবে।

নিয়ম অনুসারে, কোম্পানি এখন পর্যন্ত, ২০১৬-১৭ অর্থবছরের বা তার আগে যেসব লভ্যাংশের (গুলি) টানা ৭ (সাত) বছর ধরে অপ্রদেয়/অদাবীকৃত ছিল, সেসব শেয়ার হস্তান্তর করেছে। কোম্পানি শেয়ারহোল্ডারদের সর্বশেষ ঠিকানায় পৃথক নোটিশ পাঠিয়েছে, যাদের লভ্যাংশ গত সাত বছর ধরে দাবিহীন অবস্থায় পড়ে আছে, তাদেরকে অবিলম্বে লভ্যাংশ দাবি করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। যেসব শেয়ারহোল্ডারদের শেয়ার আইইপিএফকর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তরের জন্য নির্ধারিত, তাদের সম্পূর্ণ বিবরণ আইইপিএফ কর্তৃপক্ষের নিবন্ধিত অফিসে পরিদর্শনের জন্য উপলব্ধ। শেয়ারহোল্ডাররা মনে রাখবেন যে দাবিহীন/অনাদায়ী লভ্যাংশ এবং আইইপিএফ কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তরিত শেয়ার উভয়ই, নিয়ম অনুসারে নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণ করে আইইপিএফ কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে ফেরত দাবি করা যেতে পারে।

যদি কোম্পানিটি ৩ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট শেয়ারহোল্ডারদের কাছ থেকে কোনও যোগাযোগ না পায়, তাহলে নিয়মের বিধান অনুসারে, কোম্পানিটি নিয়মে বর্ণিত কর্পোরেট অ্যাকশনের মাধ্যমে শেয়ারগুলি ডিমেটেরিয়ালাইজ করবে এবং আইইপিএফ কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করবে।

সংশ্লিষ্ট শেয়ারহোল্ডাররা, যাদের শেয়ার বাস্তব আকারে রয়েছে এবং যাদের শেয়ার আইইপিএফ কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তরযোগ্য, তারা মনে রাখবেন যে আইইপিএফ নিয়ম অনুসারে আইইপিএফ অ্যাকাউন্টে শেয়ার স্থানান্তরের উদ্দেশ্যে কোম্পানি তাদের ধারণকৃত মূল শেয়ার সার্টিফিকেটের পরিবর্তে ডুপ্লিকেট শেয়ার সার্টিফিকেট জারি করবে এবং এই ধরনের ইস্যুর পরে, তাদের নামে নিবন্ধিত মূল শেয়ার সার্টিফিকেট বাতিল হয়ে যাবে এবং তা আলোচনার অযোগ্য বলে বিবেচিত হবে। শেয়ারহোল্ডাররা আরও মনে রাখবেন যে কোম্পানির ওয়েবসাইটে আপলোড করা তথ্য আইইপিএফ নিয়ম অনুসারে আইইপিএফ কর্তৃপক্ষের কাছে ভৌত শেয়ার স্থানান্তরের উদ্দেশ্যে কোম্পানি কর্তৃক নতুন শেয়ার সার্টিফিকেট ইস্যু করার ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত নোটিশ হিসাবে বিবেচিত হবে।

উপরোক্ত বিষয়ে কোন প্রশ্ন থাকলে শেয়ারহোল্ডাররা কোম্পানির আরটিএ, মহেশ্বরী ডেটামেটিক্স প্রা. লি., ২৩ আর এন মুখার্জি রোড, ৬ষ্ঠ তল, কলকাতা-৭০০০০১-এ যোগাযোগ করতে পারেন। যোগাযোগ করুন ০৩৩-২২৪৮ ২২৪৮, ০৩৩- ২২৪৩ ৫০২৯, ইমেল **mdpldc@yahoo.com** অথবা কোম্পানির ১৭ আর এন মুখার্জি রোড, কলকাতা-৭০০০০১, যোগাযোগ করুন ০৩৩-২২৪৮ ৪৪৫৭, ০৩৩-২২৪৮ ৪২২৭, ইমেল **kalyani@luxmigroup.in**।

বোর্ডের আদেশক্রমে
কল্যাণী টি কোং লিমিটেড
স্বা/-
সুজিত কুমার পোদ্দার
নোডাল অফিসার

তারিখ : ২৪.১১.২০২৫
স্থান : কলকাতা

পাঞ্জাব এন্ড সিন্ধ ব্যাংক
Punjab & Sind Bank

খিদিরপুর শাখা (কে০৮৭৬)
১৫, কোল ডক রোড, খিদিরপুর, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭০০০৪৩

পরিশিষ্ট IV
দখল নোটিশ (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু :

নিম্নস্বাক্ষরকারী **পাঞ্জাব অ্যান্ড সিন্ধ ব্যাঙ্ক, শাখা খিদিরপুর (কলকাতা)** ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে **১ সেপ্টেম্বর ২০২৫** তারিখে **ঋণগ্রহীতা : শ্রী ওমকার জ্যোতি চক্রবর্তী,** পিতা প্রণব চক্রবর্তী **সহ-ঋণগ্রহীতা : শ্রীমতী সীমা চক্রবর্তী ওরফে সীমা শুক্লা চক্রবর্তী,** স্বামী ওমকার জ্যোতি চক্রবর্তী এবং **জামিনদাতা : সঞ্জীব কুমার শুক্লা,** পিতা উত্তম কুমার শুক্লা নোটিশে উল্লিখিত বকেয়া পরিমাণ **৭,৭০,২৭০.০৫ টাকা (সাত লাখ সত্তর হাজার দুশো সত্তর টাকা এবং পাঁচ পয়সা) টার্ম লোন** ০৮৭৬১২০০০০০২৫৮ অনুযায়ী নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে সুদ সহ সংশ্লিষ্ট তারিখ পর্যন্ত আদায়দানের জন্য এক **দাবি নোটিশ** ইস্যু করেছেন।

ঋণগ্রহীতা সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতাকে এবং সাধারণকে অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন **১৯ নভেম্বর ২০২৫ তারিখে।**

ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই উক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির লেনদেন না করতে কোনওরূপ লেনদেন **পাঞ্জাব অ্যান্ড সিন্ধ ব্যাঙ্ক,** নিকট বকেয়া **৭,৭০,২৭০.০৫ টাকা (সাত লাখ সত্তর হাজার দুশো সত্তর টাকা এবং পাঁচ পয়সা)** টার্ম লোন অনুযায়ী পরবর্তী সুদ সহ।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ নিম্নোক্ত মতে : উক্ত ঋণ সুবিধা সমপরিমাণ বসবাসের ভবন, জমির পরিমাপ এরিয়া ২ কাঠা ৭ ছটাক ৩৩ বর্গফুট স্থিত অবস্থিত কেএমসি প্রেমিসেস নং ২৮৩, অমৃত লাল মুখার্জি রোড, আরও পরিচিত ২৫৩ , কেএমসি ওয়ার্ড নং ১২৫, মৌজা : পশ্চিম বড়িশা, সাব রেজিস্ট্রেশন অফিস বেহালা, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, উল্লেখ্য বিক্রয় দলিল নং ৪০২১ তারিখ ১১.০৪.২০১১, নথিভুক্ত বুক নং ১, সিডি ভল্যুম নং ৮, পৃষ্ঠা ২৪৯৩ থেকে ২৫১৩, দলিল নং ০৪০২১-২০১১ সালের। **সম্পত্তির চৌহদ্দি :** উত্তরে : শ্রীমতি অমিয়া রায় এর জমি; দক্ষিণে : ঘোষালের জমি এবং ভবন; পূর্বে : ৮ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ এবং অনিল সরকারের ভবন; পশ্চিমে : জমি সিএস দাগ নং ১২৪২।

তারিখ : ১৯.১১.২০২৫
স্থান : কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার
পাঞ্জাব অ্যান্ড সিন্ধ ব্যাঙ্ক

AXIS BANK

অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি.
আরএসি পাণ্ড্রি শাখা
রিটেল অ্যাসেট সেন্টার চাওলা চেম্বার
৩য় তল ওপিপি, নিউ বাস স্ট্যান্ড জীবন বিমা মার্গ
পাণ্ড্রি, রায়পুর, ছত্তিশগড়

(২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলসের রুল ৮(১) সহিত পঠিত পরিশিষ্ট IV অনুযায়ী)

দখল নোটিশ (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু, নিম্নস্বাক্ষরকারী, অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি.-এর অনুমোদিত অফিসার স্বরূপ সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস রুল ৩ সংস্থান অধীনে নিম্নোক্ত তারিখে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণকে উক্ত নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে চুক্তির হার অনুযায়ী সুদ, জরিমানা সুদ, চার্জ, শুল্ক ইত্যাদি সহ ৬০ দিনের মধ্যে আদায় দেওয়ার জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।

ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণ উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতাগণ/ জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির নিম্নোক্ত তারিখ অনুযায়ী নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক স্বত্ব দখলীকৃত হয়েছে।

ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন উক্ত জামিনদত্ত সম্পক্তির কোনরূপ লেনদেন না করতে এবং কোনরূপ লেনদেন অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি.-এর নিকট বকেয়া, পরবর্তী সুদ, জরিমানা সুদ, শুল্ক ইত্যাদি নোটিশে উল্লিখিত দাবি নোটিশের তারিখ থেকে আদায়দান সাপেক্ষ।

ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জ্ঞাত করা হচ্ছে ২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আদায় দিয়ে উক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণের নাম এবং ঠিকানা	ক) তারিখ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ খ) দাবি নোটিশের তারিখ গ) দখলের তারিখ
১. **মেসার্স এবিলিটি ফুট কেয়ার,** ২৯/এইচ/৩২, লিটন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৪। ২. **শ্রী মহ আলতাফ আলম (স্বত্বাধিকারী),** পিতা মহম্মদ কামাল, ১সি, ক্যান্টোফার লেন, এন্টালি, কলকাতা- ৭০০০১৪।	ক) **১২,৬০,৯৮২ টাকা** (বারো লাখ ষাট হাজার নশো বিরাশি টাকা) লোন এ/সি নং ***********8019, **২৯.১১.২০২৩ অনুযায়ী (সংশ্লিষ্ট পরিমাণ ৩১.০৮.২০২৩ পর্যন্ত সুদ সহ) বকেয়া চুক্তির সমাপ্তির সময় প্রদেয় পরিমাণ** খ) **০৮.০১.২০২৫** গ) **১৯.১১.২০২৫**

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
জমির বিবরণ
তপশিল -১

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি আনুমানিক এরিয়া ২ কাঠা ১১ ছটাক ৪০ বর্গফুট কমবেশি জি-৪ তলা ভবন অবস্থিত প্রেমিসেস নং ১সি, সতীশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় সরণি (পূর্বতন পরিচিত এবং সংখ্যায়িত প্রেমিসেস নং ১সি, ক্যান্টোফার লেন), থানা : বেনিয়াপুকুর, কলকাতা -৭০০০১৪, কলকাতা পৌর সংস্থা অধিক্ষেত্রে অ্যাসেসি নং ১১০৫৪১৬০০৭০০ এবং **চৌহদ্দি : উত্তরে :** প্রেমিসেস নং ১বি, সতীশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় ক্যান্টোফার লেন) সরণি , (পূর্বতন); **দক্ষিণে :** প্রেমিসেস নং ২/এ, সতীশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় ক্যান্টোফার লেন) সরণি, (পূর্বতন); **পূর্বে :** ১২ ফুট চওড়া রোড/ সতীশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় সরণি (পূর্বতন ক্যান্টোফার লেন); **পশ্চিমে :** প্রেমিসেস নং ১২ নূর আলি লেন।

তপশিল -২ (বন্ধকদত্ত ফ্ল্যাট)

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট নং ৪এ, আনুমানিক সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৮২০ বর্গফুট, কমবেশি, ২ বেড রুম, ১ লিভিং তথা ডাইনিং হল, ২ বাথ তথা প্রিভি,১ কিচেন, ১ ব্যালকনি এবং মোজাইক মেঝে অবস্থিত পঞ্চমতলে, ভবনের সামনের অংশে অবস্থিত প্রেমিসেস নং ১সি, সতীশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় সরণি (পূর্বতন পরিচিত এবং সংখ্যায়িত প্রেমিসেস নং ১সি, ক্যান্টোফার লেন), থানা : বেনিয়াপুকুর, কলকাতা-৭০০০১৪।
সম্পত্তি মহ আলতাফ আলম এর নামে।

ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণের নাম এবং ঠিকানা	ক) তারিখ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ খ) দাবি নোটিশের তারিখ গ) দখলের তারিখ
১. **শঙ্কর ভান্ডার,** গ্রাম সালেপুর, পো এবং থানা : বারুইপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা -৭০০০১৪। ২. **শ্রী গোপাল প্রসাদ শাউ,** স্বত্বাধিকারী শঙ্কর ভান্ডার, পিতা প্রয়াত রাজ কুমার শাউ, অরবিন্দ সরণি, প্রগতি সংঘ, সুবুদ্ধিপুর, বারুইপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা,পিনকোড : ৭০০১৪৪। ৩. **শ্রীমতি পুনম শাউ (জামিনদাতা),** অরবিন্দ সরণি, প্রগতি সংঘ, সুবুদ্ধিপুর, বারুইপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা,পিনকোড : ৭০০১৪৪।	ক) **২,০৪,৪২,২৯৭.২১ টাকা** লোন এ/সি নং ***********0040, **১৫.০৯.২০২২ অনুযায়ী (সংশ্লিষ্ট পরিমাণ ৩১.০৫.২০২২ পর্যন্ত সুদ সহ) এবং ২৯,৪৮,০৮৪ টাকা** লোন এ/সি নং ***********2357, **১৫.০৯.২০২২ অনুযায়ী (সংশ্লিষ্ট পরিমাণ ৩১.০৫.২০২২ পর্যন্ত সুদ সহ) বকেয়া** খ) **১৫.০৯.২০২২** গ) **২১.১১.২০২৫**

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ দোকান ঘর, শপ নং ১, একতলায় পরিমাপ আনুমানিক ৪৫০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া এবং অবিভক্ত জমির যথাযথ ভাগ অংশ সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সহ অবস্থিত হোল্ডিং নং ১২১, নেতাজি সুভাষ রোড, ওয়ার্ড নং ১৭, আরএস দাগ নং ৬১৩, আরএস খতিয়ান নং ১৭৯, রাজপুর সোনারপুর পুরসভা অধীন, মৌজা : রাজপুর, থানা : সোনারপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা- ৭০০১৪৯।

তারিখ : ২৫.১১.২০২৫
স্থান : কলকাতা

স্বা/-
অনুমোদিত অফিসার, অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি.

SBI

এইচএলসি সাউথ কলকাতা (১৬২৮৬)
২য় তল, উইন্ডসোর হাইটস, ২৭৭, উত্তর কুমড়াখালি
ই.এম. বাইপাস, কলকাতা - ৭০০১০৩ পশ্চিমবঙ্গ

দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
(রুল ৮(১)

A/C NOS. :- 42396808322 (HBL), 42396812282 (Suraksha)

যেহেতু

স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং তৎসহ পঠিতব্য ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে দাবি নোটিশ **০৯.০৯.২০২৫** তারিখে ঋণগ্রহীতা **শ্রী বিকাশ কুমার ঠাকুর পিতা লক্ষ্মী নারায়ণ ঠাকুর** নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **৩৬,৮২,৬৭৯.০০ টাকা (ছত্রিশ লাখ বিরাশি হাজার ছশো উনআশি টাকা) ০৯.০৯.২০২৫ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ এবং অন্যান্য চার্জ সহ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।

ঋণগ্রহীতা উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা এবং সাধারণের প্রতি অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেসট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে **১৯ নভেম্বর ২০২৫ তারিখে** নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন।

ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া** নিকট বকেয়া **৩৬,৮২,৬৭৯.০০ টাকা (ছত্রিশ লাখ বিরাশি হাজার ছশো উনআশি টাকা) ০৯.০৯.২০২৫ অনুযায়ী** এবং ১০.০৯.২০২৫ থেকে পরবর্তী সুদ, ব্যয় ইত্যাদি সহ।

ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

সম্পত্তির বিবরণ

সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী : শ্রী বিকাশ কুমার ঠাকুর, পিতা লক্ষ্মীনারায়ণ ঠাকুর, দলিলের বিস্তারিত : নথিভুক্ত বুক নং ১, ভলুম নং ১৯০২-২০২৩, পৃষ্ঠা ৫৮৯৫৫৬ থেকে ৫৮৯৫৮২, দলিল নং ১৯০২১৬৩২৭-২০২৩ সালের।

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং অধীনতাহীন বসবাসের ফ্ল্যাট নং ৩-এ, তিনতলায় উত্তর পূর্ব দিকে (সড়ক মুখী), পরিমাপ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৯০০ বর্গফুট কমবেশি , দুই বেড রুম, এক ড্রইং তথা ডাইনিং, দুই টয়লেট, এক কিচেন, এক ব্যালকনি, মার্বেল মেঝে সমন্বিত বেং লিফট সুবিধা উক্ত ভবনে নির্মিত প্রেমিসেস অবস্থিত মৌজা : বাগজোলা, জেএল নং ২১, ইপি নং ১৯ এবং ১৯এ, এসপি নং ৫৩ এবং ৫৩এস সিএস/আরএস প্লট নং ৮৩৯ (অংশ) ৫৪০ (অংশ) হোল্ডিং নং ৩০/২ প্রফুল্ল নগর কলোনি, কলকাতা - ৭০০০৭৪, দক্ষিণ দমদম পুরসভা অদীন ওয়ার্ড নং ২২, অতিরিক্ত জেলা সাব রেজিস্ট্রি অফিস : কাশীপুর দম দম,জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, **চৌহদ্দি :** উত্তরে : ইপি নং ১৮, দক্ষিণে : ইপি নং ২০, পূর্বে : ১৬ ফুট চওড়া প্রফুল্ল নগর রোড, পশ্চিমে : অন্যান্যর জমি।

বিঃদ্রঃ দখলের নোটিশটি ইতিমধ্যেই স্পিড পোস্টের মাধ্যমে ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাদের কাছে পাঠানো হয়েছে। যদি ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা তা না পেয়ে থাকেন, তাহলে এই নোটিশটিকে পরিষেবার একটি বিকল্প পদ্ধতি হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে।

তারিখ - ১৯.১১.২০২৫
স্থান - কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার,
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

বৈংক ऑफ़ बड़ौदा
Bank of Baroda

কাকদ্বীপ শাখা
''ললিত ভিলা'' গ্রাম এবং পোস্ট - কাকদ্বীপ, থানা - কাকদ্বীপ জেলা - ২৪ পরগণা (দক্ষিণ) পিন - ৭৪৩৩৪৭
ইমেল আইডি : **kakdwi@bankofbaroda.co.in**

তারিখ : ১০.১১.২০২৫

পরিশিষ্ট -১-উদ্ধার নোটিশ
২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস এর রুল ৬(২) এবং/বা রুল ৮(৬) অধীনে নোটিশ

প্রতি,
১) শ্রী সুকুমার ঘোড়াই (ঋণগ্রহীতা) মহাবাটানগর, কৈলাশপুর রাই দিঘি, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন : ৭৪৩৩৪৯।
২) শ্রী মন্টু কুমার ঘোড়াই (সহ-ঋণগ্রহীতা) মহাবাটানগর, কৈলাশপুর রাই দিঘি, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন : ৭৪৩৩৪৯।

বিষয় : ২০০২ সালের (সারফেসি আইন, ২০০২) সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৬(২) এবং /বা রুল ৮(৬) অধীনে নোটিশ।

রেফা : ১. দাবি নোটিশ তারিখ **১৩.০৮.২০২৫** ইস্যুকৃত ২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩ (২) ধারা অধীনে।
২. দখল নোটিশ তারিখ **২৮.১০.২০২৫** ইস্যুকৃত ২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩ (৪) ধারা অধীনে।

প্রিয় মহাশয়/মহাশয়া,

যেহেতু অনুমোদিত অফিসার, ব্যাংক অফ বরোদা, শাখা কাকদ্বীপ, ''ললিত ভিলা'' গ্রাম এবং পোস্ট - কাকদ্বীপ, থানা - কাকদ্বীপ জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগণা পিন - ৭৪৩৩৪৭, সারফেসি আইন ২০০২ (এখন থেকে ''আইন'' হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) এর ধারা ১৩(২) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে, সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২ (এখন থেকে ''রুলস'' হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) এর ৩ নং নিয়মের সাথে পঠিত, **১৩.০৮.২০২৫** তারিখে দাবি নোটিশ জারি করেছেন, ঋণগ্রহীতাগণ/বন্ধকদাতাগণ/জামিনদাতাগণ হিসেবে আপনাকে নোটিশ প্রাপ্তির ৬০ দিনের মধ্যে দাবি নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ পরিশোধ করার আহ্বান জানিয়েছেন।

এবং যেহেতু আপনারা অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন, তাই উক্ত আইনের ধারা ১৩(৪) এবং বিধি ৪ এবং/অথবা বিধি ৮ এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে নিম্নস্বাক্ষরকারী ব্যক্তি সুরক্ষিত সম্পদের (এখন থেকে উক্ত সম্পত্তি হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) দখল গ্রহণ করেছেন, যা এখানে তফসিলে আরও সুনির্দিষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। [২৮.১০.২০২৫ তারিখের দখল বিজ্ঞপ্তির অনুলিপি প্রস্তুত রেফারেন্সের জন্য এখানে সংযুক্ত করা হল]

সুরক্ষিত সম্পত্তি দখল নেওয়ার পরেও, আপনি উপরে উল্লেখিত দখল বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত ব্যাংকের প্রাপ্য অর্থ পরিশোধ করেননি। সুরক্ষিত সম্পদ উদ্ধারের জন্য উপলব্ধ সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে সারফেসি আইন, ২০০২ এর ধারা ১৩ এর উপ-ধারা (৮) এর বিধানগুলির প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

অতএব, আপনাদের সকলকে অনুরোধ করা হচ্ছে যে, দখল বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত পাওনা, প্রযোজ্য সুদ, খরচ, চার্জ এবং ব্যয় সহ এই নোটিশ প্রাপ্তির ৩০ দিনের মধ্যে পরিশোধ করুন এবং নীচে উল্লেখিত সুরক্ষিত সম্পত্তি উদ্ধার করুন। যদি আপনি উপরে উল্লেখিত পাওনা পরিশোধ করতে এবং এই নোটিশ প্রাপ্তির ৩০ দিনের মধ্যে সুরক্ষিত সম্পত্তি উদ্ধার করতে ব্যর্থ হন, তাহলে ব্যাংক ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের মাধ্যমে পাবলিক ই-নিলামের মাধ্যমে সুরক্ষিত সম্পত্তি বিক্রি করতে বাধ্য হবে। ই-নিলামের তারিখ, সময় এবং সম্পত্তির রিজার্ভ মূল্য আপনাকে আলাদাভাবে জানানো হবে।

জামিনদত্ত সম্পত্তি/সম্পদ এর তপশিল

ক্রম নং	অস্থাবর/স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ	দখল তারিখ	দখলের ধরন (প্রতীকী/স্বত্ব দখলী)	দখল নোটিশের প্রকাশের তারিখ (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
১.	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাপ আনুমানিক ১৭ শতক এবং তদস্থিত নির্মাণ অনুমোদিত বিল্ডিং প্ল্যান মোতাবেক সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে, অবস্থিত মৌজা : রামগঙ্গা, জেএল নং ১৫৫/২৯, পূর্বতন এবং বর্তমান ২৯, খতিয়ান নং ২৭১২, এলআর খতিয়ান নং ১২৯১, আরএস এবং এলআর দাগ নং ৮৭৯/২৫৬৯, থানা : পাথরপ্রতিমা, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা। **সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে :** নন্দ ওরফে কৃষ্ণেন্দু দাসের জমি; **দক্ষিণে :** ২৫ পুঠ চওড়া পুকুর পাড় এবং জমি; **পূর্বে :** শ্রীমন্ত দাসের জমি; **পশ্চিমে :** ১২ ফুট চওড়া সরকারি মাটির রাস্তা।	২৮.১০.২০২৫	প্রতীকী	০৮.১১.২০২৫

আপনাদের বিশ্বস্ত
অনুমোদিত অফিসার
ব্যাংক অফ বরোদা, কাকদ্বীপ শাখা

আরামবাগে বিডিও অফিসে এসআইআর-এর কাজে ছাত্র-ছাত্রী থেকে গৃহবধূরা, বিতর্ক তুঙ্গে

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: আরামবাগে এসআইআর বিতর্ক তুঙ্গে। কলেজ ছাত্রছাত্রী থেকে অস্থায়ী কর্মী ও বাড়ির গৃহবধূকে দিয়ে নির্বাচনের কাজ চলছে বলে অভিযোগ। এসআইআরের কাজ করানো হচ্ছে ছাত্রছাত্রী ও গৃহবধূদের। আর এই কাজ চলছে খোদ বিডিও অফিসে। সেই ছবিই ধরা পড়ল। আর তা নিয়ে হইচই পড়ে যায় আরামবাগ জুড়ে। জানা গেছে, আমাবাগ বিডিও অফিসে অস্থায়ী কর্মীদের দিয়ে এসআইআর-এর ডেটা এন্ট্রির কাজ করানো হচ্ছে বিডিও অফিসের হলঘরে। অস্থায়ী কর্মীদের দাবি, তাঁদেরকে নিয়োগ করা হয়েছে, তাই তাঁরা ডেটা এন্ট্রির কাজ করছেন। তবে অস্থায়ী বলতে কেবলমাত্র ডেটা এন্ট্রির জন্যই ডাকা হয়েছে। মোবাইল নিয়ে বসে আরামবাগ বিডিও অফিসের হল ঘরে ডাটা এন্ট্রি করছেন কিশোর কিশোরী থেকে ছাত্র-ছাত্রীরা। আর তা অকপটে স্বীকার করেন তাঁরা। যেখানে নির্বাচন কমিশন নোটিফিকেশন জারি করেছে অস্থায়ী কর্মী দিয়ে এসআইআর-এর ডেটা এন্ট্রির কাজ করা যাবে না। সেখানে সেই কমিশনের নির্দেশ অমান্য করেই চলছে অস্থায়ী কর্মী দিয়ে ডাটা এন্ট্রির কাজ। এসআইআর-এর মত গুরুত্বপূর্ণ কাজে আরামবাগ বিডিও অফিসের ডেটা এন্ট্রি করছেন এইসব শিক্ষানবিশ ছেলেমেয়েরা। নির্বাচন কমিশনের নিয়ম অনুযায়ী ছাত্র-ছাত্রী, স্থায়ী সরকারি কর্মী ছাড়া এই গুরুত্বপূর্ণ কাজটি অন্য কেউ করতে পারবে না। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে তাহলে কার অনুমতিতে আরামবাগ বিডি অফিসে একগুচ্ছ বহিরাগত ছেলে মেয়ে বিএলও-দের ফর্ম নিয়ে কম্পিউটারের সামনে বসে ডেটা এন্ট্রি করছেন? আরামবাগ বিডিও বলছেন, বিএলও-র ছেলে মেয়েরা আসতেই পারে বাইরের কেউ আসতে পারবে না। অথচ যারা বসে ডেটা এন্ট্রি করছেন তারা পরিষ্কার বলছেন, 'বিডিও অফিসের কৃষ্ণেন্দু বাবু ও গৌরাঙ্গ বাবুরা তাঁদের নিয়োগ করেছেন।' কাজেই বিডিও সাহেবের কথার সঙ্গে, যারা বসে কাজ করছেন তাঁদের কথার কোন মিল পাওয়া যাচ্ছে না। বিষয়টি নিয়ে ইতিমধ্যেই জলঘোলা শুরু হয়েছে। আরামবাগের বিধায়ক মধুসূদন বাগ জানিয়েছেন, 'বিষয়টি অত্যন্ত গুরুতর অপরাধ। বিষয়টি নিয়ে আমি আরামবাগ এসডিও ও হুগলির ডিএম এবং নির্বাচন কমিশনে লিখিতভাবে অভিযোগ জানাবো। উপযুক্ত তদন্ত করতে হবে।' এই বিষয়ে আরামবাগের বিডিও সুব্রত মল্লিক বলেন, 'আমি কোনও অডার দিইনি। যে কর্মীদের নাম বলা হচ্ছে, ওরা নিজেরাই অস্থায়ী কর্মী। তাঁদের কি ক্ষমতা আছে। ওই সব ছেলে মেয়েদের নিয়োগ করবে। এত বড় বিডিও অফিসেকে মোবাইল নিয়ে কি করছে, তা দেখা সম্ভব নয়।' অপরদিকে, পুরশুড়া বিডিও অফিসে বিজেপির বিধায়ক বিমান ঘোষ একটি আবেদন জমা করেন। তিনি এসআইআরের কাজে অস্থায়ী কর্মী যাতে কাজ না করে, সেই বিষয়ে আবেদন জানান। সব মিলিয়ে আরামবাগ আবার নতুন করে এসআইআর বিতর্কে।

পানীয় জলের দাবিতে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: অনিয়মিত হয়ে পড়েছে পানীয় জলের সরবরাহ, বাড়ছে জল সংকট, জেরবার স্থানীয় মানুষজন। প্রতিবাদে সরকারী আবাসন দপ্তরের আধিকারিকের অফিসে বিক্ষোভ স্থানীয়দের। সোমবার দুপুর সাড়ে বারোটায় দুর্গাপুরের ২৬ নম্বর ওয়ার্ডের বিধাননগর হাউজিং কলোনির এই ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য। দুর্গাপুরের বিধাননগর সরকারি হাউজিং আবাসনে জল দেয় দুর্গাপুর নগর নিগম, জলের পাইপ লাইন মেরামতি করার জন্য দুর্গাপুর নগর নিগম কর্তৃপক্ষ মাইকিং করে জানায় ১০ নভেম্বর থেকে ২০ নভেম্বর পর্যন্ত জল সরবরাহ হবে না। স্থানীয়দের অভিযোগ,২৪ নভেম্বর হয়ে গেলেও সরকারি আবাসনের বাসিন্দাদের একাংশ আজও জল সংকটে জেরবার।

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank
ইলাহাবাদ ALLAHABAD

জোনাল অফিস, কলকাতা উত্তর
ইন্ডিয়ান ব্যাংক বিল্ডিং, জি ডি - ৩৭৭-৩৭৮, ৩য় তল, সেক্টর ৩, সল্টলেক
কলকাতা - ৭০০১০৬, ইমেল : zokolkatanorth@indianbank.co.in

লকার ভেঙে খোলার নোটিশ

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কের নিম্নোক্ত শাখাগুলিতে নিম্নোক্ত লকারহোল্ডারগণের প্রতি নির্ধারিত নীতিগত নোটিশ, যারা বকেয়া লকার বাড়া প্রদান করেননি বা ব্যাঙ্ক কর্তৃক প্রেরিত তাগাদারও কোনও জবাব দেবার প্রয়োজন মনে করেননি।
নিম্নোক্ত লকারহোল্ডারগণকে এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত করা হচ্ছে যে, বকেয়া লকার ভাড়া এই নোটিশ প্রকাশের ১৫ দিনের মধ্যে পরিশোধ না করলে ব্যাঙ্ক লকারগুলি ড্রিল মেশিন দিয়ে ভেঙে খুলতে বাধ্য হবে।
অনুগ্রহ করে অবগত হোন লকারের মধ্যে থাকা দ্রব্যাদি, যদি কিছু থাকে, তা বিক্রি করা হবে এবং তা লকারের বকেয়া ভাড়া এবং লকার ভাঙার ব্যয় ইত্যাদি উশুলের জন্য এবং ব্যাঙ্ক অবশিষ্ট যা বকেয়া থাকবে তার জন্য ব্যাঙ্ক আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে লকারহোল্ডাদের বিরুদ্ধে।

ক্রম নং	শাখার নাম	লকার ভাড়াকারীর নাম	এসএবি এ/সি নং	বকেয়া পরিমাণের বিস্তারিত টা	বকেয়া তারিখ থেকে পরিমাণ লকার ভাড়া
১	বাগবাজার শাখা	বিনয়ভূষণ সাহা	৪৫০০৪৪৫৫৪৫	৯৪৪০ টাকা	০২/০৭/২০২২

তারিখ : ২৫.১১.২০২৫
স্থান : কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

SBI

এসবিআই হোম লোন সেন্টার বারুইপুর (৬৪২০২)
সাইট্রাস কোভ, ৩য় তল, কামালগাছি মোড়
দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা - ৭০০১০৩
ই-মেল - sbi.64202@sbi.co.in

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত - নাম - নরিন্দর কুমার রামপাল, মোবাইল - ৯৬৭৪৭ ৬৪২০৩ ই-মেল - sbi.64202@sbi.co.in

সিকিউরিটিজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর অধীনে সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর অধীনে সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর বিধি ৮(৬) এর অধীনে স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি। এতদ্বারা জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা/জামিনদার/বন্ধকদারদের (গণ) কাছে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে বন্ধক রাখা নীচে বর্ণিত সুরক্ষিত সম্পদ, যার ভৌত দখল (যথাক্রমে সম্পত্তির বিবরণের বিপরীতে) স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত কর্মকর্তা, সুরক্ষিত পাওনাদার কর্তৃক গৃহীত হয়েছে, 'যেমন আছে যেখানে আছে', 'যেমন আছে যা আছে' এবং 'যা আছে' এর ভিত্তিতে নীচে উল্লেখিত উল্লেখের ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় - ২৩.১২.২০২৫ সময় - ৩০০ মিনিট
সকাল ১১টা থেকে বেলা ৪টে পর্যন্ত প্রতিটি অসীমামিয়ত ১০ মিনিটের সম্প্রসারণ সহ

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতার নাম	স্বত্ব দলিল দ্বারা বন্ধকদত্ত স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ	বকেয়া পরিমাণ	সংরক্ষিত মূল্য ইএমডি ১০ শতাংশ ডাক বর্ধিত পরিমাণ
১	**শ্রীমতি রমা প্রামাণিক সাহা** স্বামী শ্রী জ্ঞান রঞ্জন প্রামাণিক, গ্রাম রামনগর, মথুরাপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, পিন : ৭৪৩৩৫৪	**সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী : শ্রীমতি রমা প্রামাণিক সাহা।** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ এক স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট নং এইচ-১, দোতলায় , ব্লক -৪, পরিমাপ কমবেশি ১১৪৫ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া, ৩ বেড রুম, ১ ড্রইং, ১ ডাইনিং, ১ কিচেন, ১ ব্যালকনি এবং ২ টয়লেট, নবনির্মিত জি-৪ তলা ভবনে পরিচিত সি বি এনক্লেভ, অবস্থিত মৌজা : মালঞ্চ, জেএল নং ৭৮, আরএস দাগ নং ২, আরএস খতিয়ান নং ২১, এলআর দাগ নং ২, এলআর খতিয়ান নং ১৫৮২, রাজপুর সোনারপুর পুরসভার ওয়ার্ড নং ২২ অধীন, পুরসভা হোল্ডিং নং ২৭৯, এন এস রোড, কোদালিয়া, মালঞ্চ, থানা : সোনারপুর, কলকাতা - ৭০০১৪৬। **চৌহদ্দি : উত্তরে :** পুরসভা সড়ক (২৩ ফুট); **দক্ষিণে :** এন এস রোড (৩৬ ফুট); **পূর্বে :** অন্যান্যর ভবন এবং নিকাশি; **পশ্চিমে :** আরএস এবং এলআর দাগ নং ২(অংশ)।	**২৭,১২,৬৮০.০০ টাকা (সাতাশ লাখ বারো হাজার ছশো আশি টাকা)২৪.০৪.২০২৫ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ, তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি সহ	২৩,৪৯,০০০ টাকা ২,৩৪,৯০০ টাকা ১০,০০০ টাকা

দখলের ধরণ : স্বত্ব **পর্যবেক্ষণের তারিখ : ১৬.১২.২০২৫**

ক) বিক্রয়ের বিশদ নিয়ম এবং শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট **www.sbi.co.in** এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য নির্দিষ্ট লিঙ্কে দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন **https://BAANKNET.com**
খ) ইচ্ছুক দরদাতা/গণ তার ইএমডির পরিমাণ **PSB Alliance Pvt. Ltd.** সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করা তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে স্থানান্তর করতে হবে। নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে **NEFT/RTGS** স্থানান্তর করে। কোনও জিজ্ঞাস্য থাকলে অনুগ্রহ করে **support.baanknet@psballiance.com** যোগাযোগ করুন
- ই-নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের পূর্বে আগ্রহী ডাকদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে উক্ত ওয়েবসাইটে সংযুক্ত নিয়ম এবং শর্তাদি অনুধাবন করতে

তারিখ : ২৫.১১.২০২৫
স্থান : বারুইপুর

অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া

SBI

এসবিআই এইচএলসি রাজারহাট (১৬৮২২)
বেঞ্চমার্ক, সিটি সেন্টার - ২-এর নিকট, সন্তোষ চেম্বার, ব্লক -এ,
৩য় তল, রাজারহাট, নিউটাউন, বাইপাস রোড, নোয়াপাড়া, পো - হাতিয়ারা
কলকাতা - ৭০০১৬১ ইমেল : sbi.16822@sbi.co.in

পরিশিষ্ট - IV [রুল-৮(১)]
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু
নিম্নস্বাক্ষরকারী, স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া, এইচএলসি রাজারহাটের অনুমোদিত কর্মকর্তা, আর্থিক সম্পদের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (২০০২ সালের ৫৪) এর অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর ৩ নং বিধির সাথে পঠিত ধারা ১৩(১২) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে, নিম্নে উল্লিখিত তারিখে একটি ডিমান্ড নোটিশ জারি করেছেন এবং ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতা/আইনি উত্তরাধিকারী(গণ) কে অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ার আহ্বান জানিয়ে, এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতা/আইনি উত্তরাধিকারী(গণ) এবং সাধারণ জনগণকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী, ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের ৮ নং বিধির সাথে পঠিত আইনের ধারা ১৩(৪) এর অধীনে তাকে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন। ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতা/আইনি উত্তরাধিকারী। ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতা/আইনি উত্তরাধিকারী(গণ) বিশেষ করে এবং সাধারণ জনগণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে তারা সম্পত্তির সাথে লেনদেন করবেন না এবং সম্পত্তির সাথে যেকোনো লেনদেনের জন্য স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া, এইচএলসি রাজারহাটকে উক্ত পরিমাণ এবং তার উপর সুদের চার্জ দিতে হবে।
ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতা/আইনি উত্তরাধিকারী(গণ) আইনের ধারা ১৩ এর উপ-ধারা (৮) এর বিধানগুলির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে, যদি সময় থাকে, তাহলে সুরক্ষিত সম্পত্তি উদ্ধার করা সম্ভব হবে।

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতার নাম এবং ঠিকানা এবং এ/সি নং	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত	১) দাবি নোটিশের তারিখ ২) দখল নোটিশের তারিখ ৩) বকেয়া পরিমাণ
1.	**শ্রীমতি কৃষ্ণা দাস** স্বামী রামকৃষ্ণ দাস এবং **শ্রী রামকৃষ্ণ দাস** পিতা কালীপদ দাস প্রথমালয় অ্যাপার্টমেন্ট, নিশিকানন, ফ্ল্যাট নং ৩এ, ৪র্থতল, ওয়ার্ড নং ১১, রাজারহাট, থানা : বাগুইআটি, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, রাজারহাট গোপালপুর পুরসভা অধীন, কলকাতা ৭০০15 এবং বড়নালগেড়িয়া দক্ষিণ পশ্চিম দারখুলি , বড়নালগেড়িয়া এগরা, পূর্ব মেদিনীপুর, পিন- ৭২১৪২২। **আরও ঠিকানা :** টিজি-২/১৪, তেঘড়িয়া, কোলুপুকুর রাজারহাট গোপালপুর (এম) হাতিয়ারা, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন ৭০০১৫৭, **আরও ঠিকানা :** মেসার্স ক্যাপটিভ এনার্জি সলিউশনস প্রা লি., দোংফং বিল্ডিং, ৬ষ্ঠতল, স্যুট হ্যাস ৬০৭ এবং ৬০৮, প্লট এএইচ৫, অ্যাকশন এরিয়া ১এ, নিউটাউন কলকাতা-৭০০১৬৩। **লোন এ/সি নং :** **হোম : ৩৭৩৪৮১৪০৪৬২,** **হোম টপআপ ৩৮১৬৬৩৬৫৫১৯,** **সুরক্ষা - ৩৭৩৪৮১৬৮৪১১**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ কে ইট নির্মিত স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট নং ৩এ, চতুর্থতলে, উত্তর পূর্ব পশ্চিম দিকে, পরিমাপ এরিয়া ৭৭০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া কমবেশি (সকল তল মোজাইক করা) ২ বেড রুম, ১ ডাইনিং তথা ড্রইং , ১ কিচেন,১ টয়লেট, ১ ডব্লুসি এবং ১ ব্যালকনি সংশ্লিষ্ট ভবনে হোল্ডিং নং আরজিএম-০৭/৮৮/০৮-০৯, এবং সকল সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সহ এবং জমির যথাযথ ভাগ অংশ স্থানীয় মন্ডল পাড়া তেঘড়িয়া। উক্ত ফ্ল্যাট নির্মিত মোট জমি পরিমাপ কমবেশি ২ কাঠা ৪ ছটাক ২০ বর্গফুট অবস্থিত মৌজা তেঘড়িয়া, জেএল নং ৯, আরএস নং ১১৬, তৌজি নং ১৯১, আরএস খতিয়ান নং ৬৯, এলআর খতিয়ান নং ১২২, আরএস দাগ নং ২৫৯, এডিএসআরও বিধাননগর,সল্ট লেক সিটি, বর্তমানে রাজারহাট, থানা : রাজারহাট বর্তমানে বাগুইআটি, ওয়ার্ড নং ১১, রাজারহাট গোপালপুর পুরসভা অধীন, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা। স্বত্ব দলিল নথিভুক্ত বুক নং ১, সিডি ভল্যুম নং ৯, পৃষ্ঠা ১২২৯ থেকে ১২৫০, দলিল নং ০১৮৫৮-২০১৪, **সম্পত্তি শ্রীমতি কৃষ্ণা দাস, স্বামী রামকৃষ্ণ দাস এবং শ্রী রামকৃষ্ণ দাস পিতা শ্রী কালীপদ দাস এর নামে।** **সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে :** দিলীপ ধর এর জমি; **দক্ষিণে :** তরুণ কুমার কাঞ্জিলাল এর জমি; **পূর্বে :** ১২ ফুট চওড়া পুরসভা সড়ক; **পশ্চিমে :** ১০ ফুট চওড়া পুরসভা সড়ক।	১) ১১.০৯.২০২৫ ২) ২৪.১১.২০২৫ ৩) ৩০,০৩,৪০১.৪৩ টাকা **(তিরিশ লাখ তিন হাজার চারশ এক টাকা এবং তেতাল্লিশ পয়সা) টাকা ১১.০৯.২০২৫ অনুযায়ী** অধার্য সুদ সহ সংশ্লিষ্ট তারিখ পর্যন্ত পরবর্তী সুদ, ব্যয় এবং তাৎক্ষণিক ব্যয় সহ
2.	**শ্রীমতি তারা দেবী হেলা,** প্রয়াত রাজু হেলা এর মাতা এবং আইনি উত্তরাধিকারী। **ঠিকানা :** পি-২৭ এম, সিপিটি ওল্ড কোয়ার্টার, নিমতলা ঘাট স্ট্রিট, শ্মশান ঘাটের নিকট,কলকাতা -৭০০০০৬। **শ্রীমতি আশা হেলা আইনি উত্তরাধিকারী** এবং স্বামী প্রয়াত রাজু হেলা। ঠিকানা : পি-২৭ এম, সিপিটি ওল্ড কোয়ার্টার, নিমতলা ঘাট স্ট্রিট, শ্মশান ঘাটের নিকট,কলকাতা -৭০০০০৬। **মাস্টার প্রিয়াংশু হেলা আইনি উত্তরাধিকারী** এবং পিতা প্রয়াত রাজু হেলা (অপ্রাপ্ত বয়স্ক তাই আইনি অভিভাবক শ্রীমতি আশা হেলা) **ঠিকানা :** পি-২৭ এম, সিপিটি ওল্ড কোয়ার্টার, নিমতলা ঘাট স্ট্রিট, শ্মশান ঘাটের নিকট,কলকাতা -৭০০০০৬ **লোন এ/সি নং :** **৩৮৩৪৬৫৮৭৬৯৫ (এইচবিএল) এবং ৪১৪৯৫৫২৯৯৯৮ (সুরক্ষা)**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসেরক ফ্ল্যাট নং ৪/২ চতুর্থ তলে, মোজাইক মেঝে, লিফট ব্যতীত, পরিমাপ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৪০০ বর্গফুট , ১ বেড রুম, ১ ড্রইং তথা ডাইনিং, ১ কিচেন, ১ টয়লেট এবং ১ ব্যালকনি, জমির যথাযথ ভাগ অংশ এবং সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সহ ভবনের পরিচিতি দিশা অ্যাপার্টমেন্ট, অবস্থিত মৌজা : জ্যাঙ্গরা, জেএল নং ১৬, পরগনা কলকাতা, আরএস নং ১১৪, তৌজি নং ৩০২৭, সিএস খতিয়ান নং ১১২, আরএস খতিয়ান নং ১২৮, সিএস দাগ নং ১২৮৬,আরএস দাগ নং ১৩২৪, রাজারহাট গোপালপুর পুরসভা অধীন বর্তমানে বিধাননগর পুরসভা , হোল্ডিং নং আরজিএম ৮/২০০১, জ্যাঙ্গরা হাতিয়ারা রোড,থানা : রাজারহাট,জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা। দলিল নং ১৫২৩০৩৬৪২, নথিভুক্ত বুক নং ১, ভল্যুম নং ১৫২৩-২০১৯, পৃষ্ঠা ১৪০১৫২ থেকে ১৪০১৮৬ -২০১৯ সালের, এডিএসআরও বিধাননগর সল্ট লেক সিটি বর্তমানে রাজারহাট,জেলা উত্তর ২৪ পরগনা। **সম্পত্তি রাজু হেলা পিতা হরিলাল হেলা এর নামে।** **ভবনের চৌহদ্দি : উত্তরে :** নিমাই চন্দ্র ঘোষ, **দক্ষিণে :** আরএস দাগ নং ১৩২৪(অংশ), **পূর্বে :** ১৬ ফুট চওড়া সড়ক এবং হাতিয়ারা রোড, **পশ্চিমে :** আরএস দাগ নং ১৩২৪ (অংশ)।	১) ০২.০৬.২০২৫ ২) ২৪.১১.২০২৫ ৩) ১০,৮৭,৩১১.০৩ টাকা **(দশ লাখ সাতাশি হাজার তিনশ এগার টাকা এবং তিন পয়সা) টাকা ০২.০৬.২০২৫ অনুযায়ী** অধার্য সুদ সহ সংশ্লিষ্ট তারিখ পর্যন্ত পরবর্তী সুদ, ব্যয় এবং তাৎক্ষণিক ব্যয় সহ

তারিখ - ২৪.১১.২০২৫
স্থান - কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া

সরকারি হাসপাতাল থেকে শিশু চুরির অভিযোগ মোথাবাড়িতে

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: সরকারি হাসপাতালের আউটডোরে মায়ের কোল থেকে ১১ দিনের কন্যা শিশু চুরি করে পালালো এক মহিলা দুষ্কৃতী। সোমবার দুপুর বারোটা নাগাদ এমন ঘটনায় রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়ায় মোথাবাড়ি থানার বাঙ্গিটোলা সরকারি গ্রামীণ হাসপাতাল সংলগ্ন এলাকায়। মেয়েকে খুঁজে না-পেয়ে রীতিমতো হাসপাতাল চত্বরে অচৈতন্য হয়ে পড়েন ওই গৃহবধূ। স্থানীয়রাই মাথায় জল দিয়ে ওই গৃহবধূকে সুস্থ করার চেষ্টা চালান। পরবর্তীতে পুরো বিষয়টি নিয়ে মোথাবাড়ি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন ওই গৃহবধূ মনিকা বিবি। অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। সরকারি হাসপাতালের সিসি ক্যামেরার ফুটেজে মধ্য বয়স্ক এক মহিলা শিশু চুরি করে নিয়ে পালাতে দেখা গিয়েছে, এমন একটি ছবিও পুলিশ সংগ্রহ করেছে। পাশাপাশি সেই ছবি আশেপাশের থানাগুলিতেও পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। এমনকি মোথাবাড়ির বিভিন্ন এলাকা জুড়ে পুলিশ চিরুনি তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ। যদিও সরকারি হাসপাতালের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

স্থানীয় রোগীর আত্মীয়দের অভিযোগ, 'ভর দুপুরে লোকজনের সামনে থেকে ১১ দিনের ওই কন্যা সন্তানকে চুরি করে পালালো এক মহিলা। তাহলে এতেই বোঝা যাচ্ছে এই হাসপাতালে কোনও কিছুই সুরক্ষিত নয়। এখানে চুরি চক্রের একটি রেকেট হয়তো চলছে।' পুলিশ সুপার প্রদীপ কুমার যাদব জানিয়েছেন, 'অভিযোগের পর সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখেই তদন্ত শুরু করা হয়েছে। আশেপাশে থানাগুলিকেও এব্যাপারে সতর্ক করা হয়েছে।' পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মোথাবাড়ি থানার পঞ্চানন্দপুর ১ গ্রাম পঞ্চায়েতের সুলতানটোলা এলাকার বাসিন্দা আব্দুল কাদেরের এটি তৃতীয় কন্যা সন্তান। তার আগে ওদের নাবালক দুই ছেলেমেয়ে রয়েছে। আব্দুল পেশায় দিনমজুর। তাঁর স্ত্রী মনিকা বিবি এদিন শ্বাসকষ্ট জনিত কারণ নিয়েই বাঙ্গিটোলা সরকারি গ্রামীণ হাসপাতালের আউটডোরে তাঁর কন্যা সন্তানকে দেখাতে এসেছিলেন। সেখানেই তাঁর বাচ্চাকে নিয়ে অপেক্ষা করছিলেন। কিন্তু আচমকায় ওই শিশুটি কাঁদতে শুরু করে। তখনই এক অচেনা মধ্যবয়স্ক মহিলা এসে মনিকার কোল থেকে ওই শিশুকে নিয়ে কান্না থামানোর চেষ্টা চালায়। এরপরই আচমকা শিশু নিয়ে উধাও হয়ে যায় ওই মহিলা। পুলিশকে অভিযোগে গৃহবধূ মনিকা বিবি জানান, 'মেয়ের ঠাণ্ডা লেগেছিল। শ্বাসকষ্টে ভুগছিল। ওর মাত্র ১১ দিন বয়স হয়েছে। ডাক্তার দেখানোর সময় খুব কান্নাকাটি করছিল। একজন অচেনা মহিলা আমাকে বলেছিল কোলে নিয়ে মেয়ের কান্না থামিয়ে দেবে। ওই মহিলা আমার মেয়েকে কোলে নেয়। সেই মুহূর্তে আমি ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলতে যাই। এরপরেই আমার কন্যা সন্তানকে নিয়ে উধাও হয়ে যায় ওই মহিলা।' ওই কন্যা শিশুর এক কাকা আশরাফুল হক বলেন, 'সরকারি হাসপাতালে নিরাপত্তার অভাব রয়েছে, যার জন্য এদিন এমন ঘটনা ঘটলো। এখানে যে বাচ্চা চুরির চক্র সক্রিয় রয়েছে তা কে জানতো। দ্রুত আমরা ভাইজিকে উদ্ধারের অভিযোগ পুলিশকে জানিয়েছি।' পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মোথাবাড়ি থানা সংলগ্ন এলাকায় রয়েছে গঙ্গা নদীর ওপারে ঝাড়খণ্ড রাজ্য। আর এক পাশে কালিয়াচক। দুটি এলাকাতেই নজরদারি চালানো হচ্ছে। সিসিটিভি ফুটেজে ওই মহিলার চেহারা পরিষ্কার ফুটে উঠেছে। তাই ওই মহিলা ছবি আশেপাশের থানায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। মালদার মুখ্য-স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ সুদীপ্ত ভাদুড়ি জানিয়েছেন, 'কিভাবে এই ঘটনাটি ঘটলো অবশ্যই সেটি পুলিশ তদন্ত করে দেখছে। সংশ্লিষ্ট দপ্তরের পক্ষ থেকে বিষয়টি খোঁজ নিয়ে দেখা হচ্ছে।'

হাকিমপুর সীমান্তে রাজ্যপাল

নিজস্ব প্রতিবেদন, স্বরূপনগর: উত্তর ২৪ পরগনার স্বরূপনগর থানার বিথারী হাকিমপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের হাকিমপুর সীমান্তের সোমবার বিকেলে আসেন রাজ্যের রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। রাজ্যপালের আসার কারণে সীমান্তে কড়া নজরদারি চালানো হয়। নিরাপত্তার দায়িত্বে বিএসএফ ও পুলিশ। ১৪৩ নম্বর ব্যাটেলিয়ান বিএসএফের ডিআইজি, সিও-সহ জেলা পুলিশের আধিকারিকরা রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস সঙ্গে সীমান্তে বৈঠক করেন। সীমান্তে যাওয়ার পথে রাজ্যপাল স্বরূপনগর-টাকি ও তেঁতুলিয়া রোডে নাগরিকদের হাত নাড়িয়ে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। যাওয়ার পথে তিনি স্বরূপনগর তেঁতুলিয়া রোডে একটি জায়গায় বিশ্রাম নেন। সীমান্তে পৌঁছে তিনি এলাকা পরিদর্শন করেন। পাশাপাশি আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করেন।

SBI

হোম লোন সেন্টার কালীঘাট
'অবনী হাইট', ৫৯এ, চৌরঙ্গী রোড, ১ম ফ্লোর, কলকাতা- ৭০০ ০২০, অবস্থান: মেট্রো রেলওয়ে স্টেশন - রবীন্দ্র সদন, এক্সাইড বিল্ডিং-এর কাছে, **ই-মেইল: sbi.65176@sbi.co.in**

সারফায়েসি এক্ট, ২০০২ এর সেকশন ১৩(২) এর অধীন বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতাগণ ব্যাঙ্ক থেকে প্রাপ্ত ঋণ সুবিধার মূল ও সুদ পরিশোধে খেলাপি হয়েছেন এবং উক্ত লোন কে নন-পারফর্মিং অ্যাসেট (এনপিএ) হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে। তাদের সর্বশেষ পরিচিত ঠিকানায় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর ধারা ১৩(২) এর অধীনে তাদের নোটিশগুলি জারি করা হয়েছিল কিন্তু সেগুলি প্রাপ্তিস্বীকার ছাড়া ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং সেইজন্য এইভাবে তাদের এই পাবলিক নোটিশ এর মাধ্যমে জানানো হচ্ছে।

<table>
<tr><th>ক্র. নং.</th><th>ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদারগনের নাম সহ ঠিকানা/শাখার নাম</th><th>বলবৎ করা সুরক্ষিত সম্পদের সম্পত্তি / ঠিকানার বিবরণ</th><th>নোটিশের তারিখ</th><th>এনপিএ -এর তারিখ</th><th>বকেয়া পরিমাণ (নোটিশের তারিখে)</th></tr>
<tr><td>১.</td><td>ঋণগ্রহীতা:
শ্রী প্রমোদ কুমার পাণ্ডে
পিতা- লক্ষ্মণ সদানন্দ পাণ্ডে,
ঠিকানা- আদিত্য অ্যাপার্টমেন্ট, ১ম ফ্লোর, ফ্ল্যাট-১বি, তালবাগান, হানা পাড়া, রাজারহাট গোপালপুর, কলকাতা - ৭০০ ১০১।
এছাড়াও- উইপ্রো লিমিটেড, ডিএম ব্লক, সেক্টর-৫, সল্টলেক, কলকাতা - ৭০০ ০৫২।
এছাড়াও- ইউনিট নং বি০৫-২৬-০৪, শ্রীরাম গ্র্যান্ড সিটি, গ্র্যান্ড ওয়ান, উত্তরপাড়া, হুগলী, পিন - ৭১২২৫৮।
শ্রীমতী প্রিয়া পাণ্ডে
স্বামী- শ্রী প্রমোদ কুমার পাণ্ডে
ঠিকানা- ইউনিট নং বি০৫-২৬-০৪, শ্রীরাম গ্র্যান্ড সিটি, গ্র্যান্ড ওয়ান, উত্তরপাড়া, হুগলী, পিন - ৭১২২৫৮।
শাখার নাম:
বালিগঞ্জ পার্ক (১১৫৩৪)
হোম লোন
এ/সি নং- ৩৮২৭৬০৭৫২৮৭</td><td>অংশ -১
দায়বদ্ধতার ধরন : নেই
অংশ -২
স্বত্ব দলিল দ্বারা বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিবরণ:
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের অ্যাপার্টমেন্ট নং বি০৫-০৬-০৪,আনুমানিক এরিয়া বিবরণ নিম্নোক্ত সারণি অনুযায়ী অবস্থিত ৭মতল, টাওয়ার -৫, ক্লাস্টার মধ্যে-বি, প্রোজেক্ট গ্র্যাড ওয়ান,শ্রীরাম গ্র্যান্ড সিটি মধ্যে, উত্তরপাড়া, হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ :
অ্যাপার্টমেন্টের বিবরণ এরিয়া হস্তান্তর করা হবে:
<table>
<tr><th>সুপার বিল্ট আপ এরিয়া (বর্গফুট) আনুমানিক</th><th>বিল্ট আপ এরিয়া (বর্গফুট) আনুমানিক</th><th>কার্পেট এরিয়া (বর্গফুট) আনুমানিক</th><th>নিজস্ব ব্যালকনি (বর্গফুট) আনুমানিক</th></tr>
<tr><td>৪৬৯.৫</td><td>৩৭৫.৬</td><td>৩১৫.২</td><td>২২.৬</td></tr>
</table>
নিজস্ব অধিকারে একটি গাড়ি পার্কিংয়ের অধিকার প্রস্তাবিত শূন্য ডিজাইন কার পার্কিং স্পে সহ অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সহ। উক্ত ফ্ল্যাট অবস্থিত মোট জমি পরিমাপ ১৫.০৩ কের (সমপরিমাপ ৬০৮৬৭ বর্গ মিটার) এলআর দাগ নং ৪৪৭৪(অংশ) আরএস দাগ নং ৫৬৮, ৩৩৫, ৩৩৪, ৩৩০, ৩২৯, ৩০৭, ৩৫৪, ৪৩৫, ৪৩১, ৪২২, ৪৩৬, ৪৩৪, ৪৩২, ৪২৪, ৪২৫, ৪২৬, ৪২৭, ৪৬০, ৪৬১, ৪৬২, ৪৬৩, ৪৫৭, ৪৫৬, ৪৪৮, ৪৪৯, ৪৪৭, ৫০০, ৫০১-৫০৪, ৫০৬-৫০৯, ৩৯৮, ৬১২, ৬৪১, ৬৪২, ৬৪৯, ৬৫০, ৬৫২, ৬৫৪, ৬৫৬, ৬০৬, ৬০৯, ৬৫৯, ৪৩০, ৬৪৪, ৬৭৬, এলআর খতিয়ান নং ১১৯৭৬, আরএস খতিয়ান নং ১১৭২১, মৌজা কোন্নগর, জেএল নং ৭, থানা : উত্তরপাড়া, স্থানীষ কানাইপুর গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, জেলা হুগলি।
স্বত্ব দলিল নথিভুক্ত বুক নং ১, ভল্যুম নং ০৬২১-২০২২, পৃষ্ঠা ১৪৭৫৮৩ থেকে ১৪৭৬২৯। দলিল নং ০৬২১০৩৬৭২ -২০২২ সালের।
সম্পত্তি শ্রী প্রমোদ কুমার পান্ডে, পিতা লক্ষণ সাধন পান্ডে এবং শ্রীমতি প্রিয়া পান্ডে, স্বামী শ্রী প্রমোদ কুমার পান্ডে এর নামে।
সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে অংশত এলআর দাগ নং ৪৪৭৪(অংশ) মৌজা কোন্নগর এবং অংশত এলআর দাগ নং ১৯০৪ মৌজা খোদরাবাহেরা, পূর্বে : এলআর দাগ নং ৪৪৭৪(অংশ), দক্ষিণে: এলআর দাগ নং ৪৪৭৪(অংশ), পশ্চিমে : অংশত এলআর দাগ নং ৪৪৭৪(অংশ) অংশত এলআর দাগ নং ৪৪৭৫ এবং অংশত লেআর দাগ নং ৪৪৭৬ মৌজা কোন্নগর।</td><td>নোটিশের তারিখ
২৪.১০.২০২৫</td><td>এনপিএ -এর তারিখ
১০.১০.২০২৫</td><td>১৬,৬৯,২৪২.৮২/- টাকা (ষোল লক্ষ উনসত্তর হাজার দুইশত বিয়াল্লিশ টাকা এবং বিরাশি পয়সা মাত্র) ২৪.১০.২০২৫ অনুযায়ী এবং তার উপর সুদ। এছাড়াও আপনি উপরোক্ত অঙ্কের উপর চুক্তিভিত্তিক হারে ভবিষ্যৎ সুদ সহ আনুষঙ্গিক ব্যয়, খরচ, চার্জ ইত্যাদি দিতে বাধ্য থাকবেন।</td></tr>
<tr><td>২.</td><td>ঋণগ্রহীতা:
শ্রী সমনজিৎ দাস
পিতা- শ্রী সুখ রঞ্জন দাস
ঠিকানা- ৬৩/৬৮, হরিপদ দত্ত লেন, টালিগঞ্জ, কলকাতা - ৭০০ ০৩৩।
এছাড়াও- ২য় ফ্লোর, এ-২৫৪৯, সত্যেন পার্ক, ২য় লেন, জোকা, থানা - হরিদেবপুর, কলকাতা - ৭০০ ১০৪।
শ্রীমতী বর্ণালী দাস
স্বামী- শ্রী সমনজিৎ দাস,
মেসার্স গুপ্তা ইনফোটেক, ৩৪ এজরা স্ট্রিট, ২য় ফ্লোর, রুম নং- বি৬, কলকাতা - ৭০০ ০০১। এছাড়াও- ২য় ফ্লোর, এ-২৫৪৯, সত্যেন পার্ক, ২য় লেন, জোকা, থানা - হরিদেবপুর, কলকাতা - ৭০০ ১০৪।
শাখার নাম:
সাউদার্ন অ্যাভিনিউ (১৫০৫)
হোম লোন
এ/সি নং- ৩৩২৪৭১৪৯২৪২
সুরক্ষা লোন
এ/সি নং- ৩৩২৪৭১৬৯৬০৯</td><td>অংশ - ১
দায়বদ্ধতার ধরণ - নেই
অংশ ২
স্বত্ব দলিল দ্বারা বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিবরণ:
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ মোজাইক ফ্ল্যাট পরিমাণ ৯৮০ বর্গফুট (আনুমানিক) সুপার বিল্ট আপ এরিয়া, পশ্চিম দিকে ৩ তলায় ২ বেডরুম, ১ কিচেন, ১ বাথ তথা প্রিভি, ১ বারন্দা, ১ ড্রয়িং তথা ডাইনিং - জি + ৩ তলা ভবন মৌজা পূর্ব বরিষা, জেএল নং ২৩, আরএস নং ৪৩, খতিয়ান নং ৭৩৫, দাগ নং ২৫৪৯, থানা ঠাকুরপুকুর (পূর্বতন বেহালা) জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা জোকা ২ অঞ্চল পঞ্চায়েত অধীন এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ সুবিধা এবং ভোগ দখলের অধিকার সহ রিজারভার নিকাশি শৌচালয় বিদ্যুৎ সিঁড়ি চাতাল ইত্যাদি এবং চারিধারের যাবতীয় ফিটিংস এবং ফিক্সচার এবং সংস্থাপনের ব্যবহার। উক্ত ফ্ল্যাট নির্মিত মোট জমির পরিমাণ ৫ কাঠা ৩ ছটাক সম্পত্তির অবস্থান মৌজা পূর্ব বরিষা জেএল নং ২৩, আরএস নং ৪৩, খতিয়ান ৭৩৫, দাগ নং ২৫৪৯ থানা - হরিদেবপুর বর্তমানে জোকা ২ নং গ্রামপঞ্চায়েত অধীন, অতিরিক্ত জেলা সাব রেজিস্ট্রি অফিস বেহালা, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, সংশ্লিষ্ট সকল পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সহ।
স্বত্ব দলিল নথিভুক্ত বুক নং ১, ভল্যুম নং ১৯, পৃষ্ঠা ২৬৭৫-২৬৯৫। দলিল নং ১০০৭৫-২০১৩ সালের।
সম্পত্তি শ্রী সমনজিৎ দাস, পিতা শ্রী সুখরঞ্জন দাস এর নামে।
সম্পত্তির চৌহদ্দি - উত্তরে - শ্রীমতী ইলিনা সিম্পসন এর জমি দক্ষিণে - শ্রী নিত্যানন্দ ভট্টাচার্যর জমি পূর্বে - ১৬ ফুট চওড়া সড়ক, পশ্চিমে - শ্রী কালীচরণ নাগের জমি।</td><td>নোটিশের তারিখ
০১.১১.২০২৫</td><td>এনপিএ -এর তারিখ
৩০.১০.২০২৫</td><td>১৪,২৬,৪৫৭.৩৬ টাকা (চোদ্দ লক্ষ ছাব্বিশ হাজার চারশত সাতান্ন টাকা এবং ছত্রিশ পয়সা মাত্র) ০১.১১.২০২৫ অনুযায়ী এবং তার উপর সুদ। এছাড়াও আপনি উপরোক্ত অঙ্কের উপর চুক্তিভিত্তিক হারে ভবিষ্যৎ সুদ সহ আনুষঙ্গিক ব্যয়, খরচ, চার্জ ইত্যাদি দিতে বাধ্য থাকবেন।</td></tr>
<tr><td>৩.</td><td>ঋণগ্রহীতা:
শ্রী স্বরূপ ভট্টাচার্য্য
পিতা- শ্যামাপদ ভট্টাচার্য্য
ঠিকানা- ১৭বি, মনোহর পুকুর রোড, সাথী সঙ্ঘ কালী মন্দির, কলকাতা - ৭০০ ০২৬।
এছাড়াও- টাটা প্রজেক্টস লিমিটেড, ডিএন-৫২, সেক্টর-ভি, থানা- সৃজন টেক পার্ক, ন্যাশনাল টেস্ট হাউস, সল্টলেক, কলকাতা - ৭০০ ০৬১। এছাড়াও- ১১৬ যদুনাথ উকিল রোড, ফ্ল্যাট নং-এফ৩এ, ব্লক-১, পোস্ট অফিস - হরিদেবপুর, নেতাজি মেট্রো স্টেশন (খুদঘাট), কলকাতা - ৭০০ ০৪১।
শাখার নাম:
কালীঘাট (১৭২২)
হোম লোন
এ/সি নং- ৩৪১৯৯৮৭৪৪৯১</td><td>অংশ - ১
দায়বদ্ধতার ধরণ - নেই
অংশ ২
স্বত্ব দলিল দ্বারা বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিবরণ:
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ মার্বেল মেঝে সমন্বিত ফ্ল্যাট ৩ তলায় সামনের অংশে (রাস্তার ধারে) পরিমাপ আনুমানিক ৮০০ বর্গফুট (সুপার বিল্ট আপ এরিয়া) ২ বেডরুম, ১ কিচেন তথা ড্রয়িং তথা ডাইনিং, ১ টয়লেট, ১ ব্যালকনি, সামনের অংশে এবং ১ ডব্লিউসি ৩ তলা ভবনে অবস্থিত কলকাতা পৌরসংস্থার প্রেমিসেস নং ১১৬, যদুনাথ উকিল রোড, কলকাতা - ৭০০০৪১ ওয়ার্ড নং ১১৫, বরো নং ১৩, থানা - হরিদেবপুর, অবিভক্তর জমির যাবতীয় সুবিধা পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সহ ফ্ল্যাট নির্মিত মোট জমি ৩ কাঠা ২ ছটাক ৩৫ বর্গফুট এবং তদস্থিত ২০০ বর্গফুট পাকা নির্মাণ আরএস নং ২৭৫, তৌজি নং ১৮, জেএল নং ২৬, মৌজা - পশ্চিম পুঁটিয়ারি, দাগ নং ১৩৬/৩৮৪ এবং দাগ নং ১৮২ খতিয়ান নং ২১৫, অবস্থিত কলকাতা পৌরসংস্থার প্রেমিসেস নং ১১৬ যদুনাথ উকিল রোড, কলকাতা - ৭০০০৪১ থানা - হরিদেবপুর, ওয়ার্ড নং ১১৫, বরো নং ১৩, অ্যাসেসি নং ৪১-১১৫-০৪-০১১৬-৫ জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা রেজিস্ট্রি অফিস এবং সাব রেজিস্ট্রি অফিস আলিপুর অধীন।
স্বত্ব দলিল নথিভুক্ত বুক নং ১, ভল্যুম নং ১৬, পৃষ্ঠা ১৩০৮৮-১৩১০৭। দলিল নং ১২৫০১-২০১৪ সালের।
সম্পত্তি শ্রী স্বরূপ ভট্টাচার্য, পিতা শ্যামাপদ ভট্টাচার্যর নামে।
সম্পত্তির চৌহদ্দি - উত্তরে - ১০ ফুট চওড়া কেএমসি রোড দক্ষিণে - প্রণব জানার সম্পত্তি পূর্বে - নিকাশি পরে প্রেমিসেস নং ৫/১ যদুনাথ উকিল রোড, পশ্চিমে - শ্রীমতী অলোক রানি দাসের ভবন।</td><td>নোটিশের তারিখ
৩১.১০.২০২৫</td><td>এনপিএ -এর তারিখ
২৭.১০.২০২৫</td><td>১৩,৭২,৩১৪.০০/- টাকা (তেরো লক্ষ বাহাত্তর হাজার তিনশত চৌদ্দ টাকা মাত্র) ৩১.১০.২০২৫ অনুযায়ী এবং তার উপর সুদ। এছাড়াও আপনি উপরোক্ত অঙ্কের উপর চুক্তিভিত্তিক হারে ভবিষ্যৎ সুদ সহ আনুষঙ্গিক ব্যয়, খরচ, চার্জ ইত্যাদি দিতে বাধ্য থাকবেন।</td></tr>
</table>

নোটিশের বিকল্প পরিষেবার জন্য পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। উপরোক্ত ঋণগ্রহীতা(দের) এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে বকেয়া অর্থ প্রদানের জন্য বলা হয়েছে, যা ব্যর্থ হলে এই নোটিশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মেয়াদ শেষ হওয়ার পরে পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর সেকশন ১৩ এর সাব-সেকশন (৪) -এর অধীনে ।

আমরা আপনার দৃষ্টি সার্ফেসি আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮)-এর বিধানগুলির প্রতি আকর্ষণ করছি, যেখানে ঋণগ্রহীতা/জামিনদারের জন্য সুরক্ষিত সম্পদগুলি মুক্ত করার জন্য উপলব্ধ সময়সীমা সম্পর্কে বলা হয়েছে।

তারিখ: ২৫.১১.২০২৫
স্থান: কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

দুই বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত ৬ যাত্রী

চেন্নাই, ২৪ নভেম্বর: ভয়াবহ দুর্ঘটনা তামিলনাড়ুতে। সোমবার টেনকাসি জেলায় দু'টি বেসরকারি বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত্যু হয়েছে মোট ৬ জনের। আহত হয়েছেন কমপক্ষে ২৮ জন। মৃতের সংখ্যা বাড়তে পারে বলেই মনে করছে প্রশাসন। দুর্ঘটনায় নিহতদের প্রতি শোকপ্রকাশ করেছেন তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এমকে স্ট্যালিন।

দুর্ঘটনায় নিহতদের প্রতি শোকপ্রকাশ করেছেন তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এমকে স্ট্যালিন। আহতদের চিকিৎসার বিষয়ে নিশ্চিত করতে আধিকারিকদের নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। সমাজমাধ্যমে তিনি লিখেছেন, 'টেনকাসি কাদায়নাল্লুরে বাস দুর্ঘটনায় ছয় জনের মর্মান্তিক প্রাণহানির খবরে আমি গভীরভাবে শোকাহত।'

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, একটি বাস মাদুরাই থেকে সেনকোট্টাই যাচ্ছিল। অন্যটি টেনকাসি থেকে কোভিলপাত্তি যাচ্ছিল। মাঝপথে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। দুর্ঘটনার জেরে দু'টি গাড়িই দুমড়ে-মুচড়ে যায়। খবর পেয়ে স্থানীয় প্রশাসন এবং দমকল বাহিনী উদ্ধারকাজ চালায়। নিকটবর্তী হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে ২৮ জন আহতকে। এদের মধ্যে বেশ কয়েক জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা গিয়েছে। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়েছে ছয় জনের। প্রাথমিক তদন্তের পর এক পুলিশকর্তার দাবি, মাদুরাই থেকে আসা বাসটি বেপরোয়া গতিতে চলায় দুর্ঘটনা ঘটেছে।

পেশোয়ারে আধাসেনা ঘাঁটিতে ফিদায়েঁ হামলায় মৃত অন্তত ৬

পেশোয়ার, ২৪ নভেম্বর: পেশোয়ারের আধাসামরিক বাহিনীর সদর দপ্তরেই জঙ্গি হামলা। প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, দপ্তরের ভিতরে গুলি চলেছে। বিস্ফোরণের আওয়াজও পেয়েছেন স্থানীয়রা। কারা কোন উদ্দেশ্যে হামলা চালিয়েছে তা এখনও স্পষ্ট নয়। তবে সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, অন্তত দু'জন ফিদায়েঁ জঙ্গি হামলা চালিয়েছে। পাক সংবাদপত্র ডন সূত্রে খবর অনুযায়ী, এখনও পর্যন্ত তিন সেনা জওয়ানের মৃত্যু হয়েছে এই জঙ্গি হামলায়।

সংবাদসংস্থা রয়টার্স সূত্রে খবর, সোমবার সকালে পেশোয়ারের আধাসেনা সদর দপ্তরে ঢুকে পড়ে দুই আত্মঘাতী জঙ্গি। মূল ফটকের সামনে বিস্ফোরণ ঘটায় প্রথম ফিদায়েঁ জঙ্গি। সম্ভবত দু'টি বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে সে। দ্বিতীয়জন ঢোকে ঘাঁটির ভিতরে। সেখানে গুলি চালানোর পরে বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে আত্মঘাতী জঙ্গি, এমনটাই প্রাথমিকভাবে অনুমান।

পেশোয়ার পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, জঙ্গি হামলায় তিন সেনা জওয়ানের মৃত্যু হয়েছে।

নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাদে বাস, মৃত অন্তত ৫

দেরাদুন, ২৪ নভেম্বর: অভিশপ্ত সোমবারে দেবভূমিতে খাদে বাস পড়ে মৃত্যু হয়েছে অন্তত ৫ জনের। দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন কমপক্ষে ২০ জন যাত্রী। একটি বাসে বিভিন্ন জেলার ২৮ জন যাত্রী ছিল বলে জানা গিয়েছে। আচমকাই সেটি রাস্তা থেকে পার্শ্ববর্তী ৭০ মিটার গভীর খাদে পড়ে যায়। তাতেই প্রাথমিকভাবে মৃত্যু হয়েছে ৫ জনের। মৃতের সংখ্যা বাড়তে পারে বলেই মনে করা হচ্ছে।

দুর্ঘটনার খবর মিলতেই উদ্ধারকাজে হাত লাগায় স্থানীয় প্রশাসন। খবর দেওয়া হয় রাজ্য দুর্যোগ মোকবিলা বাহিনী (এসডিআরএফ)-কে। এসডিআরএফের পাঁচটি দল দুর্ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। তারা মৃত পাঁচ যাত্রী ছাড়া বাকিদের উদ্ধার করেছে। তাঁদের নিকটবর্তী হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। সকলেই চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

ভারতের ৫৩তম প্রধান বিচারপতি হলেন সূর্য কান্ত

নয়াদিল্লি, ২৪ নভেম্বর: সোমবার ভারতের ৫৩তম প্রধান বিচারপতি হিসেবে শপথ নিলেন বিচারপতি সূর্য কান্ত। দেশের বিচার ব্যবস্থার সর্বোচ্চ পদে প্রায় ১৫ মাস কাজ করবেন তিনি। হিন্দিতে শপথ নিয়েছেন তিনি। রাষ্ট্রপতিভবনের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উপরাষ্ট্রপতি সিপি রাধাকৃষ্ণণ, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, রাজ্যসভার নেতা তথা কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জেপি নাড্ডা-সহ কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রীরা। তাঁদের সামনে বিচারপতি সূর্য কান্তকে শপথ বাক্য পাঠ করান রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু।

রবিবার অবসর নিয়েছেন প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি গাভাই। তাঁর জায়গায় সোমবার শপথ নিলেন প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত। ২০২৭ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত এই পদে থাকবেন তিনি। বিচারপতি হিসেবে দুই দশকের কর্মজীবনে, বিচারপতি সূর্য কান্ত অসংখ্য গুরুত্বপূর্ণ রায় দিয়েছে। তাঁর বিভিন্ন রায়ের মধ্যে রয়েছে কাশ্মীরের ৩৭০ ধারা বাতিল থেকে শুরু করে পেগাসাস সফটওয়্যার মামলা। বিচারপতি সূর্য কান্ত সেই সাংবিধানিক বেঞ্চের সদস্য ছিলেন, যাঁর রায়ে কাশ্মীরে ৩৭০ ধারা বাতিল সাংবিধানিক বৈধতা পায়। ব্রিটিশ জমানার রাষ্ট্রদ্রোহ আইন (আইপিসি ১২৪এ ধারা) বাতিল হয়ে যায় তাঁরই এজলাসে। রাষ্ট্র বিচার বিভাগীয় তদন্ত এড়াতে 'জাতীয় নিরাপত্তা'কে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করতে পারে না, এই রায়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেন বিচারপতি সূর্য কান্ত।

বিষবায়ু নিয়ে বিক্ষোভে উত্তপ্ত দিল্লি, ধৃত ২২

নয়াদিল্লি, ২৪ নভেম্বর: দিল্লিতে বায়ুদূষণের প্রতিবাদে দু'দিন ধরে বিক্ষোভ চলছে ইন্ডিয়া গেট চত্বরে। দাবি, দেশের রাজধানীতে বায়ুদূষণ কমানোর জন্য জরুরি ভিত্তিতে পদক্ষেপ করতে হবে সরকারকে। দিল্লির দূষণের প্রতিবাদে সোমবারও পথে নামেন দিল্লিবাসী। রাজধানীর ইন্ডিয়া গেটের সামনে সকালে জড়ো হন বিক্ষোভকারীরা। সোমবার সকালে বিক্ষোভের চেহারা অন্য রূপ নেয়।

কিছু বিক্ষোভকারীর মুখে শোনা যায় মাওবাদী নেতা মাধবী হিডমাকে নিয়ে স্লোগান। কারও কারও হাতে 'হিডমা দীর্ঘজীবী হও' পোস্টারও দেখা গিয়েছে। অভিযোগ, সেখানে মোতায়েন পুলিশকর্মীদের চোখে মরিচ স্প্রে ছিটিয়ে দেওয়া হয়েছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়ায়। পুলিশ সূত্রে খবর, নিরাপত্তাকর্মীদের উপর হামলার অভিযোগে কমপক্ষে ২২ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

সংবাদসংস্থা পিটিআই পুলিশকর্তাদের উদ্ধৃত করে জানিয়েছে, বিক্ষোভকারীরা বার বার অ্যাম্বুল্যান্স বা জরুরি পরিষেবার পথ আটকাচ্ছিলেন। তাঁদের সরে যেতে অনুরোধ করলে পুলিশের উপই চড়াও হন। পুলিশের দাবি, তারা বিক্ষোভকারীদের বোঝানোর চেষ্টা করেছে। কিন্তু বিক্ষোভকারীরা পথ ছাড়তে নারাজ ছিলেন।

ময়দান

দেশের মাটিতে ভারতের ব্যাটিং ধস, তবু কিছুটা মান রাখলেন ওয়াশি, কুলদীপ!

দিনের শেষে ৩১৪ রানে এগিয়ে প্রোটিয়া বাহিনী

নিজস্ব প্রতিবেদন: ন'নম্বরে নেমে ১৩৪ বল খেলে কুলদীপ যাদব যে ইনিংস খেললেন, তা শুধু ভারতের নয়, সারা সিরিজের প্রেক্ষিতে দৃষ্টান্ত হয়ে রইল। চলতি টেস্ট সিরিজে কোনও ভারতীয় ব্যাটার এত বল সামলাতে পারেননি। দ্বিতীয় দিনের শেষে তিনি বলেছিলেন;এই পিচ রাস্তার মতো পাটা। কথাটি প্রমাণও করলেন। দক্ষিণ আফ্রিকার বোলারদের বিরুদ্ধে ধৈর্য ধরে, টেকনিক্যালি সঠিক খেললেন তিনি। বাকিরা যেখানে ব্যাট করতে হিমশিম খেলেন, সেখানে কুলদীপ সেই একই পিচে সময় কাটিয়ে, বল বুঝে, ভুল শট না খেলে দলকে সম্মানজনক জায়গায় পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করলেন। ঋষভ পন্থদের তাঁর কাছ থেকে শেখার আছে;টেস্ট ম্যাচে অপেক্ষা করা, বল বিচার করা, ভুল না করে টিকে থাকা;এই মানসিকতাই ব্যাটিংয়ের মূলমন্ত্র। ইডেনে স্পিনারদের সামলাতে ব্যর্থ হয়েছিল ভারত। গুয়াহাটিতে ব্যর্থ হল পেসারদের বিপক্ষে। প্রথম ইনিংসে মার্কো জানসেনের ৬ উইকেটের সামনে মাত্র ২০১ রানে অল আউট হলো ভারত। ফলে দক্ষিণ আফ্রিকা নিল বিশাল ২৮৮ রানের লিড। দ্বিতীয় ইনিংসে দিনের শেষে তাদের রান ২৬/০, অর্থাৎ এখনও ৩১৪ রানে এগিয়ে রয়েছে বাভুমা অ্যান্ড কোং। হাতে রয়েছে পুরো ১০টি উইকেট। এই একই পিচে দক্ষিণ আফ্রিকা দুই দিন ব্যাট করেছে, ১২ ঘণ্টা ক্রীজে থেকেছে। নীচের সারির ব্যাটাররাও তুলেছেন ২৬৪ রান। যেখানে ভারত সাড়ে পাঁচ ঘণ্টাও টিকতে পারেনি;সেখানেই প্রশ্ন উঠছে টেস্টের মানসিকতা, ধৈর্য, শট বাছাই ও টেকনিক নিয়েব্যাটারদের অনেকটাই উইকেট ছুড়ে দিয়ে আসার দোষ রয়েছে। লোকেশ রাহুল নতুন বলে দৃঢ় দেখালেও স্পিন আসতেই দাঁড়িয়ে পড়লেন। কেশব মহারাজের সামান্য টার্ন হওয়া বলে স্লিপে ক্যাচ দিলেন। বল ভালো হলেও অভিজ্ঞ রাহুলের সেটা সামাল দেওয়া উচিত ছিল। যশস্বী জয়সওয়ালই একমাত্র সাবলীল ছিলেন; কিন্তু ৫৮ রানের মাথায় সাইমন হারমারের বাউন্স ঠিকভাবে অপেক্ষা না করায় ভুল শটে আউট হলেন। টেস্ট ক্রিকেটে কোমর সোজা রেখে ভুল বলের অপেক্ষাই সঠিক কৌশল;কিন্তু ভারতীয় ব্যাটাররা সেটা ভুলে গিয়েছেন বলেই মনে হচ্ছে।সেখান থেকে লড়াইয়ের ছবি ফুটে উঠল ওয়াশিংটন সুন্দর ও কুলদীপের ব্যাটিংয়ে। আগের টেস্টে তিন নম্বরে উঠেছিলেন ওয়াশিংটন; এই ম্যাচে আট নম্বরে নেমেও রান পেলেন। এই সিরিজে তিনিই ভারতের সবচেয়ে ধারাবাহিক ব্যাটার। আর তাঁকে জুড়ে জ্বলে উঠলেন কুলদীপ;৩৫ ওভার ক্রিজে, ৭২ রানের জুটি। সেই জুটির কারণেই দক্ষিণ আফ্রিকা দ্বিতীয় নতুন বল নিতে বাধ্য হয়। তাঁরা দেখিয়ে দিলেন;উইকেটে পড়ে থাকলে রান ঠিক আসবে। দ্বিতীয় ইনিংসে দক্ষিণ আফ্রিকার ওপেনারদের ব্যাটিং থেকেই বোঝা গেল টেস্ট ব্যাটিং মানে ধৈর্য।

টাটা কলকাতা ম্যারাথন মাতাবেন বেডনারেক

নিজস্ব প্রতিবেদন: আগামী ২১ শে ডিসেম্বর আয়োজিত হতে চলেছে টাটা ২৫ কে কলকাতা ম্যারাথন।এই ম্যারাথন বিশ্বের প্রথম ওয়ার্ল্ড অ্যাথলেটিক্স গোল্ড লেভেল ২৫ কে রেস হিসেবে খ্যাত। মাত্র ২৭ বছর বয়সী কেনি বেডনারেক যিনি কুং ফু কেনি নামে পরিচিত এই ম্যারাথনে অংশগ্রহণ করছেন।বর্তমানে ট্রাক এন্ড ফিল্ডের অন্যতম পরিচিত নাম তিনি ।টোকিও ২০২০ ও প্যারিস ২০২৪ অলিম্পিকে ২০০ মিটার দৌড়ে রুপো জিতেছেন । পাশাপাশি সম্প্রতি টোকিওতে অনুষ্ঠিত ২০২৫ সালে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে সোনা ও রূপো পান। টাটা স্টিল ওয়ার্ল্ড ২৫ কে কলকাতার ১০ তম বর্ষের দৌড়ে অংশগ্রহণ করতে পেরে সভাবতই খুশি তিনি।

আইপিএল-এর ধাঁচে ক্রিকেট টুর্নামেন্ট গোয়াবাগানে শীতের কলকাতায় জমজমাট ক্রিকেটের আসর

শম্ভুনাথ ভৌমিক

এক অভিনব ক্রিকেট লিগের পরিচিত হতে চলেছে কলকাতা। আগামী ১৬ ডিসেম্বর আবুধাবিতে আয়োজিত হচ্ছে আইপিএল ক্রিকেটের নিলাম। শেষ মুহূর্তের স্ট্যাটেজি তৈরিতে ব্যস্ত কেকেআর , মুম্বই , চেন্নাই সহ হেভিওয়েট ফ্র্যাঞ্চাইজি গুলো । আর এরই মধ্যে উত্তর কলকাতার গোয়াবাগানে হবে আইপিএল ধাঁচে ক্রিকেট লিগের নিলাম ও জার্সি লঞ্চ । আয়োজক গোয়াবাগান ক্রিকেট টুর্নামেন্ট। কলকাতা শহরে প্লাস্টিক বলে খেলা অন্যতম বড় ক্রিকেট লিগ বলতেই পারা যায়। রবিবার আইপিএলের ধাঁচে আয়োজিত হল ক্রিকেটারদের অকশান। পাশাপাশি জার্সি ও ট্রফির উন্মোচন করা হয়। প্রায় ২০ টি দল অংশগ্রহন করছে এই টুর্নামেন্টে। ১৪ ডিসেম্বর থেকে খেলা শুরু হবে। ফাইনাল খেলা ২১ ডিসেম্বর । চ্যাম্পিয়ন দল পাবে এক লক্ষ টাকা আর্থিক পুরস্কার। রানার্স আপ দলকে দেওয়া হবে আর্থিক পঞ্চাশ হাজার টাকা। নিলাম ও জার্সি উন্মোচন অনুষ্ঠানে এদিন উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় পুরপিতা স্বপন দাস ।

ট্রফি উন্মোচন ও জার্সি লঞ্চ হয়ে গেল গোয়াবাগান ক্রিকেট টুর্নামেন্টের। পাশাপাশি আয়োজিত হল ক্রিকেটারদের নিলাম।

Howrah Municipal Corporation Borough-V
107/C, Kashinath Chatterjee Lane, Howrah-711102,
Ph: 033-2678-0031

E-TENDER NOTICE

E-Tender No.- TN/ 009 / APAS / B-V / 25-26, Date : 19.11.2025 For details of N.I.T. please refer to Notice Board of Borough–V. Visit the sites: **www.wbtenders.gov.in** (for tender submission) and also refer to **www.myhmc.in** . Bid submission starting date **25.11.2025 at 6:00 P.M. (ON-LINE).** Bid submission closing date **20.12.2025 at 5:00 P.M. (ON-LINE).**

Sd/-
Assistant Engineer
Borough-V, H.M.C.

SARATCHANDRA GRAM PANCHAYAT
Bagnan-II Development Block
Mellock, Bagnan, Howrah

Notice Inviting e-Tender 2nd Call

NIT No. WB/HZP/SARATCHANDRA GP/NIET-18/2025-26, Sl. 1-2, NIT No. WB/HZP/SARATCHANDRA GP/NIET-19/2025-26, Sl. 1-5, WB/HZP/ SARATCHANDRA GP/NIET-20/2025-26, Sl. 3, 7-11, WB/HZP/SARATCHANDRA GP/NIET-24/2025-26, Sl. 1-6, WB/HZP/ SARATCHANDRA GP/NIET-25/2025-26, Sl. 1-12, Date-21.11.2025. Bid Submission Start Date : **22.11.2025 (NIT-18), 23.11.2025 (NIT-19, 20, 24, 25) from 12:00 Noon.** Bid Submission End Date : **20.12.2025 up to 11:00 AM.** Technical Bid Opening Date : **22.12.2025 at 11:00 AM.** For details information visit website: **www.wbtenders.gov.in**

Sd/-
Pradhan
Saratchandra Gram Panchayat

ASANSOL MUNICIPAL CORPORATION

NOTICE INVITING E-TENDER

N.I.E. ET. No. 109, 110, 111, 112, 113, 114/PW/Eng/ APAS/25 Dt. 21-11-25 & 24-11-25 & ET - 65/PW/Eng/APAS/25 Dt. 24-09-25 (2nd Call)

Visit to website **www.wbtenders.gov.in**
For details please contact to Tender Cell, AMC.

Sd/- SE,
Asansol Municipal Corporation

Nabagram Hiralal Paul College
Notice inviting e-Tender

Tender ID: **2025_DHE_957450_1,** Organization Chain: DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION / Nabagram Hiralal Paul College. Website: **https://wbtenders.gov.in** For the Procurement of Library books and Journals

Sd/- Principal
Nabagram Hiralal Paul College
Konnagar, Hooghly

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নোটিস নং ইএলএস/এইচডব্লুএইচ/১০/৫৪৫/ইএমইউ/আরটি-২ (ওপেন টেন্ডার) ফর ই-টেন্ডারিং ইন সার্ভিস কন্ট্র্যাক্ট অফ টু প্যাকেট সিস্টেম, তারিখ ২০.১১.২০২৫। সিনিয়র ডিভিসনাল ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার (ইএমইউ), পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ২য় তল, ডিআরএম বিল্ডিং, রেলওয়ে স্টেশনের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের ই-টেন্ডারিং-এর জন্য টেন্ডার নোটিস আহ্বান করা হচ্ছে ঃ **কাজের নামঃ** ০২ (দুই) বছরের ফলাফলের ভিত্তিতে বর্ধমান, রামপুরহাট এবং সাঁইথিয়া স্টেবলিং ইয়ার্ড-এ ইএমইউ রেক এবং এমইএমইউ রেক (শৌচাগার সমেত) সমূহর প্রতিদিনের শুষ্ক সাফাই। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ২,০২,৮৬,১৫৯.৫১ টাকা। **বায়না অর্থ (ই.এম.ডি) ঃ** ২,৫১,৪০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্যঃ** ০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদঃ** ৭৩০ দিন। **বন্ধের তারিখ ঃ** ১১.১২.২০২৫ তারিখ দুপুর ১২টা। **চুক্তির ধরন ঃ** সার্ভিস। **দরপ্রস্তাব পদ্ধতি ঃ** দুই প্যাকেট। টেন্ডার নথি ও অন্যান্য বিশদ **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিং পদ্ধতিতে এই টেন্ডারের দরপ্রস্তাব দাখিল করতে হবে। এই টেন্ডারের প্রেক্ষিতে হাতেহাতে দাখিল করা দরপ্রস্তাব অনুমোদিত নয় এবং এরূপ হাতেহাতে দাখিল করা দরপ্রস্তাব গৃহীত হলেও গ্রাহ্য হবে না এবং সরাসরি বাতিল বলে গণ্য হবে।

HWH-410/2025-26

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

হাতিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত
গ্রাম- লায়েকপুর, পোঃ ভালকুটি,
ব্লক-লাভপুর, জেলা- বীরভূম

হাতিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় বিভিন্ন সংসদে ১টি রাস্তা, ২টি ঘাট, ১টি কভার সহ ড্রেন, ১টি কিচেন সেড, ১টি টয়লেট, ৩টি স্টেজ মোট নয়টি কংক্রীট কাজের জন্য APAS ফান্ড হইতে নির্মাণের জন্য অভিজ্ঞ উপযুক্ত বিডারদের কাছ হইতে ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে যার নোটিস নং WBBIR/HGP/E-NIT-13/2025-26 যার মোট টেন্ডার মূল্য 17,80,000/-
আবেদনকারীদের কাছে অনুরোধ বিস্তারিত বিবরণের জন্য- https//wbtenders.gov.in এবং অফিসের নোটিশ বোর্ড অনুসরণ করুন।

স্বা/- প্রধান
হাতিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত

Tender Notice

Tender Notice Invited By The Prodhan Deypara Gram Panchayet, Shimultala, Krishnagar, Nadia. Nit No. WB/NAD/KGR-I/DGP/NIT-19/25-26 under 15th FC Fund 2025-26 (Tied Grant) Memo No. 363/DEY/2025-26 Date 24/11/2025 & Nit No. WB/NAD/K-GR-I/DGP/NIT-18/25-26 Under 15th FC 2025-26 (Untied Grant) Memo No. 362/DEY/2025-2026 Date 24/11/2025 Last Date Of Submission Bid 02/12/2025 at 10.00 A.M. & Technical Bid Opening Date 04/12/2025 at 12.00 P.M.

Sd/- Prodhan
Deypara Gram Panchayet
Shimultala, Krishnagar, Nadia.

WEST BENGAL AGRO INDUSTRIES CORPORATION LTD.
(A Govt. Undertaking)
Registered Office: 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001

NIeT- 338(2nd Call)/ 2025-2026 alongwith
NIeT-389 to 393/2025-2026, Dated- 21-11-2025

e-Tenders are invited by the Executive Engineer/General Manager on behalf of West Bengal Agro Industries Corpn. Ltd, 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001 from bonafide and resourceful Agencies for completion of Civil & Electricall works at South 24 Parganas, Malda, North 24 Parganas and Paschim Medinip[ur District. Tender document may be downloaded from. **http://wbtenders.gov.in** Bid submission start date- **24-12-2025 after 10.00 am.** Bid submission end date- **22-12-2025 upto 3.00 pm**

And
COORIGENDUM
TIME EXTENTION FOR BID SUBMISSION

The last date of submission of tenders has been extended by The General Manager, West Bengal Agro Industries corporation Limited which are as follows:

1. NIeT-353/25-26 Gr No-7 and 36, Tender ID: **2025_WBAIC_935454_7 & 36** for the district of Dakshin Dinajpur has been extended for bid submissin closing to **19-12-2025 upto 3.00 pm.**

Date: 24.11.2025 **Sd/- Executive Engineer/ General Manager**

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে — টেন্ডার

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নম্বর ঃ ই-টেন্ডার/২০২৫/৩৯, তারিখ ২১.১১.২০২৫। ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (ইঞ্জি.), দঃপূঃ রেলওয়ে, খড়গপুর-৭২১৩০১ নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন যা সামগ্রীর প্রেক্ষিতে উল্লিখিত তারিখে **দুপুর ৩টার আগে** জমা করতে হবে এবং **খুলবে দুপুর ৩.৩০ মিনিটে ঃ ক্রঃ নং ও টেন্ডার নং; কাজের বিবরণ; টেন্ডার মূল্য; বায়না মূল্য ঃ (১) ই-কেজিপি-ইস্ট-৬৮-২০২৫;** সিনিয়র সেকশন ইঞ্জিনিয়ার/পি.ওয়ে/সি/সাঁতরাগাছির শাখায় অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার/সাঁতরাগাছির অধিক্ষেত্রাধীনে ০১.১০.২০২৫ থেকে ৩০.০৯.২০২৭ তারিখ মেয়াদে বিবিধ পি.ওয়ে(জোনাল)/ট্র্যাক ওয়ার্কস;২,০০,০০,০০০.০০ টাকা; ২,৫০,০০০ টাকা। **(২) ই-কেজিপি-ইস্ট-৬৯-২০২৫;** সিনিয়র সেকশন ইঞ্জিনিয়ার/পি.ওয়ে/ইস্ট/সাঁতরাগাছির শাখায় অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার/সাঁতরাগাছির অধিক্ষেত্রাধীনে ০১.১০.২০২৫ থেকে ৩০.০৯.২০২৭ তারিখ মেয়াদে বিবিধ পি.ওয়ে(জোনাল)/ট্র্যাক ওয়ার্কস; ৩,৫০,০০,০০০.০০ টাকা; ৩,২৫,০০০ টাকা। **(৩) ই-কেজিপি-ইস্ট-৭০-২০২৫;** সিনিয়র সেকশন ইঞ্জিনিয়ার/পি.ওয়ে/ডব্লু/সাঁতরাগাছির শাখায় অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার/শালিমারের অধিক্ষেত্রাধীনে ০১.১০.২০২৫ থেকে ৩০.০৯.২০২৭ তারিখ মেয়াদে বিবিধ পি.ওয়ে(জোনাল)/ট্র্যাক ওয়ার্কস; ৩,৫০,০০,০০০.০০ টাকা; ৩,২৫,০০০ টাকা। **(৪) ই-কেজিপি-ইস্ট-৭১-২০২৫;** সিনিয়র সেকশন ইঞ্জিনিয়ার/পি.ওয়ে/উলুবেড়িয়ার শাখায় অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার/শালিমারের অধিক্ষেত্রাধীনে ০১.১০.২০২৫ থেকে ৩০.০৯.২০২৭ তারিখ মেয়াদে বিবিধ পি.ওয়ে(জোনাল)/ট্র্যাক ওয়ার্কস; ৩,৫০,০০,০০০.০০ টাকা; ৩,২৫,০০০ টাকা। **(৫) ই-কেজিপি-ইস্ট-৭২-২০২৫;** সিনিয়র সেকশন ইঞ্জিনিয়ার/পি.ওয়ে/পাঁশকুড়ার শাখায় অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার/পাঁশকুড়ার অধিক্ষেত্রাধীনে ০১.১০.২০২৫ থেকে ৩০.০৯.২০২৭ তারিখ মেয়াদে বিবিধ পি.ওয়ে(জোনাল)/ট্র্যাক ওয়ার্কস; ৪,০০,০০,০০০.০০ টাকা; ৩,৫০,০০০ টাকা। **(৬) ই-কেজিপি-ইস্ট-৭৩-২০২৫;** সিনিয়র সেকশন ইঞ্জিনিয়ার/পি.ওয়ে/কোলাঘাটের শাখায় অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার/পাঁশকুড়ার অধিক্ষেত্রাধীনে ০১.১০.২০২৫ থেকে ৩০.০৯.২০২৭ তারিখ মেয়াদে বিবিধ পি.ওয়ে(জোনাল)/ট্র্যাক ওয়ার্কস; ৩,০০,০০,০০০.০০ টাকা; ৩,০০,০০০ টাকা। **(৭) ই-কেজিপি-ওয়েস্ট-৫২-২০২৫;** ঝাড়গ্রাম-চাকুলিয়া ঃ অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার/ঝাড়গ্রামের অধিক্ষেত্রাধীনে লেভেল ক্রশিং নং ৮৪-এ ০১টি লিমিটেড হাইট সাবওয়ে নির্মাণ; ৯,১০,৯০,১৯৬.৪২ টাকা; ৬,০৫,৫০০ টাকা। **(৮) ই-কেজিপি-এইচকিউ-৪৯-২০২৫;** অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার/সেটেলমেন্ট/খড়গপুর-এর অধিক্ষেত্রাধীনে খড়গপুরে সীমানা পাঁচিল এবং লন ও বাগানের উন্নয়নসহ অফিসার রেস্ট হাউস কাম ট্রানজিট অ্যাকোমোডেশন নির্মাণ; ২,২৬,৭৩,১৬৯.৬২ টাকা; ২,৬৩,৪০০ টাকা। **(৯) ই-কেজিপি-এইচকিউ-৫০-২০২৫;** অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার/সেটলমেন্ট/খড়গপুরের অধীনে অফিসার্স ক্লাবের ব্যাডমিন্টন হলের সম্প্রসারণ; ৭৪,৭৮,২৮৫.৭১ টাকা; ১,৪৯,৬০০ টাকা। **(১০) ই-কেজিপি-সাউথ-৬১-২০২৫;** অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার/বালাসোরের অধিক্ষেত্রাধীনে রাণীতাল, নীলগিরি রোড, খন্তাপাড়া ও বাহানগাবাজার স্টেশনে প্ল্যাটফর্মের সম্প্রসারণ, উচ্চতা বৃদ্ধি ও উপরিতলের উন্নয়ন এবং অন্যান্য সুযোগসুবিধার ব্যবস্থা; ২০,৯০,৯৭,৪৫২.৫৫ টাকা; ১১,৯৫,৫০০ টাকা। **(১১) ই-কেজিপি-ওয়েস্ট-৫৩-২০২৫;** বালিচক, মাদপুর, মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, চাকুলিয়া ও রাখামাইনস ঃ ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার/ডব্লু/খড়গপুরের অধিক্ষেত্রাধীনে আরজিএম সাইডিং-এ সুযোগসুবিধার বৃদ্ধি; ১,৯৯,৫৮,৪৯৪.১৩ টাকা; ২,৪৯,৮০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** প্রতিটির জন্য ০.০০। **খোলার তারিখ ঃ** ক্রমিক নং ১ থেকে ৬-এর জন্য ০৫.১২.২০২৫, ক্রমিক নং ৭-এর জন্য ০৯.১২.২০২৫, ক্রমিক নং ৮ থেকে ৯-এর জন্য ১১.১২.২০২৫, ক্রমিক নং ১০-এর জন্য ১২.১২.২০২৫, এবং ক্রমিক নং ১১-এর জন্য ১৫.১২.২০২৫। **কাজ শেষ করার মেয়াদ ঃ** ক্রমিক নং ১ থেকে ৬-এর জন্য ২৪ মাস; ক্রমিক নং ৭-এর জন্য ১৮ মাস; ক্রমিক নং ৮, ১০ ও ১১-এর জন্য ১২ মাস এবং ক্রমিক নং ৯-এর জন্য ০৬ মাস। **বিড শুরুর তারিখ ঃ** ক্রমিক নং ১ থেকে ৬-এর জন্য ২১.১১.২০২৫ থেকে ০৫.১২.২০২৫ তারিখে দুপুর ৩টা পর্যন্ত; ক্রমিক নং ৭-এর জন্য ২৫.১১.২০২৫ থেকে ০৯.১২.২০২৫ তারিখে দুপুর ৩টা পর্যন্ত; ক্রমিক নং ৮ থেকে ৯-এর জন্য ২৭.১১.২০২৫ থেকে ১১.১২.২০২৫ তারিখে দুপুর ৩টা পর্যন্ত; এবং ক্রমিক নং ১০-এর জন্য ২৮.১১.২০২৫ থেকে ১২.১২.২০২৫ তারিখে দুপুর ৩টা পর্যন্ত; এবং ক্রমিক নং ১১-এর জন্য ০১.১২.২০২৫ থেকে ১৫.১২.২০২৫ তারিখে দুপুর ৩টা পর্যন্ত। আগ্রহী টেন্ডারদাতারা টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিবরণ/বর্ণনা/মাপকাঠির জন্য এবং অনলাইনে বিড জমা করতে ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** দেখতে পারেন। কোনওভাবেই এই কাজের জন্য ম্যানুয়াল টেন্ডার গ্রাহ্য হবে না। **বি.দ্র. ঃ** সব টেন্ডারে অংশ নিতে সম্ভাব্য বিডাররা নিয়মিত **"www.ireps.gov.in"** দেখতে পারেন।

(PR-872)

Daluibazar-I Gram Panchayat
Rasulpur, Memari, Purba Bardhaman

Notice Inviting e-Tender

e-Tenders are invited from Reputed, Bonafied Tenderer for executation the different development work vide **Tender Reference No.: DB-I/e-Tender/2025-26/517, DB-I/e-Tender/2025-26/518, DB-I/e-Tender/2025-26/519, DB-I/e-Tender/2025-26/520, DB-I/e-Tender/2025-26/521 & Tender ID: 2025_ZPHD_952220_1, 2025_ZPHD_952248_1, 2025_ZPHD_952264_1, 2025_ZPHD_952941_1, 2025_ZPHD_952992_1, 2025_ZPHD_952992_2, 2025_ZPHD_952992_3, 2025_ZPHD_952992_4, Date : 17.11.2025.** Bid Submission Start Date (Online) : **18.11.2025 at 06.55 PM.** Bid Submission Closing Date (Online): **15.12.2025 up to 11.00 AM.** Bid Opening Date (Technical): **17.11.2025 at 11.00 AM.** For details visit **www.wbtenders.gov.in** & undersigned GP office.

Sd/-
Prodhan
Daluibazar-I Gram Panchayat

Gope Gantar-I Gram Panchayat
Gantar, Purba Bardhaman

Notice Inviting e-Tender

e-Tender is invited from Reputed, Bonafied Tenderer for execution of 8 nos. different development works vide **e-NIT No.: WB/BWN/NIT-05 /GG-I/SL.- 01 to 06/2025-26 & Memo No.: 492/GG-I/25-26, Date: 20.11.2025. Tender ID : 2025_ZPHD_955958_1 to 2025_ZPHD_955958_6 and e-NIT No.: WB/BWN/NIT-06 /GG-I/SL.- 01 to 02/2025-26 & Memo No.: 493/GG-I/25-26, Date: 20.11.2025. Tender ID : 2025_ZPHD_956978_1 & 2025_ZPHD_956978_2 .** Bid Submission Start Date (Online): **22.11.2025 at 04:30 PM.** Bid Submission Closing Date (Online): **18.12.2025 up to 12:55 PM (NIT05), 19.12.2025 up to 01:55 PM (NIT-06).** Bid Opening Date for Technical Proposals: **20.12.2025 at 04.30 PM(NIT-05), 22.12.2025 at 10.30 AM (NIT-06).** For detailed information visit **www.wbtenders.gov.in** & undersigned GP Office.

Sd/-
Prodhan
Gope Gantar-I Gram Panchayat

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**

টার্গেট

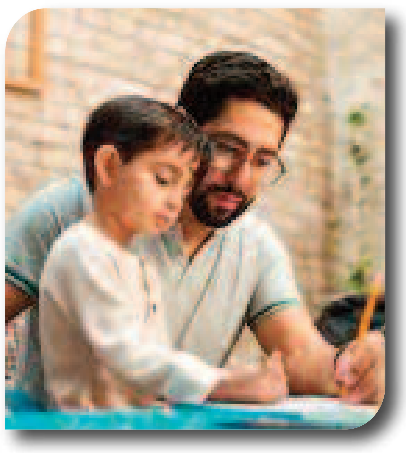

কাল নয়, আজ; এই হোক সাফল্যের মন্ত্র

গড়িমসিকে বিদায়

অনিন্দ্য কিশোর

রিলস্ নয়, এবার কেরিয়ারে ফোকাস

তুমি জানো, তোমার ক্ষমতা আছে। বুদ্ধিসুদ্ধি ফাটাফাটি। কিন্তু পরীক্ষার আগের রাতে ঘুম উড়ে যায়। কারণ, সারা সেমিস্টার শুধু 'আজ নয়, কাল পড়ব' করে কাটিয়ে দিয়েছ। কিংবা ধরো, প্রজেক্ট জমা দেওয়ার ডেডলাইন কাল। আর তুমি আজকেও ভাবছ 'ধুর, আর পাঁচটা মিনিট রিলস্ দেখেই শুরু করছি!' এই যে 'কাল করব' রোগটা; এটাই হল প্রক্রাস্টিনেশন বা দীর্ঘসূত্রিতা।

ব্যাপারটা এমন নয়, যে তুমি পার না। তুমি ঠিকই পারো। কিন্তু যখনই সিরিয়াস কাজটি শুরু করতে বসো, তখনই হঠাৎ করে ঘর গোছানোটা খুব জরুরি মনে হয়। বা ফোনটা হাতছানি দিয়ে ডাকে, 'আয়, একটা রিলস্ দেখেই যা!' আর ওই একটা রিলস্ দেখতে গিয়ে, কখন যে এক ঘণ্টা পার হয়ে যায়, তার আর ঠিক থাকে না। তারপর? শুধু চাপ আর 'গিল্টি ফিলিং'!

এই 'পরে করছি' স্বভাবটা আমাদের কেরিয়ারের জন্য একটা বিরাট বড় স্পিডব্রেকার। এটি শুধু সময়ই নষ্ট করে না, আমাদের কনফিডেন্সও একদম তলানিতে নিয়ে আসে। কিন্তু, চিন্তা নেই! তুমি একা নও। এই ফাঁদ থেকে বেরোনোর জন্য আজ তোমাদের এমন কিছু টিপস দেব যা এই 'কাল করব' ভূতটাকে 'আজই করব'-তে নিশ্চিত বদলে দেবে।

প্রক্রাস্টিনেশন কাটানোর ১০টি জবরদস্ত উপায়

ছাত্রছাত্রী বন্ধুদের জন্য, এই সমস্যা থেকে বেরোনোর কিছু সহজ, কিন্তু কার্যকরী কৌশল।

১. কাজটিকে ছোট-ছোট অংশে ভাঙো

বড় কাজ দেখলে আমাদের মন অনেক সময় ঘাবড়ে যায়। যেমন, 'পুরো বইটা শেষ করতে হবে!' না ভেবে, ভাবো 'আজ শুধু এই চ্যাপ্টারটাই পড়ব। কাজটিকে ছোট-ছোট ধাপে ভেঙে নাও। দেখবে, চাপ অনেক কমে গেছে। আর শুরু করাটা সহজ মনে হচ্ছে।

২. মিনিটের নিয়ম' প্রয়োগ করো

যদি কোনও কাজ ২ মিনিটের মধ্যে করা সম্ভব হয়, তা হলে সেটি তখনই করে ফেলো। ইমেল চেক করা, একটা রেফারেন্স বুক বের করা, বা একটা টাস্ক শুরু করা, এগুলি ২ মিনিটের বেশি লাগে না। একবার শুরু করলে দেখবে, বাকিটা করাও সহজ মনে হচ্ছে।

৩. সবচেয়ে কঠিন কাজটি আগে করো

সকালে উঠে তোমার দিনের সবচেয়ে কঠিন বা অপছন্দের কাজটি সবার আগে শেষ করে ফেলো। ব্রায়ান ট্রেসি-র বিখ্যাত এই সূত্রটা তোমাকে দিনের বাকি সময়টা হালকা রাখবে এবং আত্মবিশ্বাস দেবে।

৪. নিজের জন্য ডেডলাইন সেট করো

শিক্ষকের দেওয়া ডেডলাইনের উপর নির্ভরশীল না হয়ে, নিজের জন্য একটা অভ্যন্তরীণ ডেডলাইন সেট করো। ধরো, অ্যাসাইনমেন্ট জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ১০ ডিসেম্বর, তুমি নিজের জন্য ৫ ডিসেম্বর ঠিক করলে। এতে হাতে একটা বাফার টাইম থাকবে।

৫. 'পোমোডোরো টেকনিক' ব্যবহার করো

২৫ মিনিট মন দিয়ে কাজ করো। তারপর ৫ মিনিটের ব্রেক নাও। ৪ বার এমন করার পর ১৫-২০ মিনিটের একটা বড় ব্রেক নাও। এই টেকনিক, তোমার মনোযোগ ধরে রাখতে এবং ক্লান্তি দূর করতে সাহায্য করবে।

৬. বিরক্তিকর জিনিসগুলি দূরে রাখো

যখন পড়ার টেবিলে বসবে, ফোন সাইলেন্ট করে দূরে রাখো। সোশ্যাল মিডিয়া বা গেমিং থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করো। একটা শান্ত পরিবেশ তৈরি করো, যেখানে তোমার মন বিক্ষিপ্ত না হয়।

৭. লক্ষ্য স্পষ্ট করো

তুমি কেন এই কাজটি করছো? এর শেষ ফলাফল কী? এই কাজটি শেষ করলে তুমি কী পাবে? লক্ষ্য যত স্পষ্ট হবে, কাজ করার অনুপ্রেরণা তত বেশি আসবে। নিজেকে প্রশ্ন করো, 'এই কাজটি না করলে, আমার কী ক্ষতি হবে?'

৮. নিজেকে পুরস্কৃত করো

একটা কঠিন কাজ শেষ করার পর নিজেকে ছোটখাটো পুরস্কার দাও। হতে পারে পছন্দের একটা গান শোনা, একটা চকলেট খাওয়া, বা ৫ মিনিটের জন্য সোশ্যাল মিডিয়া দেখা। এটা তোমার মস্তিষ্ককে পরবর্তী কাজের জন্য উৎসাহিত করবে।

৯. নিজের নেতিবাচক চিন্তাভাবনাগুলো চিহ্নিত করো

অনেক সময় আমরা কাজ শুরু করার আগেই ভাবি, 'এটি আমার দ্বারা হবে না' বা 'আমি ব্যর্থ হব'। এই ধরনের নেতিবাচক চিন্তাভাবনাগুলিকে চ্যালেঞ্জ করো। নিজের আত্মবিশ্বাসে ভরসা রাখো।

১০. অন্যের কাছে দায়বদ্ধ থাকো

তোমার কোনও বন্ধু বা মেন্টরের কাছে তোমার লক্ষ্যগুলি বলো। তাঁকে বলো, তোমার কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে খোঁজ নিতে। যখন তুমি জানবে, যে কেউ তোমার কাজের ফলোআপ করছে, তখন কাজ ফেলে রাখার প্রবণতা কমে যাবে।

শেষ কথা

মনে রেখো, 'প্রক্রাস্টিনেশন' বা দীর্ঘসূত্রিতা কোনও ব্যর্থতা বা রোগ নয়, এটি শুধুই একটি অভ্যাস। আর যে কোনও অভ্যাস বদলানো সম্ভব। এর জন্য দরকার শুধু একটু চেষ্টা, শৃঙ্খলা আর সঠিক পরিকল্পনা। এই টিপসগুলি মেনে চললে দেখবে, তোমার পড়ালেখা, প্রজেক্ট বা যে কোনও গুরুত্বপূর্ণ কাজ সময় মতো শেষ হয়ে যাচ্ছে।

শুধু তাই নয়, তোমার আত্মবিশ্বাস বাড়বে, মানসিক চাপ কমবে। তুমি নিজের লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য আরও বেশি ফোকাসড হতে পারবে।

তোমাকে 'কাল করব' বলা ছেড়ে, 'আজই করব' বলা শিখতে হবে। নিজের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য, আজ থেকেই এই অভ্যাসগুলি নিজের জীবনে প্রয়োগ করা শুরু করো। সাফল্য তোমারই হবে!

অভিভাবকের নজরদারি ও পড়ুয়াদের স্বপ্নপূরণ

ডাঃ শামসুল হক

শিশুরাই জাতির ভবিষ্যত। জন্মের পর থেকে একটা শিশু তার বাবা মায়ের তত্বাবধানে থাকতে থাকতেই হয়ে ওঠে পরিবারের সম্পদ। একসময় সে আবার হয়ে ওঠে সমগ্ দেশের সম্পদও । কিন্তু সেজন্য তো প্রয়োজন তার নিখুঁত চরিত্র গঠন ও। আর সেই কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য প্রয়োজন তার বাড়ীর লোকজন, শিক্ষক শিক্ষিকা এবং সমাজ, সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টাও । চাই অসীম ধৈর্য্য এবং অতি অবশ্যই নিখাদ অধ্যবসায়ও । বলাই বাহুল্য, একটা দীর্ঘমেয়াদী প্রক্রিয়ায় মাধ্যমে স্বচ্ছভাবে প্রতিফলিত হ ওয়ার সুযোগও যেন থাকে সেই কর্মসূচির মধ্যে। নইলে বরবাদ হয়ে যাবে সবকিছুই।

একজন শিশুর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপিত হয় একেবারে তার বালকবেলা থেকেই। তখন অবোধ শিশু ভেবে তাকে যতোই শাসনে রাখার চেষ্টা করা হোক না কেন, সকলকে মনে রাখতে হবে যে, সেই সময়টাই হল তার চরিত্র গঠনের উপযুক্ত একটা ক্ষণও। আর তার জন্য তাকে মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হবে তার বাড়ীর লোকজন, বিদ্যালয় এবং সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষজনের সান্নিধ্যও । তার উপর ভর করেই তাকে অতিক্রম করতে হবে একটার পর একটা সিঁড়ি এবং নিজ চেষ্টা ও নিষ্ঠার দৌলতেই তাকে পৌঁছাতে হবে সাফল্যের উচ্চ শিখরেও।

এই ব্যাপারে তার চলার পথের প্রাথমিক স্তরটা হল তার নিজের পরিবারই। তখন হয়তো সে হাঁটি হাঁটি পা পা করে এগিয়ে চলতে শিখেছে সমানের নিজস্ব পথেরই সন্ধানে । হয়তো সে তখন শুরু করেছে কথা বলাও। আর সেইসময়টাই হল তার মনের ই কোণে হরেক রকমের ভাবাবেগ সঞ্চারণের ক্ষেত্রভূমিও । তাই তার জীবনের অতি গুরুত্বপূর্ণ সেই ক্ষণে অতি অবশ্যই সতর্ক থাকতে হবে সকলকেই। কারণ ছোট্ট সেই শিশুর নৈতিক শিক্ষার শুরু কিন্তু তখন ই । সেই সময় থেকেই শুরু হয় তার ভালো মন্দের বাছবিচার। শুধু তাই নয়, সৎ এবং সত্যবাদী তার নির্ভীক একটা প্রতীক হয়ে ওঠার সঠিক সময় তো সেটাই।

তারপর একটু একটু করে বয়স বাড়ে তার। শুরু হয় স্কুল জীবন। সেখান দিনের অনেকটা সময় ব্যয়ও করতে হয় তাদের। তাই সেই স্থান ও তাদের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং সেখনে বাড়ীর লোকজনের পাশাপাশি পাঠ ভবনের সকল শিক্ষক শিক্ষিকাদের ভূমিকাও কিন্তু বিশাল। নৈতিক শিক্ষার মাধ্যমেই নবাগত ছাত্র ছাত্রীদের নতুনভাবে উদ্বুদ্ধ করাই যেন হয় তাঁদের জীবনের সবচেয়ে বড় একটা ব্রতও।

ছোট ছোট শিশুদের বিনোদন এবং তাদের চঞ্চলমতী মনকে শান্ত ও সতেজ রাখার জন্য খোলা থাকে নির্মল পরিবেশে ভ্রমণ এবং সমাজের বিভিন্ন স্তরে বিচরণের অবাধ প্রবেশাধিকারও। সেখানকার নিরাপদ এবং স্বাস্থ্যকর পরিবেশের মধ্যে নতুন কিছু শেখার সুযোগ ও পেতে পারে তারা । কারণ সেই স্থান ই হল তাদের ভালো কাজকর্ম শেখার উৎসভূমিও। সেখানেই বৃদ্ধি পায় তাদের আত্মসচেতনতা এবং অতি অবশ্যই নিজস্ব মনোবল ও ।

আবার বিভিন্ন ধরণের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে হাজির থেকে নিজেদের নতুনভাবে চিনতে এবং বুঝতেও শিখবে তারা। ঘটবে নিজেদের অনুভূতির পূর্ণ বিকাশ। আবার সেখানে নিজ নিজ চাহিদার ব্যাপারে হবে বোধদয় ও । মনটা হবে খুশীতে ভরপুর।

ফলে সমৃদ্ধশালী হয়ে উঠতে বাধ্য তার নিজস্ব সাম্রাজ্য এবং সেইসঙ্গে পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে তার বাবা মা সহ সংসারের অন্য সকলেরও ।

পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন
২০২৬

কোচবিহারে জয়ীর ভাগ্য নির্ধারণ করেন তফসশিলিরাই

শুভাশিস বিশ্বাস

কোচবিহার লোকসভা আসন পশ্চিমবঙ্গের উত্তরবঙ্গের কয়েকটি আসনের মধ্যে একটি। তবে এটি একটি তফশিলি জাতি সংরক্ষিত আসন হিসেবেই পরিগণিত হয়ে আসছে। এই লোকসভার মধ্যে রযেছে মাথাভাঙ্গা, কোচবিহার উত্তর, কোচবিহার দক্ষিণ, শীতলকুচি, সিতাই, দিনহাটা, নাটাবাড়ি এই কয়েকটি বিধানসভা। এখানকার বাসিন্দারা রাজবংশী সম্প্রদায়ের এবং বেশিরভাগই বাংলা ভাষাভাষী। আসন সংরক্ষিত হওয়ায় তফসিলি জাতি ভোটারদের ভূমিকা এই লোকসভা আসনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তফসিলি জাতির ভোটাররা-ই এককভাবে কোনও দলকে এগিয়ে দিতে সক্ষম। এই প্রসঙ্গে একটা তথ্য সামনে আনলেই ব্যাপারটি আরও স্পষ্ট ভাবে বোঝানো সম্ভব। ২০১৪ সালে তৃণমূল কংগ্রেস এই তফশিলি জাতির ভোটারদের বড় অংশকে নিজেদের দিকে আকর্ষণ করে। আর তারই জেরে আসন জেতেও তৃণমূল। এরপর ২০১৯-এ বিজেপি এই কোচবিহার আসন জিততে পাখির চোখ করে এই তফসিলি জাতির ভোটারদেরই। শুধু তাই নয়, এই ভোটারদের মধ্যে শক্ত সমর্থনও গড়ে তোলে এবং বিপুল ব্যবধানে জয়লাভ করে।

তবে ফের দৃশ্যপট বদলায় ২০২৪-এ। তৃণমূল কংগ্রেস ফের কোচবিহার আসন দখল করে এই তফশিলি জাতিদের ভোটারদের আস্থা অর্জন করেই। এখানে আরও একটা কথা না বললেই নয়, কোচবিহারের ভোটাররা পরিবর্তনশীল।এঁরা প্রতি নির্বাচনে নতুন রাজনৈতিক শক্তিকে সুযোগ দিয়েছেন। উন্নয়নমূলক প্রকল্প, সামাজিক সুরক্ষা এবং আঞ্চলিক ইস্যু প্রভাবিত করতে দেখা গেছে এই অঞ্চলের ভোটারদের। আর ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনেও একই প্রভাব থাকবে বলে ধারনা রানৈতিক বিশেষজ্ঞদের। তবে খুব স্পষ্ট ভাবে বলতে গেলে রাজবংশী সম্প্রদায় কোচবিহার জেলার রাজনৈতিক ভারসাম্য নির্ধারণে মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করে। এই রাজবংশী সম্প্রদায় হল উত্তরবঙ্গের অন্যতম প্রধান জাতিগোষ্ঠী। যাঁরা রাজনৈতিকভাবে অত্যন্ত সক্রিয়ও। আর এই রাজবংশী সম্প্রদায়ের ভোটাররা রাজনৈতিক দলগুলিকে উত্তরবঙ্গের আঞ্চলিক ইস্যুকে বারবার সামনে তুলে এনেছে রাজনৈতিক নেতাদের সামনে।আর তাঁদের এই উত্থাপিত ইস্যুগুলিতে মনোযোগ দিতে বাধ্যও করে।পাশাপাশি রয়েছে মুসলিম ভোটারদের প্রভাবও। মুসলিম ভোটারদের উল্লেখযোগ্য অংশ নজরে আসে বিশেষত শীতলকুচি ও দিনহাটা অঞ্চলে। আর এই মুসলিম ভোট ব্যাঙ্ক দক্ষিণ ও মধ্য কোচবিহারে তৃণমূলের শক্তি বৃদ্ধিতে এক বড় ভূমিকা নিয়েছে বলে ধারনা রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের। কারণ জেলার জনসংখ্যার একটি উল্লেখযোগ্য অংশ মুসলিম সম্প্রদায়ের। তাদের ভোটের অভিমুখ প্রায়শই নির্বাচনের ফলাফল নির্ধারণে প্রভাব ফেলে। খুব সহজ ভাষায় বললে, কোচবিহারের মুসলিম ভোট ব্যাঙ্ককে বোঝা মানে আসলে জেলার রাজনৈতিক সমীকরণ বোঝা। তাদের ভোটের অভিমুখ অনেক সময়েই নির্ধারণ করে কোন দল জয়ী হবে। তবে উত্তরবঙ্গের রাজনৈতিক ট্রেন্ড বলছে, তৃণমূল কংগ্রেসের লক্ষ্য মুসলিম ভোট ধরে রাখার। কংগ্রেস ও বাম দলগুলিও মুসলিম ভোটকে আকর্ষণ করার চেষ্টা করে, যদিও তাদের প্রভাব তুলনামূলকভাবে কম।অন্যদিকে বিজেপি হিন্দু ভোটকে একত্রিত করার চেষ্টা করে, তবে মুসলিম ভোট তাদের বিরুদ্ধে একত্রিত হলে ফলাফল পাল্টে যেতে পারে।পাশাপাশি ভোট দেওয়ার ট্রেন্ড দেখে এটাও স্পষ্ট যে, মুসলিম ভোটাররা সাধারণত বিজেপির বিরুদ্ধে ভোট দেন, যা তৃণমূল বা বিরোধী জোটকে সুবিধা দেয়। গত কয়েকটি নির্বাচনী সমীক্ষা বলছে, তৃণমূল কংগ্রেস মুসলিম ভোটের বড় অংশ ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছে। একসময় মুসলিম ভোটের বড় অংশ কংগ্রেস ও বামদের দিকে যেত, তবে বর্তমানে তাদের প্রভাব অনেক কমে গেছে। এবার যদি এই মুসলিম ভোট একাধিক বিরোধী দলে ভাগ হয়ে যায়, তবে বিজেপি লাভবান হতে পারে।আর এই মুসিলম ভোট ব্যাঙ্ককে নিজেদের দখলে রাখতে অনেক সময় রাজনৈতিক দলগুলি মুসলিম প্রার্থী দাঁড় করায় যাতে ভোট ব্যাঙ্ককে আকর্ষণ করা যায়।এর পাশাপাশি উচ্চবর্ণের ভোটারদের টার্নআউটও হয় নজরকাড়া।

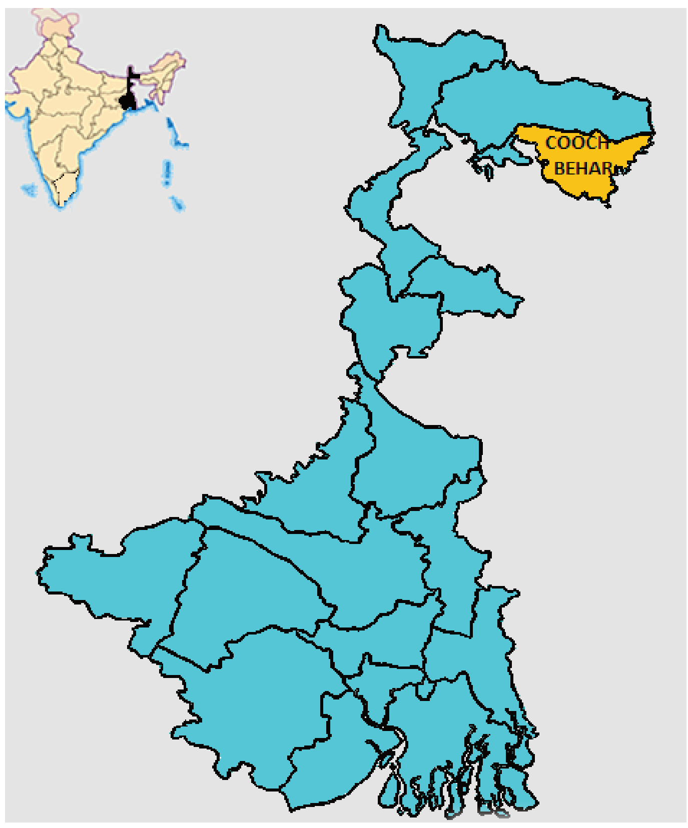

একইসঙ্গে কোচবিহার গ্রামীণ অর্থনীতি নির্ভর হওয়ায় কৃষি, চাষাবাদ, জমি সংক্রান্ত ইস্যু নির্বাচনী প্রচারে বড় ভূমিকা রাখে। কৃষি, চা শিল্প, সীমান্ত বাণিজ্য, কর্মসংস্থান ও দারিদ্র্যজনিত সমস্যা সরাসরি ভোটারদের ওপর প্রভাব ফেলে। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, এখানে গ্রামীণ অর্থনীতি ও স্থানীয় সমস্যা ভোটের ফল নির্ধারণে বড় ফ্যাক্টর হিসেবে কাজ করে। অতীতে দেখা গেছে, চা শ্রমিকদের মজুরি আন্দোলন বা কৃষকদের অসন্তোষ নির্বাচনের ফলাফল ঘুরিয়ে দিয়েছে। কোচবিহারের বেশির ভাগ মানুষ কৃষিনির্ভর হওয়ার কারণে ধান, জুট ও সবজি চাষে দাম ওঠানামা বা ফসলের ক্ষতি ভোটারদেরকে প্রভাবিত করে। পাশাপাশি উত্তরবঙ্গের চা বাগানগুলিতে শ্রমিকদের মজুরি ও কাজের শর্তও নির্বাচনে বড় ইস্যু হয়ে দাঁড়ায়। সঙ্গে প্রভাব ফেলে সীমান্ত বাণিজ্যও। কারণ, বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী হওয়ায় বৈধ ও অবৈধ বাণিজ্য, পাচার ও সীমান্ত নিরাপত্তা স্থানীয় অর্থনীতিকে প্রভাবিত করে। এদিকে কর্মসংস্থান সংকট যুব সমাজের বড় অংশ কাজের জন্য ভিন রাজ্যে বা ভিন জেলায় যেতে বাধ্য করেছে। ফলে স্থানীয়ভাবে চাকরির অভাবও ভোটারদের মনে অসন্তোষের বড় কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। একইসঙ্গে রেশন, আবাসন, স্বাস্থ্যসেবার মতো কেন্দ্রীয় ও রাজ্যের উন্নয়ন প্রকল্প ভোটারদের সিদ্ধান্তে সরাসরি প্রভাব ফেলে। আর সেইকারণেই ভোটাররা সাধারণত সেই দল বা প্রার্থীকে সমর্থন করেন, যারা কৃষি, শ্রমিক কল্যাণ ও কর্মসংস্থান নিয়ে বাস্তব পদক্ষেপের প্রতিশ্রুতি দেয়। সঙ্গে অর্থনৈতিক সংকট বা উন্নয়ন প্রকল্পের সফলতাও নির্বাচনী মেজাজকে বিপুল ভাবে প্রভাবিত করে। এই প্রসঙ্গে রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের ধারনা, ২০২১-এ বিজেপি এগিয়ে থাকলেও ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূলের পুনরুত্থান ঘটেছ। তবে ২০২৬ বিধানসভায় প্রেক্ষাপট একেবারেই ভিন্ন। স্থনীয় মানুষেরা কতটা উপকৃত হচ্ছেন শাসকদলের তরফ থেকে সেটাই বিচার্য বিষয় হয়ে উঠবে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে।

কোচবিহারের রাজনৈতিক ইতিহাস বলছে, কোচবিহার লোকসভা আসনে ভোটার প্রবণতা গত কয়েক দশকে উল্লেখযোগ্যভাবে পরিবর্তিত হয়েছে। ১৯৭০,৯০-এর দশকে নজরে এসেছে বামফ্রন্টের আধিপত্য। পরে বামদের এই দুর্গ দখল করে তৃণমূল কংগ্রেস। মাঝে ২০১৯-এ বিজেপি বড় ব্যবধানে জয়লাভ করে।এরপর ফের ২০২৪-এ তৃণমূল আসনটি পুনর্দখল করে। এই প্রসঙ্গে একটু বিস্তারিত ভাবে বলতে গেলে ২০১৯-এ বিজেপি উত্তরবঙ্গে শক্তিশালী উত্থান ঘটায়। নিশীথ প্রামাণিক প্রায় ৪৭ শতাংশ ভোট পান এবং তৃণমূলকে বড় ব্যবধানে হারান। এরপর ২০২৪-এ তৃণমূল কংগ্রেস ভোট ভাগ বাড়িয়ে প্রায় ৪৯ শতাংশ অর্জন করে। এর মূল কারণ, বিজেপি থেকে তৃণমূলের দিকে ভোট স্থানান্তর। যার জেরে তৃণমূলের প্রাপ্ত ভোট শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে ২ শতাংশেরও বেশি। উল্টোদিকে বিজেপির ভোট কমেছে প্রায় ৫ শতাংশ। ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনের তথ্য অনুসারে এখানে মোট ভোটার ১৯,৬৬,৮৯৩ জন। এদের মধ্যে তফশিলি জাতির ভোটারের সংখ্যা প্রায় ৮.৮ লক্ষ (৪৮.৬ শতাংশ)। তফসিলি উপজাতির ভোটার সংখ্যা প্রায় ৯, ০৫৩ (০.৫ শতাংশ)। নির্বাচন কমিশনের তরফ থেকে পাওয়া তথ্য অনুসারে ২০২৪-এর নির্বাচনে এই কোচবিহার লোকসভা কেন্দ্রে ভোট পড়েছিল ৮২.১৬ শতাংশ। ২০১৯-এ এই কোচবিহার লোকসভা কেন্দ্র থেকে বিজেপি প্রার্থী নিশীথ প্রামাণিক ৭,৩১,৫৯৪ ভোট পেয়ে জয়ী হলেও ছবিটা বদলায় ২০২৪-এ। ২০২৪-এ এই লোকসভা কেন্দ্র থেকেই জয়ী হন তৃণমূলের জগদীশ চন্দ্র বর্মা বসুনিয়া। এই নির্বাচনে নিকটতম বিজেপি প্রার্থীর থেকে তৃণমূল প্রার্থীর ব্যবধান ছিল ৩৯,২৫০ ভোটের। এই প্রসঙ্গে কোচবিহার লোকসভা প্রসঙ্গে একটা কথা না বললেই নয়, ৮২ শতাংশেরও বেশি টার্নআউট কোচবিহারবাসীর রাজনৈতিক সচেতনতা ও সক্রিয়তার প্রতিফলন।